NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ জীবনের অনেক আগেই আত্মজীবন শেষ হয়ে যায়!

মেলার দখল নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ধুন্ধুমার ৬

কলকাতা ২৫ নভেম্বর ২০২৪ ৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৬৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.11.2024, Vol.18, Issue No. 164 8 Pages, Price 3.00

আদানি আঁচেই শীত অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর: সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। আর শুরুতেই আমেরিকায় ঘুষকাণ্ডে আদানি গোষ্ঠীর নাম জড়ানো নিয়ে আলোচনায় গরম হতে পারে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। কারণ রবিবার সকালে ডাকা সর্বদল বৈঠকেই এই বিষয়ে সংসদের আমেরিকার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে। ঘুষের মামলায় সমনও জারি হয়েছে আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম আদানি এবং তাঁর ভাইপো সাগরের বিরুদ্ধে। নিউ ইয়র্কের আদালতের মাধ্যমে পাঠানো ওই সমনে বলা হয়েছে, আমেরিকার শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সিকিয়োরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (এসইসি) আনা

মণিপুরেও তপ্ত হতে পারে সংসদ

শীতকালীন অধিবেশনে আলোচনা করতে চেয়েছে বিরোধীরা। তার আগে এ বিষয়ে নিজেদের দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। অধিবেশনে শুধু আদানি গোষ্ঠীর বিষয়ে আলোচনা ছাড়াও, মণিপুরের অশান্তির প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা চেয়েছেন রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খড়্গেরা। সর্বদল বৈঠকের পর এ কথা জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা প্রমোদ তিওয়ারি। এর পাশাপাশি দিল্লির দূষণ এবং ঘন ঘন ট্রেন দুর্ঘটনার মতো বিষয়গুলি নিয়েও সংসদে আলোচনা করতে চাইছে কংগ্রেস।

আজ শুরু সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলবে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। তার আগে রবিবার সংসদে সর্বদল বৈঠক হয়। কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ, বিজেপির জেপি নড্ডা-সহ অন্য দলের নেতারাও ছিলেন বৈঠকে। অধিবেশনে বাকি বিরোধী দলগুলিও আদানি প্রসঙ্গে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে সুর মেলাতে পারেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিরোধীরা আদানিকাণ্ডে যুগ্ম সংসদীয় কমিটির তদন্তের দাবি করেন কি না, তাও পরিষ্কার হবে।

উল্লেখ্য, আমেরিকার আদালতে সম্প্রতি 'প্রমাণ-সহ অভিযোগপত্র' জমা পড়েছে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে গৌতম আদানি এবং তাঁর ভাইপো সাগরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির খবরও প্রকাশিত হয়েছে ঘুষের অভিযোগের জবাব ২১ দিনের মধ্যে শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রককে পাঠাতে হবে। গত ২১ নভেম্বর আমদাবাদে দু'জনের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে ওই সমন।

গৌতম আদানি, সাগর এবং আদানি গোষ্ঠীর আরও কিছু আধিকারিকের বিরুদ্ধে আমেরিকার বিচার বিভাগীয় আদালত এবং আমেরিকার শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক এসইসি অভিযোগ করেছে, আদানি গোষ্ঠীর সংস্থা আদানি গ্রিনের মাধ্যমে সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বিদ্যুতের চড়া দাম-সহ বিশেষ কিছু সুবিধা পাওয়ার জন্য ভারতীয় কিছু সরকারি আমলাকে ২২০০ কোটি টাকা ঘুষ দেওয়ার পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত তাঁরা। অভিযোগে বলা হয়েছে, ওই সব সুবিধার সুবাদে ২০২০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ২০০ কোটি ডলার মুনাফা করার পরিকল্পনা ছিল সংস্থার।

আদানি গোষ্ঠী এবং সংস্থার কর্ণধারের নাম ঘুষকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি এবং তাঁর সহযোগীদের ভবিষ্যৎ নিয়েও একাধিক জল্পনা তৈরি হয়েছে। এই আবহে আদানি প্রসঙ্গ নিয়ে কেন্দ্রকে আরও চাপে রাখার কৌশল নিচ্ছে বিরোধী শিবির। এই বিষয়টির সঙ্গে দেশের অর্থনীতি জড়িত এবং গভীর উদ্বেগের বিষয় বলে জানান কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রমোদ।

অস্ট্রেলিয়া থেকে আইপিএল-রাজকীয় প্রত্যাবর্তন পার্থে বিরাট, অর্থে ঋষভ

১৫ মাস পর কাটল শতরানের খরা। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে। টেস্টে ৩০তম সেঞ্চুরি করে ডন ব্র্যাডম্যানকে টপকালেন বিরাট কোহলি।

জেড্ডা, ২৪ নভেম্বর: আইপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামের রেকর্ড গড়লেন ঋষভ পন্থ। সৌদি আরবে জাঁকজমকে মোড়া মেগা নিলামে বিস্তর দড়ি টানাটানির পর ২৭ কোটি টাকায় তাঁকে কিনে নিল লখনউ সুপার জায়ান্টস। ১৫ মাস পর শতরানের খরা কাটিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিরাট কোহলি যেদিন স্বমহিমায় ফিরলেন, তার কয়েক ঘণ্টা পর রাজকীয় প্রত্যাবর্তন ঘটালেন ঋষভও। মারাত্মক গাড়ি দুর্ঘটনার অভিঘাত কাটিয়ে ১৫ মাস পর এ বছরই ফিরেছিলেন আইপিএলের দুনিয়ায়। আর এবার শ্রেয়স আইয়ারকে টেক্কা দিয়ে তিনিই নিলামের সুপারস্টার। এভাবেও ফিরে আসা যায়! আগের মরশুমেই শ্রেয়স আইয়ার কলকাতা নাইট রাইডার্সকে আইপিএল জিতিয়েছেন। নিলাম টেবিলে প্রত্যাশামতোই ঝড় তুলে তাঁর দর দাঁড়াল ২৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। তবে তাঁর দাম যে এতটা উঠবে সেটা হয়তো শ্রেয়স আইয়ারও ভাবেননি। কিন্তু সেই অভাবনীয় ঘটনাটি ঘটল। আইপিএল নিলামের প্রথম ঘণ্টাতেই মিচেল স্টার্কের রেকর্ড ভেঙে সর্বকালের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হয়ে গেছিলেন শ্রেয়স আইয়ার। শ্রেয়সের জন্য রীতিমতো দড়ি টানাটানি করল দিল্লি ক্যাপিটালস এবং পঞ্জাব কিংস। শেষে প্রাক্তন নাইট অধিনায়ককে কিনল পঞ্জাব।

তবে শ্রেয়সের ২৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দর তথা রেকর্ড আধঘণ্টার মধ্যেই ফের ভেঙেদিলেন ঋষভ পন্থ। তিনি আবার বিক্রি হলেন ২৭ কোটি টাকায়। পন্থই এবারের আইপিএলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার এবং প্রত্যাশিত ভাবেই তিনি পেলেন ২৭ কোটি। নাটকীয় ভাবে তাঁকে কিনে নিল সঞ্জীব গোয়েঙ্কার লখনউ সুপার জায়ান্টস। আইপিএলের সর্বকালের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার আপাতত পন্থই।

শ্রেয়সকে দিল্লি টার্গেট করার বিষয়টি সেটা জানাই ছিল। আর পন্থের জন্য মরিয়া হয়ে পঞ্জাব ঝাঁপাবে বলেই মনে করা হচ্ছিল নিলামের আগে। কিন্তু নিলাম টেবিলে দেখা গেল পঞ্জাব পন্থের জন্য গেল না। বরং মরিয়া হয়ে রিকি পন্টিংরা ঝাঁপালেন শ্রেয়সের জন্য। দিল্লি এবং পঞ্জাবের মধ্যে বিড যুদ্ধ শুরু। সেই যুদ্ধ থামল ২৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় গিয়ে। পাঞ্জাবের কাছে হেরে গেল দিল্লি। আসলে পাঞ্জাবেরও অধিনায়ক প্রয়োজন। আইপিএল জেতানো অধিনায়ককে দলে নিতে তাই কোনও কৃপণতা করেনি প্রীতির ফ্র্যাঞ্চাইজি।

পন্থের জন্যও বিডিং যুদ্ধ কম হয়নি। ২০ কোটি ৭৫ লক্ষে প্রথমে তাঁকে কিনে নেয় লখনউ। কিন্তু খানিক অপ্রত্যাশিত ভাবেই পন্থের পুরনো ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি তাঁকে আরটিএম করে দলে ফেরানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এবারের আইপিএলের নিয়ম অনুযায়ী, পুরনো ফ্র্যাঞ্চাইজি আরটিএম করতে চাইলেও ওই ক্রিকেটারকে নেওয়ার জন্য আরেকবার সুযোগ পায় বর্তমানের সর্বোচ্চ বিডার। সেই সুযোগ নিয়ে পন্থের জন্য সোজা ২৭ কোটির দর হাঁকান লখনউ কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা।

অন্য দিকে, কলকাতার দলে ফিরলেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার। কোহলির দাম টপকে তাঁকে ২৩.৭৫ কোটি টাকায় কিনল কেকেআর। দাম দিল তাঁর চোখের জলের। এছাড়াও কলকাতার ঝুলিতে এসেছেন কুইন্টন ডি কক, রহমানুল্লা গুরবাজ ও আনরিখ নোখিয়া।

নিলামে নজরকাড়া

ঋষভ পন্থ	লখনউ	২৭	কোটি
শ্রেয়স আইয়ার	পঞ্জাব	২৬.৭৫	কোটি
ভেঙ্কটেশ আইয়ার	কলকাতা	২৩.৭৫	কোটি
অর্শদীপ সিং	পঞ্জাব	১৮	কোটি
যজুবেন্দ্র চাহাল	পঞ্জাব	১৮	কোটি
জস বাটলার	গুজরাত	১৫.৭৫	কোটি
কেএল রাহুল	দিল্লি	১৪	কোটি
জশ হ্যাজলউড	বেঙ্গালুরু	১২.৫০	কোটি
জোফ্রা আর্চার	রাজস্থান	১২.৫০	কোটি
ট্রেন্ট বোল্ট	মুম্বই	১২.৫০	কোটি

কলকাতার ঝুলিতে

- ভেঙ্কটেশ আইয়ার
- রহমানুল্লা গুরবাজ
- কুইন্টন ডি কক
- আনরিখ নোখিয়া

(প্রতিবেদন মুদ্রণে যাওয়া পর্যন্ত)

বিস্ফোরক বিকাশ

■ আদালত থেকে প্রিজন ভ্যানে ওঠার সময় বিস্ফোরক কয়লা পাচারে অভিযুক্ত বিনয় মিশ্রের ভাই বিকাশ। তাঁকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করা হচ্ছে বলে দাবি করলেন। তিনি যদি মুখ খোলেন তা হলে সরকার পড়ে যাবে। তাঁর এই মন্তব্যে স্বাভাবিক ভাবেই প্রবল শোরগোল পড়ে গিয়েছে। কয়লা পাচারে অভিযুক্ত বিকাশ মিশ্রের বিরুদ্ধে ভাইঝি অর্থাৎ বিনয় মিশ্রর মেয়েকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। বিনয়ের স্ত্রীর দাবি, তিনি বাধা দিতে গেলে তাঁকেও মারধর করা হয়। কালীঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করলে গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্তকে।

শিশুর দেহ

■ হুগলির গুপ্তিপাড়া বাদাগাছি এলাকার বাসিন্দা চার বছরের স্বর্ণাভ সাহা শনিবার বিকেলে ঠাকুমার ঘরে খেলতে যাচ্ছে বলে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। পুলিশের কাছে খবর যায়। প্রায় ২০ ঘণ্টা তল্লাশি চলে। শিশুর খোঁজে এলাকায় ড্রোন ক্যামেরা ওড়ানো হয়। ডোবা-পুকুরেও খোঁজ চালানো হয়। শেষ পর্যন্ত রবিবার সকালে বাড়ির শৌচাগারে অচৈতন্য অবস্থায় স্বর্ণাভ উদ্ধার হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। আটক করা হয় শিশুর ঠাকুমা, ঠাকুরদা ও জেঠিমাকে।

প্রকাশ্যে লড়াই

■ সাংসদ দেবের সামনেই শিশু মেলার কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর প্রকাশ্য লড়াই ঘাটালে। কার নেতৃত্বে কমিটি তৈরি হবে, তা নিয়েই বচসার সূত্রপাত। যা গড়ায় হাতাহাতিতে। গণ্ডগোলের জেরে কয়েক জন আহত হয়েছেন। ঝরেছে রক্তও। রবিবার ঘাটালের অরবিন্দ স্টেডিয়ামে মেলার কমিটি গঠন নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকে সাংসদ দেবের উপস্থিতিতে তৃণমূলের দু'পক্ষের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। অভিযোগ, প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্কর দোলুই আগেই কমিটি তৈরি করে নিয়েছিলেন। সেই কমিটির মাথায় তিনিই। তা নিয়ে দু'পক্ষের বচসা বাধে।

শিণ্ডে নাকি ফড়নবিশ, দুলছে মারাঠার মসনদ

মুম্বই, ২৪ নভেম্বর: ভোটযুদ্ধের পর মহারাষ্ট্রে এবার লড়াই মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি নিয়ে। আপাতত সেদিকেই নজর সকলের। সব কিছু ঠিক থাকলে মঙ্গলবারের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী পদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিজেপি সূত্রে খবর, দেবেন্দ্র ফড়নবিশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ফলে সরতে হচ্ছে একনাথ শিণ্ডেকে। যে সম্ভাবনা শনিবার ভোটগণনার একেবারে শুরুর ট্রেন্ড থেকেই জোরাল হতে শুরু করেছিল।

২৬ নভেম্বর মহারাষ্ট্র বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা মহারাষ্ট্রের নেতা বিনোদ তাওড়ে শনিবার বলেছেন, 'আমাদের ২৬ নভেম্বরের মধ্যে সরকার গঠন করতে হবে। কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন সেই সিদ্ধান্ত বিজেপি, শিবসেনা (শিণ্ডে) এবং অজিত পাওয়ারের দল যৌথ ভাবে নেবে। আজ রাত বা আগামিকাল আমরা সিদ্ধান্ত নেব কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন।' এরপর গতকাল সন্ধ্যার পর একে একে সভাপতি জে পি নাড্ডা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সহ প্রথম সারির নেতা, মন্ত্রীরা আসতে শুরু করেন। সাতটার পরে প্রধানমন্ত্রী আসার পর শনিবার রাতে বিজেপির সদর দপ্তরে তাঁর উপস্থিতিতে দলের প্রথম সারির নেতাদের বৈঠকে মহরাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ফড়নবিশের নাম নিয়েই আলোচনা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে খবর।

মহারাষ্ট্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাজুটি জোট ক্ষমতা দখলের দিকে এগিয়ে যেতেই পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হতে চলেছেন, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বেশ কয়েক বছর আগেই শিবসেনা ছেড়ে বিজেপিতে যোগদানকারী বর্তমানে বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র প্রেম শুক্লার কথায়, 'বিজেপির এত ভালো ফল সাম্প্রতিককালে হয়নি। প্রায় এক যুগ আগে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ের হার ৯০ শতাংশের ওপরে ছিল। তাই এত ভালো ফলের পর যদি দলের কেউ মুখ্যমন্ত্রী পদে না বসেন, তা হলে কর্মীদের মনোবল ভেঙে যাবে।' ভোটের ফল বের হওয়ার পর শিণ্ডে একবারও মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবিদার হিসাবে নিজেকে তুলে ধরেননি। তবে, তাল কেটেছেন অজিত পাওয়ারের স্ত্রী সুনেত্রা পাওয়ার। তাঁর মন্তব্য, 'বারামতীর মানুষ চায় অজিত মুখ্যমন্ত্রী হোক, আমিও তাই চাই। এখন দেখা যাক কী হয়।' আবার ফড়নবিশের মা সরিতা তাঁর ছেলেই মুখ্যমন্ত্রী হবেন বলে দাবি করেছেন। তবে অজিত পাওয়ারের সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ বলেই মত রাজনৈতিক মহলের। লড়াই আসলে শিণ্ডে বনাম ফড়নবিশের।

প্রসঙ্গত, গত অক্টোবরে মহাজুটির মুখ্যমন্ত্রীর মুখ কে তা নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন খোদ ফড়নবিশই। তিনি বলেন, 'আমাদের কোনও মুখ্যমন্ত্রীর মুখ ঘোষণার প্রয়োজন নেই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এখানেই বসে আছেন। মহা বিকাশ আঘাড়ি এখনও মুখ্যমন্ত্রীর মুখ ঘোষণা করেনি। কেননা ওরা বিশ্বাসই করে না নির্বাচনের পরে ওদের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় আসবে। আমি পাওয়ার সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করছি নিজেদের মুখ ঘোষণা করতে।' সেই সময় ফড়নবিশ কারও নাম না করলেও তাঁরই পাশে বসে থাকা একনাথ শিণ্ডেকেই যে তিনি ইঙ্গিত করছেন তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

তখনও বিজেপি ভোটের ফলাফল গেরুয়া শিবিরের পক্ষে কতটা যেতে পারে অনুমান করতে পারেনি। কিন্তু শনিবার সকালে গণনা শুরু হতেই বদলে গিয়েছে ছবিটা। সরকার গড়তে অজিত পাওয়ার কিংবা একনাথ শিণ্ডে শিবিরের ওপরে অতটা নির্ভর করতে হচ্ছে না বিজেপিকে। ফলে শিণ্ডে কিংবা অজিত নয়, ফড়নবিশকেই মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসাতে পারে পদ্ম শিবির। এই সম্ভাবনার মাঝে বিজেপি সূত্রের দাবিও সেদিকেই ইঙ্গিত করছে।

আমিও ক্যাডেট ছিলাম, 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে এনসিসির অভিজ্ঞতা ভাগ মোদির

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর: ১৬ তম মন কি বাত রেডিও অনুষ্ঠানে স্মৃতিকাতর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার এনসিসি দিবস। আর সেই উপলক্ষে রবিবার তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় নিজের অতীত অভিজ্ঞতার কথা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন তিনি।

এদিন তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আজ বড় বিশেষ একটি দিন। আজ এনসিসি দিবস। এনসিসির নাম উঠলেই মনে পড়ে যায় আমাদের স্কুল-কলেজের দিনগুলো। আমি নিজে এনসিসি ক্যাডেট ছিলাম। আর সেই কারণেই পূর্ণ বিশ্বাস থেকে বলতে পারি সেই অভিজ্ঞতা বড়ই অমূল্য। এনসিসি যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুশাসন, নেতৃত্ব ও সেবার আদর্শকে ছড়িয়ে দেয়। আর সেই কারণেই আমি তরুণ প্রজন্মকে বলতে চাই, তাঁরা যেন সকলে এনসিসিতে যুক্ত হয়। এনসিসির অভিজ্ঞতা তাঁদের ব্যক্তিত্বের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এবং তাঁদের জীবনকে সমৃদ্ধ করবে।'

পাশাপাশি এদিন মোদির কথায় উঠে আসে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট প্রসঙ্গও। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আপনারা জানেন সমস্ত পেনশনভোগীকেই বছরে একবার করে লাইফ সার্টিফিকেট জমা করতে হয়। ২০১৪ সাল পর্যন্ত নিয়ম অনুযায়ী, বয়স্ক ব্যক্তিদের নিজে ব্যাঙ্কে গিয়ে লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে হত। যা থেকে বোঝাই যায়, তাঁদের কতটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। এখন এই অবস্থা বদলেছে। এখন ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সরল হয়ে গিয়েছে। বয়স্কদের আর ব্যাঙ্কে যেতে হয় না তা জমা দিতে।'

এদিন মোদির কথায় উঠে আসে চেন্নাইয়ের প্রকৃত আরিভাগাম নামের গ্রন্থাগারের কথাও। দীর্ঘদিন দেশের বাইরে থাকা শ্রীরাম গোপালন নামের এক প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ তিনি দেশে ফিরে শিশুদের জন্য এই গ্রন্থাগার শুরু করেন। এখন সেখানে তিন হাজারের ওপর বই রয়েছে। শিশুরা সেখানে এসে জ্ঞান সঞ্চয় করে। বিদেশে নিজের কর্মব্যস্ততার মাঝেই শিশুদের মধ্যে পাঠাভ্যাস বাড়াতে তিনি এমন পরিকল্পনা করেছিলেন। একথা জানিয়ে তাঁর প্রশংসায় মুখর হন প্রধানমন্ত্রী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমার মক্কেল যথাক্রমে - **শ্রীমতি রাজেশ্বরী কুমারী**, স্বামী - সুশীল কুমার ও **শ্রীমতি সন্ধ্যা বিশ্বকর্মা**, স্বামী - সন্তোষ বিশ্বকর্মা ADSR বেহালা অফিসে ৭৮১৩/২০১৯ নং দলিল মূলে **শ্রী প্রণব মন্ডল** খোদ ও **শ্রী চিত্তরঞ্জন মন্ডলের** আমোক্তার নিযুক্ত **শ্রীমতি বাবলি মন্ডল**, স্বামী - প্রণব মন্ডল এর নিকট হইতে আলিপুরে রেজিস্ট্রিকৃত DSR II বুক নং -৪, ভলিউম নং ১৬০২-২০১৬, ০০৬৮২/২০১৬ নম্বর আমোক্তারনামা দলিল মূলে মৌজা - দৌলতপুর, Jl no - ১৯, এল. আর - দাগ নং - ২৬৭, এল.আর খতিয়ান নং -৩৪২৫, ৮৪৬৬, ভুক্ত কমবেশি ৩.৩ শতক জমি খরিদ করেন।
উক্ত সম্পত্তি নিজ নাম বরাবর মিউটেশন করার জন্য ঠাকুরপুকুর- মহেশতলা বি.এল এন্ড এল.আরও অফিসে আবেদন করিয়াছে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
সুপর্ণা মল্লিক (এ্যাডভোকেট)
হাই কোর্ট, কলকাতা

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রুনা দেবী, স্বামী-কানহাইয়া যাদব, ঠিকানা গ্রাম-বারাহীমা, থানা-মাহমেদপুর, জেলা গোপালগঞ্জ, বিহার-841423 গত ইং 2023 সালের 6490 নং, রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় কোবালা দলিল মূল্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা থানার 64 নম্বর তৌজি, মৌজা-গনিপুর, আর.এস.এল.আর দাগ নং - 724 -এ ০১ কাঠা ১৩ ছটাক সম্পত্তি শকুন্তলা নস্কর স্বামী-স্বর্গীয় সুদর্শন নস্কর, হরিপদ নস্কর, সম্ভু নস্কর, সুশান্ত নস্কর, দিপালী সর্দার, সেফালি মল্লিক পিতা-স্বর্গীয় সুদর্শন নস্কর-এর দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তারদ্বয় শ্রী অমরেশ নস্কর (আমমোক্তার নম্বর-533/2019, রেজিস্ট্রি অফিস- এ.ডি.এস.আর. বেহালা, বুক-IV, ভলিউম-1607-2019, পাতা-12481 থেকে 12509) মহাশয়ের নিকট হইতে ক্রয় করেন।
MN/2024/ 1614/9920 কেস নম্বর বর্তমানে মিউটেশন-এর জন্য আবেদন করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারনামার বিরুদ্ধে যদি কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে ঠাকুরপুকুর মহেশতলা ব্লক B.L & L.R.O অফিস-এ আপত্তি জানাইবেন।
Vinayak Sharma, Advocate
Alipore Police Court, Kolkata-700027

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সমতা দেবী, স্বামী-দেব নারায়ণ মাহাতো, ঠিকানা ডি-247, টি.জি. রোড, কোলকাতা-700024 গত ইং 2021 সালের 9092 নং, রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় কোবালা দলিল মূল্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা থানার 64 নম্বর তৌজি, মৌজা-গনিপুর, আর.এস.এল.আর দাগ নং - 724 -এ ০১ কাঠা ০৮ ছটাক সম্পত্তি শকুন্তলা নস্কর স্বামী-স্বর্গীয় সুদর্শন নস্কর, হরিপদ নস্কর, সম্ভু নস্কর, সুশান্ত নস্কর, দিপালী সর্দার, সেফালি মল্লিক পিতা-স্বর্গীয় সুদর্শন নস্কর-এর দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তারদ্বয় শ্রী অমরেশ নস্কর (আমমোক্তার নম্বর- 533/2019, রেজিস্ট্রি অফিস- এ.ডি.এস.আর. বেহালা, বুক-IV, ভলিউম-1607-2019, পাতা-12481 থেকে 12509) মহাশয়ের নিকট হইতে ক্রয় করেন।
MN/2024/1614/9921 কেস নম্বর বর্তমানে মিউটেশন-এর জন্য আবেদন করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারনামার বিরুদ্ধে যদি কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে ঠাকুরপুকুর মহেশতলা ব্লক B.L & L.R.O অফিস-এ আপত্তি জানাইবেন।
Vinayak Sharma, Advocate
Alipore Police Court, Kolkata-700027

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

॥ নোটিশ ॥

এতদ্বারা সর্বসাধারন জনগনকে জানানো যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণপুর মৌজার জেএল নং-১৯১ আরএস খতিয়ান ২২৭ এলআর খতিয়ান ৩১২৫, আরএস দাগ ৬৩৪ এলআর দাগে ১৯৬৮, ৬.৫০. ডেঃ রায়ত সম্পতি **ছায়া ধর** স্বামী ৺সুভাষ চন্দ্র ধর ঠিকানা শ্রীকৃষ্ণপুর থানা খড়্গপুর টাউন, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর নিজ রায়ত সম্পত্তি হইতেছে। ইং- ১৭/০৭/২০২৩ তারিখে খড়্গপুর সাবরেজিস্ট্রি অফিসে I-৬৬১৩/২০২৩ আমোক্তনামা মূলে **শান্তনু দাস** পিতা ৺তারিনী মোহন দাস ঠিকানা মালঞ্চরোড থানা খড়্গপুর টাউন জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর ইং-০৪/০৮/২০২৩ সালে খড়্গপুর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে I-৭৩২১/২০২৩ নং বিক্রয় কোবালা দ্বারা ভগবানপুর, খড়্গপুর টাউন নিবাসী **সঞ্চিতা সিং** স্বামী মঞ্জয় কুমার সিং ৬.৫০ ডেঃ ক্রয় করেন। উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য বি এল আর ও খড়্গপুর ১ দপ্তরে আবেদন করিয়াছে, উক্ত সম্পতির ওয়ারিশ বা অংশিদারের কোন আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে লিখিত আপত্তি জানাইতে পারেন নচেৎ পরবর্তী কালে কোন ওজর আপত্তি গ্রহন যোগ্য হইবে না।
BRAJADULAL ADHIKARI
ADVOCATE
Enro:F/683/1144/2014
Kharagpur S.D.O Court,
Paschim Medinipur

॥ নোটিশ ॥

এতদ্বারা সর্বসাধারন জনগনকে জানানো যাইতেছে যে ইন্দা মৌজার জেএল নং-২৩২ আরএস খতিয়ান ৮৫৪, ৮৫৭ এলআর খতিয়ান ৮৬৫৪, আরএস দাগ ১২১৪, ১২১৭ এলআর দাগে ৪৫২৪, ৩. ডেঃ এর মধ্যে ১ ডেঃ রায়ত সম্পত্তি **অলকা কাঞ্জিলাল** স্বামী রবীন্দ্র নাথ সিংহ ঠিকানা বল্লভপুর থানা কৌতুয়ালী, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর নিজ রায়ত সম্পত্তি হইতেছে। ইং ১৮/০১/২০২২ তারিখে খড়্গপুর সাবরেজিস্ট্রি অফিসে I- ৮৫/২০২২ আমোক্তনামা মূলে **অপূর্ব কুমার কাঞ্জিলাল** পিতা অনন্ত কুমার কাঞ্জিলাল ঠিকানা ইন্দা থানা খড়্গপুর টাউন জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর ইং-২৭/০১/২০২২ সালে খড়্গপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে I- ১০৬৯ নং বিক্রয় কোবালা দ্বারা ইন্দা নিবাসী **অনিল থাপা** পিতা ঝমন সিং থাপা ১ ডেঃ ক্রয় করেন। উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য বি এল আর ও খড়্গপুর ১ দপ্তরে আবেদন করিয়াছে, উক্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ বা অংশিদারের কোন আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে লিখিত আপত্তি জানাইতে পারেন নচেৎ পরবর্তী কালে কোন ওজর আপত্তি গ্রহন যোগ্য হইবে না।
BRAJADULAL ADHIKARI
ADVOCATE
Enro:F/683/1144/2014
Kharagpur S.D.O Court,
Paschim Medinipur

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

শ্রী গনেশ চন্দ্র ভড় পিতা ৺হৃষিকেশ ভড় সাকিম হরিপাল মশাইমোড়, পোঃ ও থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪০৩, বিগত ইং 22/01/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-0331/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাদেরকে **(১)শ্রী মিলন পাল** পিতা শ্রী মহাদেব পাল সাকিম হিজুলী, পোঃ জাগলগড়ী, থানা জাঙ্গীপাড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪০৩ ও **২)মনিরুল মন্ডল** পিতা মরহুম মতিয়ার রহমান মন্ডল সাকিম কালুবাটী ভগবতীপুর, পোঃ ও থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪০৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমরা বিগত ইং 11/06/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত (প্রথম) I-2194/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সনাতন কর্মকার** পিতা ৺শঙ্কর কর্মকার সাকিম খাঁজুরিয়া পোঃ ও থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪০৩ মহাশয়কে 4.10 কাঠা বা 6.78 শতক (দ্বিতীয়) I-2195/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সাবির মাল** পিতা বাবলু মাল সাকিম চক্অনন্ত পোঃ ও থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪০৩ মহাশয়কে 2.50 কাঠা বা 4.13 শতক (তৃতীয়) I-2198/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)রামিজ রাজা মল্লিক** পিতা আনোয়ার মল্লিক **২)সাবিনা ইয়াসমিন** স্বামী রামিজ রাজা মল্লিক উভয়ের সাকিম নস্করপুর, পোঃ কেশবচক, থানা তারকেশ্বর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪১০ মহাশয়/মহাশয়াকে 3.53 কাঠা বা 5.82 শতক সম্পত্তি, একুনে মোট তিনটি কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করি।
তপশীল - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা চন্ডীনগর, 69 নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. 376 নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. 392 নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় 24 শতক তন্মধ্যে 22.56 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, ১)**শ্রী সনাতন কর্মকার** পিতা ৺শঙ্কর কর্মকার ২)**সাবির মাল** পিতা বাবলু মাল ৩)**রামিজ রাজা মল্লিক** পিতা আনোয়ার মল্লিক ও ৪)**সাবিনা ইয়াসমিন** স্বামী রামিজ রাজা মল্লিক উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **মিলন পাল** এবং **মনিরুল মন্ডল**
আমমোক্তার

কাঁকিনাড়ায় বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আচমকা আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে গেল একটি আস্ত ঘর। শুধু তাই নয়, আগুনের তীব্রতায় ঘরের মধ্যে থাকা একটি গ্যাস সিলিন্ডার বিকট শব্দে ফেটে যায়। বোমা ফাটার মতো শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। রবিবার বেলায় ঘটনাটি ঘটেছে ভাটপাড়া পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁকিনাড়ার ১২ নম্বর গলিতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বেলায় নন্দু জয়সওয়ালের দ্বিতলের ঘরে আচমকা আগুন লাগে। আগুনে ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যে একটি গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে যায়। সিলিন্ডার ফাটার শব্দে আশেপাশের বাসিন্দা ভয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দেন। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে এক ঘণ্টার চেষ্টায় পরিস্থিতির সামাল দেয়। নন্দু জয়সওয়ালের ভাই রাজকুমার জয়সওয়াল জানান, শ্যালকের বিয়ে উপলক্ষে দাদা পরিবার নিয়ে টিটাগড়ে গিয়েছেন। দাদার ঘর বন্ধ ছিল। ভাইপো হয়তো ঘরে ধূপকাঠি কিংবা প্রদীপ জ্বালিয়ে বেরিয়েছিল। ধূপ কিংবা প্রদীপ থেকেই ঘরে আগুন লাগে। আগুনের তীব্রতায় ঘরে থাকা একটি গ্যাস সিলিন্ডার বাস্ট করেছে। তাছাড়া ঘরে থাকা সমস্ত জিনিসপত্র ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।

সিলিন্ডারে গ্যাসের বদলে জল ঘিরে ক্ষোভ পানিহাটিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবাক কান্ড। সিলিন্ডার থেকে গ্যাসের বদলে বেরোচ্ছে জল। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পানিহাটি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের জয়প্রকাশ নগরে। গ্যাস গ্রাহক গৃহকর্ত্রী মমতা দাস জানান, রবিবার বেলায় তিনি রান্না করেছিলেন। কিন্তু রান্না করতে করতে হঠাৎ গ্যাস ওভেন বন্ধ হয়ে যায়। মাত্র নয় দিনের মাথায় গ্যাস শেষ। এটা ভেবে অবাক হয়ে যান তিনি। তাঁর অভিযোগ, গ্যাসের বদলে সিলিন্ডার থেকে জল বেরোচ্ছে। যদিও রবিবার ছুটির দিন গ্যাস অফিস বন্ধ থাকায়, মমতা দাসের বাড়ির সামনেই হেঁসেলের গিন্নিরা একজোট হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ দাস বলেন, সিলিন্ডারের মধ্যে জল ঢুকলো কিভাবে। তার মানে, কোথাও কারচুপি হচ্ছে। এটা ডেলিভারি ম্যান করছে নাকি কোম্পানি করছে। সেটা খুঁজে বের করা প্রয়োজন।

সেন্ট জেভিয়ার্সে সর্বধর্ম সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের রাঘবপুর ক্যাম্পাসে ধর্মশিক্ষা ও আদর্শ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা নিয়ে বলেন বৌদ্ধ ধর্ম বিশেষজ্ঞরা ডক্টর বন্দনা মুখোপাধ্যায়, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিনী ডক্টর লিলি বিশ্বাস বলেন, জরোস্থুস্ট ধর্মাদর্শ নিয়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা সুচিত্রা রায় আচার্য্য বলেন, জৈন ধর্মের শিক্ষা নিয়ে। আর ইসলাম নিয়ে বলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা মৌলানা আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিস এর প্রাক্তন সিনিয়র ফেলো ডক্টর রফিক আনোয়ার। কলকাতা সোসাইটি ফর এশিয়ান স্টাডিস ও ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটির প্রধান উদ্যোক্তা ছিল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ রাঘবপুর ক্যাম্পাস। গুরুত্বপূর্ণ এই সেমিনার অত্যান্ত গুরু গম্ভীর পরিবেশে আলোচনা হয়। সম্প্রতি সমগ্র দেশে যেভাবে জাতি বিদ্বেষী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেখানে এই সম্প্রীতিমূলক সময়োপযোগী সেমিনারের আর দরকার আছে বলে মনে করেন আয়োজক সংস্থা। এদিনের সভায় বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা ধর্মের মূলকথা যেমন শান্তি, মানবসেবা ও সম্প্রীতির বানী গুলিকে বেশি করে জোর দিয়েছেন। বিশেষ করে মহান ভারতবর্ষের গনতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষতা, বহুত্ববাদ ও সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারের বিষয়ে সকলের আন্তরিকতা পোষণের কথাও উঠে এসেছে আলোচনায়। অসংখ্য ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সভায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন ও উত্তর পর্বও চলে।

গীতিকার সলীল চৌধুরীর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে যাদবপুরে সুকান্ত সেতু থেকে মিছিল বের করলেন অনুরাগীরা।

আবাসে টাকা দেওয়া নিয়ে সতর্ক সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্যাব কেলেঙ্কারি থেকে শিক্ষা নিয়ে আবাস যোজনার টাকা ছাড়ার আগে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। আগামী ১৫ই ডিসেম্বর থেকে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের ন্যায্য প্রাপকদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো শুরু করবে রাজ্য। তার আগে প্রাপকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি যাচাই করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। জানা গিয়েছে, ন্যায্য প্রাপকদের সকল তথ্য সম্মিলিত করার আগেই চূড়ান্ত সতর্কতা সহকারে তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য যাচাইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রতিটি জেলা প্রশাসনকে। কোনও উপভোক্তার আসল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং তালিকায় নামের সঙ্গে থাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নম্বরে কোনও অমিল রয়েছে কিনা তাও যাচাই করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও অমিল পাওয়া গেলে টাকা ছাড়ার চূড়ান্ত ডেটাবেস তৈরির আগে তা ঠিক করে ফেলতে হবে জেলা প্রশাসনকে।

সম্প্রতি যে হারে ব্যাঙ্ক জালিয়াতি ঘটছে তাতে করে এই বাড়তি সতর্কতা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল বলেই মনে করছেন প্রশাসনিক শীর্ষকর্তারা। ট্যাব কাণ্ডের পরই মূলত টাকা জালিয়াতির বিষয়টি নিয়ে সচেতন হয়ে ওঠে রাজ্য প্রশাসন। যদিও রাজ্য পুলিশ এবং সাইবার কর্তাদের তৎপরতায় ইতিমধ্যেই ট্যাব কাণ্ডের কয়েক ডজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, বাংলার বাড়ির প্রকল্পের আওতাধীন কোনও প্রাপক যাতে নিজের প্রাপ্য অর্থ থেকে বঞ্চিত না হন সেই কারণেই এই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। এছাড়াও চূড়ান্ত তালিকা তৈরির সময় ডেটা এন্ট্রির ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, যাতে কোনও উপভোক্তার নাম, আইডি, মোবাইল নম্বর এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বরে গরমিল না ধরা পড়ে। এর ফলে প্রাপকদের অর্থপ্রাপ্তির পথ আরও সহজ হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

সোমে রাজ্য বিধানসভা অধিবেশন

নিজস্ব প্রচিতবেদন: সোমবার রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন বসতে চলেছে। এই দিন সাম্প্রতিককালে প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে। পরদিন ভারতীয় সংবিধানের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে। প্রস্তাবটি উত্থাপন করবেন স্বয়ং অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে বলে স্পিকার ইঙ্গিত দেন। এবারের অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত বিলের বিরোধিতায় রাজ্য বিধানসভায় একটি বিল আনা হচ্ছে। তবে তার দিনক্ষণ স্থির হয়নি। অধ্যক্ষ আরও জানান, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে লন্ডন নিউইয়র্ক-সহ বিদেশের বিভিন্ন শহরে উড়ান চালু করার দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব আনা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে প্রস্তাবটি তুলবেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এই অধিবেশনে শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত একটি বেসরকারি বিল আনতে চলেছেন বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। প্রস্তাবিত বিলটি আইন বিভাগের পাঠানো হয়েছে। বিভাগীয় সম্মতি পাওয়ার পর বিলটি রাজভবনে রাজ্যপালের অনুমতির জন্য পাঠানো হবে। এ বিষয়ে তার সবুজ সংকেত পেলে বিল নিয়ে আলোচনার দিন স্থির করা হবে। আগামী ২৮ শে নভেম্বর ফের কার্যক উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক বসবে। সেদিনই সবার পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করা হবে বলে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান।

নিরাপত্তা রক্ষীর 'মারে মৃত্যু' যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বন্ধুর মেয়ের জন্মদিনের পার্টিতে গিয়ে নিরাপত্তা রক্ষীদের হাতে মারে খেয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে, শনিবার রাতে নোয়াপাড়া থানার ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি পার্কে। মৃত যুবকের নাম কৃশানু চট্টোপাধ্যায়। মৃতের বাড়ি ইছাপুর আনন্দমঠ সি-ব্লকের জলের ট্যাঙ্কের কাছে। মৃতের দাদা অর্ক চট্টোপাধ্যায় জানান, শনিবার রাতে বন্ধুর মেয়ের জন্মদিনের পার্টিতে ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি পার্কে ভাই গিয়েছিল। খাওয়া দাওয়া সেরে ছয়-সাত জন বন্ধু মিলে পার্কের ভেতরে গল্প-গুজব করছিল। তাঁর অভিযোগ, রাইফেল ফ্যাক্টরির নিরাপত্তারক্ষীরা আতর্কিতে হানা দিয়ে ফাইবারের স্টিক দিয়ে সবাইকে এলোপাথাড়ি পেটায়। নিরাপত্তা রক্ষীদের মারে ঘটনাস্থলেই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় আরও দুজন ব্যারাকপুর বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রসঙ্গত, মৃতের পিতা ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরির অবরসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। মৃতের পিতা কাজল কুমার চট্টোপাধ্যায় ছেলের মৃত্যুর বিচার চেয়ে সরব হয়েছেন। কাজলবাবু জানান, ওটা সংরক্ষিত এলাকা। যেহেতু তিনি ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। সেই কারণে তাঁর ছেলেকে ওখানকার অনেকেই চিনতেন। তাই হয়তো পার্কে ঢুকে ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিল। তাঁর অভিযোগ, সংরক্ষিত এলাকা হওয়ায় নিরাপত্তারক্ষীরা ফাইবার স্টিক দিয়ে বেধড়ক মারধর করেছে। তাঁর দাবি, নিরাপত্তারক্ষীদের মারে ঘটনাস্থলেই ছেলের মৃত্যু হয়। তারপর ওরা ছেলের দেহ ঘটনাস্থল থেকে অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিস হাসপাতালে আনে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৫ শে নভেম্বর, সোম বার। ৯ ই অগ্রহায়ণ। দশমী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল ও বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা, মৃতে দ্বিপাদ পাদ দোষ।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪
নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১
পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

ভারতীয় নৌ-দিবস উপলক্ষ্যে খিদিরপুর ডকে থাকা অফসর পেট্রোলচালিত জাহাজ আইএনএস-এ প্রবেশাধিকার পেল সাধারণ মানুষ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৫ নভেম্বর ২০২৪ ৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ সোমবার

কালীঘাটে জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে ডাক পেলেন অনুব্রত

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার অনুব্রত ডাক পেলেন কালীঘাটে। তিহাড় থেকে ফেরার পর নানা রাজনৈতিক মঞ্চে তাঁকে দেখা গেলেও এখনও পর্যন্ত তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি তাঁর। এবার কালীঘাটে মমতার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অনুব্রতর। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, তিহাড় থেকে বীরভূমে ফিরলেও সেই একচ্ছত্র ক্ষমতা আর নেই তাঁর। কোর কমিটিতে সঙ্গে নিয়ে রাজনৈতিক কাজকর্ম চালানোর বার্তা দেওয়া হয়েছে অনুব্রত মণ্ডলকে।

সোমবার কালীঘাটে জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক ডেকেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে সুব্রত বক্সি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে বসতে দেখা গিয়েছে। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, দলের মধ্যে কোনও বড় রদবদলও হতে পারে। সেদিক থেকে সোমবারের বৈঠক তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই বৈঠকেই ডাক পেয়েছেন অনুব্রত। এদিকে সূত্রে খবর, বৈঠকে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন বিভিন্ন জেলার নেতারা। অনুব্রত মণ্ডল সেই আলোচনায় গুরুত্ব পেতে পারেন। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই অনুব্রত মণ্ডলকে বার্তা দেওয়া হয়, তাঁর অনুপস্থিতিতে যে কোর কমিটি তৈরি হয়েছিল, তাকে নিয়েই চলতে হবে। এবার মুখোমুখি বৈঠকে তাঁকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ কোনও বার্তা দেন কি না, সেটাই দেখার।

তৃণমূল সরকারটাই পচে গিয়েছে: শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল সরকারটাই পচে গিয়েছে। রবিবার নিউ ব্যারাকপুর পুরসভার ১৮ নং ওয়ার্ডের পূর্ব কোদালিয়া স্পোর্টিং ক্লাব এলাকায় 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান এবং সদস্যতা অভিযান কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এভাবেই রাজ্য সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করলেন রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি রাজ্য পুলিশে একাধিক রদবদল হয়েছে। এপ্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'পুলিশের রদবদলে রাজ্যে কোনও পরিবর্তন হবে না। কোনও পরিবর্তনে আর কাজ হবে না। মানুষ তৃণমূলকে জেনেছে, চিনিছে এবং ছেড়েছে। এদিন তিনি বলেন, সারা দেশে নির্বাচন হয়েছে। কোথাও সন্ত্রাস, রক্তক্ষয়ের মতো ঘটনা ঘটেনি। বুথ দখল নেই। থান কাপড় বিতরণ নেই। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বাইরে ঘোরানো হয়নি। এসব শুধু বাংলায় হয়। তবুও তারা লড়াইয়ের ময়দানে আছেন। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেস আতঙ্কের আবহ তৈরি করেছে। এখানে মানুষের

গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আগামীদিনে মানুষ এর বিরুদ্ধে রায় দেবে। উপনির্বাচনে পরাজয় নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, বামজমানায় অনেক তৃণমূল নেতাদের জমানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দুর্বল ও অসংগঠিত তৃণমূলকে ২০১১ সালে ক্ষমতায় এনেছিল। তাঁর অভিযোগ, ২০১১ সালের পর বাংলা জুড়ে অত্যাচার চলেছে। নিউ ব্যারাকপুরের এই পূর্ব কোদালিয়া এলাকাও সন্ত্রাস অধ্যুষিত ছিল। তবুও দল এখানে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তাঁর দাবি, 'একটু অপেক্ষা করুন।

বিধাননগর স্টেশন সংলগ্ন বস্তিতে ভয়াবহ আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবারের সকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড বিধাননগর স্টেশনের রেললাইনের পাশের বস্তিতে। আগুন লাগার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ৫টি ইঞ্জিন। ঘিঞ্জি বসতিপূর্ণ এলাকা হওয়ায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয় দমকল বাহিনীকেও। ঘটনাস্থলে পৌঁছন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু।

সূত্রে খবর, একটি তুলোর দোকান থেকেই আগুন লাগে। আগুনে কমপক্ষে ১০-১২টি বাড়ি পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। আগুন লাগার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৫টি ইঞ্জিন। তারা চারিদিক থেকে অগ্নিস্থলটিকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। এককথায়, দমকলকর্মীদের প্রধান লক্ষ্যই ছিল আগুনকে অ্যারেস্ট করা। কারণ, অত্যন্ত ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় আগুন ছড়িয়ে পড়লে ভয়াবহ আকার নিতে পারত। এদিকে প্রচুর দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায়, আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয় দমকলকর্মীদের মধ্যে। এদিকে বস্তির ঘরগুলিতে গ্যাস সিলিন্ডার রয়েছে। আগুনের তাপে সেগুলিতেও বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থাকে। তড়িঘড়ি দমকলকর্মীরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্য নিয়ে সেই সিলিন্ডারগুলি বের করে আনার চেষ্টা করেন। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদেরও অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু হয়। তবে ঠিক কী থেকে আগুন লেগেছে, তা এখনও জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে অনুমান, শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লেগে থাকতে পারে।

বেআইনি নির্মাণ ভাঙায় গাফিলতি, ডিজি বিল্ডিংকে ধমক ফিরহাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেআইনি নির্মাণ ভাঙা নিয়ে গাফিলতির অভিযোগে ডিজি বিল্ডিংকে ধমক দিতে দেখা গেল মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। শনিবার 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে এই ঘটনা ঘটে। এদিন মেয়র আধিকারিকদের ধমক দিয়ে বলেন, 'বসে থাকলে হবে না কাজ করুন'। সঙ্গে এও বলেন, 'এমন ভাবে কাজ করুন যাতে আপনাদের সন্তানরা গর্ব করে বলতে পারে, আমার বাবা কলকাতা পুরসভায় কাজ করেন। আপনাদের দায়িত্ব মানুষের পরিষেবা নিশ্চিত করা।'

এরপর তিনি পুর আধিকারিকদের পরামর্শ দেন, দায়িত্ব পালনে ঢিলেমি না করে কাজ এমনভাবে করতে হবে, মানুষ যাতে পুরসভাকে 'চোরপোরেশন' না মনে করে। একজন মানুষেরও যেন না মনে হয়, কোনও লুকোচুরি খেলা চলছে। কোথাও পরিষেবা দিতে গিয়ে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলে সেই বিষয়টি সরাসরি তাঁকে জানানোর কথাও বলেন ফিরহাদ। প্রসঙ্গত, এদিন ৬৭ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা ফোন করে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ জানান। তাঁর বক্তব্য, 'আমার বাড়ির কাছে একটি বেআইনি নির্মাণ পুরসভা বারবার ভেঙে দিলেও আবার নতুন করে হচ্ছে। কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না।' এরপর কেন এমন হচ্ছে, তা নিয়ে সরাসরি ডিজি বিল্ডিংয়ের কাছে জানতে চান মেয়র। উত্তরে ডিজি

বিল্ডিং জানান, 'প্রথমে নিম্ন আদালত ওই নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিল। ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে নির্মাণকারী হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। হাইকোর্টও ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দিলে ফের নির্মাণকারীরা নিম্ন আদালতে যান। সেখানে বিষয়টি বিচারাধীন।' ডিজি বিল্ডিংয়ের এমন যুক্তি শুনে মেজাজ হারান মেয়র। তিনি বলেন, 'কখনও হাইকোর্টের রায়ের উপরে লোয়ার কোর্ট হস্তক্ষেপ করতে পারে না। বাজে যুক্তি দিচ্ছেন।'

মেয়র ফের জানতে চান, 'সমস্যার কথা কেন আমাকে জানানো হয়নি, কেন এই সমস্যা নিজের হাতে ধরে রেখেছেন?' এই প্রশ্নের কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি ডিজি বিল্ডিং। এরপর ফিরহাদ স্পষ্ট ভাবে সমস্ত আধিকারিকদের জানান, মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে, বেআইনি বিল্ডিং ভাঙতে গিয়ে কোনও এলাকায় কোনও অসুবিধা হলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জানাতে হবে। প্রয়োজনে পুলিশ কমিশনারকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বেআইনি নির্মাণ ভাঙার ব্যবস্থা করা হবে। এ দিন মেয়রের কাছে জানতে চাওয়া হয় কলকাতায় কি বেআইনি নির্মাণ বেড়ে গিয়েছে? ফিরহাদ বলেন, 'শহরে কোথাও কোনও বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে না। বেআইনি নির্মাণ এখন কমে গিয়েছে।' তাঁর যুক্তি, 'অভিযোগ পেলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিকরা পাড়ায়, পাড়ায় ঘুরে বহু বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করেছেন। সেই সব জায়গায় কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

উল্লেখ্য, এর আগে কসবার ঘটনার সময় পুলিশকে ধমক দিতে দেখা গিয়েছিল মেয়রকে। তিনি বলেছিলেন 'এনাফ ইজ এনাফ। উত্তরপ্রদেশের কালচার এখানে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। বাংলা সংস্কৃতির জায়গা। পুলিশকে বলব, অ্যাক্ট নাও। পুলিশ কোথায়?' এরপর শনিবার ফের পুরকর্মীদের উদ্দেশ্য কড়া বার্তা দিতে দেখা গেল ফিরহাদ হাকিমকে।

'ভুয়ো সাক্ষ্য' আদালতে পেশ করল টালা থানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের একটি ঘটনায় ভুয়ো সাক্ষ্য নথিভুক্ত করে আদালতে জমা দেওয়ায় ফের সংবাদ শিরোনামে টালা থানা। আরজি কর কাণ্ডের আবহে এবার টালা থানার বিরুদ্ধে সরব হলেন আরজি করের প্রাক্তনীদের অ্যাসোসিয়েশন। প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডে আতসকাচের তলায় টালা থানার ভূমিকা। গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। তথ্য ও প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। তবে সেটাই যে প্রথম ঘটনা ছিল তা নয়।

গত বছরের অগাস্টে অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয় দখল ঘিরে গন্ডগোল হয় আরজি করে। অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের মারধরের অভিযোগ ওঠে সন্দীপ ঘোষ ঘনিষ্ঠ চিকিৎসক পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে। টালা থানায় অভিযোগ দায়ের করে প্রাক্তনীদের অ্যাসোসিয়েশন। সেই ঘটনায় অ্যাসোসিয়েশনের দাবির পক্ষে সাক্ষী ছিলেন চিকিৎসক তড়িৎ চট্টোপাধ্যায়। অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, শিয়ালদা আদালতে চিকিৎসক তড়িৎ চট্টোপাধ্যায়ের ভুয়ো সাক্ষ্য নথিভুক্ত করা হয়েছে। শিয়ালদা আদালতে হাজির হয়ে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা জানতে পারেন, চিকিৎসক তড়িৎ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয় দখলের কোনও ঘটনা ঘটেনি। অ্যাসোসিয়েশনের কোনও সদস্যকে মারধরও করা হয়নি। টালা থানার তরফে আদালতে এমনই দাবি করা হয়েছে বলে বক্তব্য অ্যাসোসিয়েশনের।

এই প্রসঙ্গে চিকিৎসক তড়িৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমার সঙ্গে টালা থানার কেউ যোগাযোগ করেননি। আমার নাম করে যে সাক্ষ্য নথিভুক্ত করা হয়েছে তা সর্বৈব মিথ্যা।' এই প্রসঙ্গে চিকিৎসক তড়িৎ চট্টোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যকে সামনে রেখে সাংবাদিক বৈঠকে আরজি করের প্রাক্তনীদের অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, 'তথ্যপ্রমাণ লোপাটের ঘটনা অভয়াকাণ্ডে প্রথম নয়। সন্দীপ ঘোষের নির্দেশে টালা থানা যে এই কাজে সিদ্ধহস্ত, তা সাক্ষীর নামে ভুয়ো বয়ান রেকর্ড ই তার প্রমাণ।'

নিজেদের ঢ বক্তব্যের পক্ষে সাংবাদিক বৈঠকে চিকিৎসক তড়িৎ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য তুলে ধরেন অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তাপস ফ্রান্সিস বিশ্বাস। সেই সূত্রে অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয় দখল ঘিরে বয়ান বদলের বিষয়টিও সিবিআইকে লিখিতভাবে জানানো হবে বলে শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে জানান আরজি করের প্রাক্তনীদের অ্যাসোসিয়েশন।

মৃত্যুতে শোকাহত অর্পিতা ফিরলেন না সংশোধনাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মায়ের মৃত্যুতে শোকাহত অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। নিয়োগ দুর্নীতি মামলার অন্যতম এই অভিযুক্তকে প্যারোলে ছুটি দেওয়া হয়েছিল। সেই প্যারোলের নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও জেলে ফেরেননি তিনি। এদিকে শনিবারই শেষ হয় ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা। হিসেব মতো রবিবার সকালে আলিপুর মহিলা সংশোধনাগারে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল অর্পিতার। কিন্তু আরও সময় চেয়ে নিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, মায়ের মৃত্যুর কারণে গত বৃহস্পতিবার প্যারোলে ছুটি নিয়ে বেলঘড়িয়ার বাড়িতে ফিরেছিলেন অর্পিতা। শনিবার ৪৮ ঘণ্টার মেয়াদ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। কারা দপ্তরের অনুমতি নিয়ে আরও ৪৮ ঘণ্টা বাড়িতেই থেকে যাচ্ছেন অর্পিতা। সূত্রের খবর, সোমবার সংশোধনাগারে ফিরবেন তিনি। আই জি কারার হাতে কোনও অভিযুক্তকে পাঁচ দিনের প্যারোলে ছুটি দেওয়ার ক্ষমতা আছে। তাই অর্পিতা মুখোপাধ্যায় সোমবার জেলে ফিরলেও তাঁর হাতে একদিন থাকবে। জানা গিয়েছে, ওই ছুটি তিনি নেবেন শ্রাদ্ধ বা পারলৌকিক কর্মের দিন। সূত্রের খবর, প্রায়োজনে প্যারোলে ছুটির মেয়াদ বাড়াতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায়।

মাতৃবিয়োগে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন অর্পিতা। প্যারোলের মেয়াদ বাড়াতে হাইকোর্টে দ্বারস্থ হতে পারেন তাঁর আইনজীবী। মানসিকভাবে অস্থির অবস্থায় রয়েছেন তিনি। সোমবার জেলে ফিরলেও আর কিছুদিন তাঁকে বাড়িতে থাকতে দেওয়া হোক, এই মর্মে হাইকোর্টে আবেদন করতে পারেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। ২০২২ সালে অর্পিতার দুটি ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছিল প্রায় ৫২ কোটি টাকা। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা জানা যায় সেই সময়েই। একই দিনে গ্রেপ্তার করা হয় পার্থ ও অর্পিতাকে। উদ্ধার হওয়া ওই নগদ টাকার সঙ্গে শিক্ষা বা নিয়োগ দুর্নীতির কোনও যোগ আছে কি না, তা নিয়ে চলছে তদন্ত।

যৌন হেনস্থায় ধৃত বিকাশ মিশ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: কয়লা ও গরু পাচার মামলায় বিনয় মিশ্রর ভাই বিকাশ মিশ্রকে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। এবার নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠল বিকাশের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে কালীঘাট থানার পুলিশ। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, পকসো-সহ একাধিক ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

কয়লা পাচার মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত বিনয় মিশ্রর ভাই বিকাশ। কয়লা পাচার মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। গরু পাচার মামলায়ও তাঁর নাম জড়ায়। জামিনে ছাড়া পান তিনি। প্রতি সপ্তাহে সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দেন।

এবার থেকে ভার্চুয়াল শুনানি, ধৃত সিভিককে আনা হবে না আদালতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুনানি চললেও আর আদালতে আনা হবে না আরজি কর মামলায় ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারকে। সোমবার থেকে নিরাপত্তার কারণে শিয়ালদা আদালতে তাঁকে সশরীরে হাজিরা না করিয়ে ভার্চুয়ালি উপস্থিত করা হবে। সংশোধনাগারে আলাদা ঘরে বসে বিচার পর্বে অংশ নেবেন অভিযুক্ত। তবে আদালতে দুই তরফের আইনজীবী, সাক্ষী সকলে উপস্থিত থাকবেন বলে খবর। বিচার পর্ব চলবে রুদ্ধদ্বার কক্ষেই। জেলেও থাকছে একই ব্যবস্থা। জেলে রুদ্ধদ্বার কক্ষে শুধুমাত্র ধৃত সিভিক ক্যামেরার সামনে বসে থাকবেন। তিনি সমস্তটাই শুনতে পারবেন। কারারক্ষীরা ঘরের বাইরে পাহারারত অবস্থায় থাকবেন। তবে যে দিন আইডেন্টিফিকেশন অর্থাৎ কোনও সাক্ষীর মাধ্যমে তাঁকে চিহ্নিত করণের বিষয় থাকবে সেদিন আদালতে নিয়ে আসা হবে ধৃত সিভিককে। নয়া এই সিদ্ধান্ত ঘিরেই শুরু হয়েছে চর্চা। প্রসঙ্গত, বিগত কয়েকদিনে আরজি কর ধর্ষণ ও খুনের বিচারে ধৃতকে আদালতে আনার মুহূর্তে দেখা গিয়েছে একের পর এক নাটকীয় ঘটনা। লাগাতার মুখ খুলেছেন ধৃত সিভিক। বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে। নিজেকে বারবার নির্দোষ বলেও দাবি করেছেন। বলেছেন ফাঁসানোর কথাও। এরইমধ্যে তাঁকে নিয়ে আসা পুলিশের গাড়ি বদলের ছবিও দেখা গিয়েছে। বেড়েছে পুলিশি প্রহরা। কয়েকদিন আগে তো অবার জোরে গাড়ি চাপড়াতে দেখা গেল পুলিশ কর্মীদের। তীব্র শব্দে বাজানো হয়েছিল হর্ন।

ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্কে জোর দিতে নির্দেশ মনোজ ভার্মার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবার কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের উপর হামলার পর ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্কে জোর দিতে নির্দেশ কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার। শনিবারের সমস্ত থানার ওসি এবং গোয়েন্দা দপ্তরকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন তিনি। আর এই বৈঠক থেকেই তাঁকে দিতে দেখা গেল একাধিক নির্দেশ।

নির্দেশে বলা হয়েছে, নিজেদের এলাকায় সন্দেহভাজনদের উপর নজরদারি আরও বাড়াতে হবে। নেটওয়ার্ক আরও ভালো করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি স্পষ্ট ভাষায় এও জানিয়েছেন, কসবার ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে ডিডি অর্থাৎ গোয়েন্দা দপ্তরের অফিসারদের আরও সক্রিয় হতে হবে। শহরের অস্ত্র কারবারি ও সরবরাহকারীদের চিহ্নিত করে ধরপাকড় বাড়াতে হবে। এলাকায় নজরদারি বাড়াতে হবে। প্রসঙ্গত,

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ঘটনায় তীব্র বিতর্কে জড়িয়েছিল টালা থানা। বার বার প্রশ্নের মুখে পড়ে পুলিশের ভূমিকা। আন্দোলনে চাপে তৎকালীন কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে সরিয়ে দেয় নবান্ন। তাঁর পদে আসেন মনোজ ভার্মা। বৈঠকে টালা থানার প্রসঙ্গও ওঠে বৈঠকে। এ প্রসঙ্গে কমিশনারের নির্দেশিকা, সমস্ত থানাকে ময়নাতদন্তের চালান শুরু করতে হবে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর দেহ মর্গে ময়নাতদন্তে পাঠানোর সময় চালান এখন থেকে বাধ্যতামূলক।

১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামল কলকাতার পারদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শীত জানান দেওয়া সত্যিই শুরু করেছে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে। এবার ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামল কলকাতার পারদ। এদিন আলিপুরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দমদমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দিল্লির মতো ঠাণ্ডা অনুভূত হচ্ছে বঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে। এদিন দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পুরুলিয়াতেও ১২ ডিগ্রি। শ্রীনিকেতনের তাপমাত্রাও নেমেছে ১২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে, রাজ্যজুড়ে আপাতত মনোরম আবহাওয়াই থাকছে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার দেখা মিলতে পারে। কয়েকটি জেলায় মাঝারি কুয়াশার সতর্কতা থাকছে। সপ্তাহভর থাকবে এই শীতের আমেজ। তবে নতুন করে তাপমাত্রা নামার সম্ভাবনা কম। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, আগামী চার থেকে পাঁচ দিন ১৮ থেকে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ঘোরাফেরা করবে কলকাতার তাপমাত্রা। একদিন আগে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ঘোরাফেরা করছে ৪৪ থেকে ৯৫ শতাংশের আশপাশে।

এদিকে আবার ফের বঙ্গোপসাগরে জানান দিচ্ছে নিম্নচাপ। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গভীর নিম্নচাপ সৃষ্টির পূর্বাভাস। তবে এই নিম্নচাপের প্রভাব বাংলায় আপাতত পড়ছে না বলেই জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। নিম্নচাপ যাবে তামিলনাড়ু-শ্রীলঙ্কা উপকূলের দিকে। তবে এই নিম্নচাপের জেরে আন্দামান ও দক্ষিণ ভারতে প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা।

অন্যদিকে, কুয়াশার ছবি দেখা যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও। হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার দেখা মিলছে দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুরে। সোমবার সকালের দিকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা থাকছে দার্জিলিং, দুই দিনাজপুর, মালদাতে।

সম্পাদকীয়

জনসংখ্যাভিত্তিক আসন বিন্যাসে সরকার গঠনে আমাদের আর কোনও ভূমিকা থাকবে না

২০২৬ সালে জনগণনার কাজ শেষ হলে এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংসদের আসন-সংখ্যার পুনর্বিন্যাস হলে, সংসদের আসন-সংখ্যা বর্তমানের ৫৪৩ থেকে বেড়ে হবে ৭৫৩। তখন উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশের আসন সংখ্যা বাড়বে সর্বমোট ১৫০টি। এই রাজ্যগুলির সন্তান উৎপাদনের গড় দেশীয় গড়ের চেয়ে অনেকটাই বেশি। দক্ষিণের পাঁচটি রাজ্যে সে সংখ্যা সাকুল্যে বাড়বে ৩৫টি, আর পশ্চিমবঙ্গে ১৮টি। তখন সরকার গড়তে, সরকারি নীতি তৈরি করতে, আমাদের ভোট আর দরকার পড়বে না। উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলোই তখন ঠিক করবে, এই দেশ কী ভাবে চলবে। ২০২১-২২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় করে ১ টাকা তুলে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ফেরত পেয়েছে ৮৭ পয়সা মাত্র। ও-দিকে সেই ১ টাকার অনুপাতে বিহার ফেরত পেয়েছে ৭ টাকা। অর্থাৎ, যারা সুষ্ঠু জনসংখ্যার নীতি মানল না, তারা পুরস্কৃত হল। তাদের অতি-উৎপাদনের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হল সেই সব রাজ্যকে, যারা জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ সুষ্ঠু ভাবে করেছিল। এই জনসংখ্যা বিন্যাসের অপর কুফল; সংখ্যাগুরুবাদ। যার প্রভাবে দেশের আইন এবং শাসনবিভাগে কিছু রাজ্যের জমিদারি তৈরি হয়েছে। বাঙালি ও বাংলা স্বাধীনতা আন্দোলনে যত রক্ত দিয়েছিল, সে তো অধীন প্রজার মতো থাকার জন্য নয়। অন্যের তৈরি করা মানদণ্ডে পাশ করে কেন বাঙালিকে প্রমাণ দিতে হবে যে সে ভারতীয়? এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে বাঙালিকে।

শব্দবাণ-১১২

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. দাঁতের স্বচ্ছ মসৃণ প্রলেপ ৩. সৈন্যশিবির ৪. বজ্র, বাজ ৬. তথাপি ৯. এ থেমে থাকে না ১০. প্রচুর সংখ্যায়।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. একা, নিঃসঙ্গ ২. রাবণ ৩. প্রচুর, অসংখ্য ৫. সুস্থ ৭. বৃষ, ষাঁড় ৮. প্রকৃতপক্ষে।

সমাধান: শব্দবাণ-১১১

পাশাপাশি: ২. একাদিক্রমে ৫. লজ্জা ৬. জানা ৭. ভাব ৮. দামি ১০. নবীভবন।

উপর-নীচ: ১. চক্র ২. একজামিন৩. দিন ৪. মেলবন্ধন ৯. শুভ ১১. বীতি।

জন্মদিন

আজকের দিন

ঝুলন গোস্বামী

১৯৪৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক অঞ্জন চৌধুরীর জন্মদিন।*
১৯৬৬ *বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও রাজনীতিবিদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৮৩ *মহিলা ক্রিকেট খেলোয়াড় ঝুলন গোস্বামীর জন্মদিন।*

জীবনের অনেক আগেই আত্মজীবন শেষ হয়ে যায়!

স্বপনকুমার মণ্ডল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাহান্ন বছর বয়সে প্রথম পঁচিশ বছরের জীবনের আধারে লেখা 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২) প্রকাশিত হয়। তখনও তাঁর কবিখ্যাতি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েনি, বাংলা দেশেও তিনি সাহিত্যের অভিভাবকত্ব লাভ করেননি। উল্টে সমালোচকদের মাধ্যমে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন বারবার। আবার 'জীবনস্মৃতি'র পরেও রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী লেখার সদিচ্ছা সেভাবে আর নিবিড় হয়ে ওঠেনি। তার আগে ১৯০৪-এ 'বঙ্গভাষার লেখক'-এ লেখক-পরিচিতির প্রয়োজনে লেখা আত্মকথা-য় সমালোচিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'জীবনস্মৃতি'র পরে তাঁর আর কোনো পূর্ণ আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়নি। সেখানে অসামাপ্ত আত্মকথা 'আত্মপরিচয়' (১৯৪০) বা শৈশব-বাল্যের স্মৃতিকথা 'ছেলেবেলা'র (১৯৪০) খণ্ডিত পরিচয়ে তাঁর জীবনের উত্তরণের ছবি মেলে না, মেলার কথাও নয়। অন্যদিকে আত্মকথা লিখেই যিনি আত্মপরিচয়কে নিবিড় করে তুলেছেন, সেই নীরদচন্দ্র চৌধুরীর জনৈক ভারতীয়'র আত্মজীবনীই হয়ে ওঠে তাঁর অসামান্য আত্মোন্মোচন। তাঁর চুয়ান্ন বছর বয়সে প্রকাশিত আত্মজীবনী 'দ্য অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান' (১৯৫১) দেশ-কালের পরিচয়ের আধারে নীরদচন্দ্রের জীবনের উত্তরণ ও দেশান্তরে ইংল্যান্ডপ্রবাসী হওয়ার কথা ব্রিটিশদেরও সমীহ আদায় করে নেয় । সেখানে উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধের কথা উঠে এলেও তাতে সবটা বলা সম্ভব হয়নি । এজন্য তিনি আশি বছর বয়সে আত্মজীবনীটির উত্তরপর্ব লেখেন 'দ্য হ্যান্ড, দ্য গ্রেট এনার্কি'(১৯৮৭) শিরোনামে । আত্মজীবনীর প্রথম পর্বের পরে লেখক হিসাবে ক্রমশ তাঁর খ্যাতি ঈর্ষণীয় ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অথচ তার পরের লেখকজীবনের উত্তরণের কথা তিনি আর লেখেননি। তিনি তাঁর শতাধিক(১৮৯৭-১৯৯৯) সুদীর্ঘ জীবনে বিতর্কিত লেখক হিসাবে প্রবাদপ্রতিম জনপ্রিয়তা পেয়েছেন, আজীবন মনে-মননে সক্রিয় থেকেও ইংরেজি বা বাংলা কোনো ভাষাতেই আর কোনো আত্মজীবনী লেখেননি । অন্যদিকে স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলা সাহিত্যে এপার বাংলার বিপুল জনপ্রিয় সব্যসাচী সাহিত্যিক তথা অতিপ্রজ লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়(১৯৩৪-২০১২) তাঁর পয়ষট্টি বছর বয়সে আত্মজীবনী লিখেছেন 'অর্ধেক জীবন'(১৯৯৯-এ 'দেশ'-এ ধারাবাহিক) শিরোনামে। এভাবে সেখানে জীবনের অর্ধেক অতিবাহিত করার কথা বলে দুটি বিষয় স্পষ্ট করে তুলেছেন লেখক । এক, পুরো জীবনের কথা কেউ লিখতে পারে না । দুই, জীবনের সবটা লিখতেও নেই । এজন্য আত্মজীবনীটির ভূমিকায় সমকালে ভি এস নইপালের উপন্যাস 'হাফ অফ লাইফ'-এর কথা অজ্ঞাত থাকার কথা যেমন উল্লেখ করেছেন, তেমনই তাঁর আর আত্মজীবনী না লেখার কথাও সুদৃঢ় ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনজনের আত্মজীবনীর আলোচনাতেই একথা স্পষ্ট, সকলেই আত্মজীবনী লেখা ও না-লেখার বিষয়ে পুরো দস্তুর আত্মসচেতন ছিলেন । শুধু তাই নয়, সেখানে জীবন-সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেকে খুঁজে পাওয়া তথা উত্তরণের সোপানে জীবনের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার এন্টেনা আবিষ্কারের কথাই প্রাধান্য লাভ করে। আত্মজীবনী তো আসলে আত্মাবিষ্কার। স্মৃতির কোলাজ দিয়ে স্মৃতিকথা পাওয়া যায়, তাতে আত্মজীবনী মেলে না। সেখানে আত্মসংযোগের চেয়ে ক্রমশ উত্তরণের মাধ্যমে আত্মোন্মোচনে ব্রতী হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা জরুরি। প্রতিষ্ঠা লাভে সফলতা মেলে, জীবনসংগ্রাম শিথিল হয়ে পড়ে। সাফল্যের স্মৃতিতে জীবন যত রঙিন হয়, আত্মজীবনকে ততই বর্ণহীন মনে হয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'অর্ধেক জীবন'-এ সূচনায় ওপার বাংলায় বেড়ে ওঠা থেকে এপার বাংলায় গড়ে তোলা জীবনের সঙ্গে স্বাধীনতার নামে দেশভাগ তথা মানুষভাগের শিকার হওয়ার কথা নিবিড়ভাবে উঠে এসেছে । সেখানে তাঁর জীবনসংগ্রামের মাধ্যমে উত্তরণের কথাই যে আসল উপজীব্য সেকথাও স্পষ্ট করে তুলেছেন । তাঁর কথায় '...চল্লিশ-পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের বিপদসঙ্কুল, কঠিন, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ের মধ্য দিয়ে জীবন টিকিয়ে রাখা, যাকে বলে জীবনসংগ্রাম, সবকিছুই অনিশ্চিত, তার মধ্যেই নানারকম আশা, আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসা, অনেক স্বপ্ন, সেই বয়েসটার কথা লিখতে চেয়েছি।' সেক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে জীবনের সূর্যকে খুঁজে পেতেই শুধু নয়, ভালো করে উপলব্ধি করতেও সময়ের প্রতীক্ষায় জীবন গড়িয়ে যায়, কিন্তু সময়ের সঙ্গে চলতে না পেরে আত্মজীবন পিছিয়ে পড়ে অবিরত। আবার সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে জীবন যত এগিয়ে যেতে চায়, আত্মজীবনী ততই দূরে পড়ে থাকে বিস্ময়ে । সে বিস্ময়ের ঘোরে জীবন আর আত্মজীবনের মাঝের দূরত্ব ক্রমশ বাড়তেই থাকে। সেখানে 'কী হতে চেয়েছিলাম, কী হয়ে গেলাম'-এর বিস্ময়বোধ আপনাতেই জেগে ওঠে। হাঁটু জলে স্নান করতে গিয়ে না ভেজে মাথা, না আসে স্নানের শুদ্ধতা। চলমান জীবনেও অচল আত্মজীবন । জীবন মানেই তখন যতসামান্য পুরনো স্মৃতির কোলাজ । আমার জীবনে সেই বিস্ময়ের দূরত্ব অতিক্রমের মরীয়া প্রয়াসেই আবার আত্মজীবনকে খুঁজে পেয়েছি , সেকথায় এবার আসি।

সময়ের দাবি পূরণ করতে গিয়ে সাময়িক দাবি আপনাতেই উপেক্ষিত হয় । নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে আমার জন্ম। সেখানে সাহিত্যচর্চার কোনোরকম অবকাশ ছিল না। পারিবারিক চাহিদায় মানুষ হওয়ার আয়োজনের মধ্যেই জীবনের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। সেখানে বয়স, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উপার্জনের মধ্যেই মানুষ হওয়ার ছকবন্দি চেতনা অভ্যাসে পরিণত হয়। আর সেই অভ্যাসের জীবন আপনাতেই ভারী হয়ে ওঠে, লক্ষ্যও অলক্ষ্যে আত্মগোপন করে, খেয়েপরে বেঁচে থাকার দীনহীন স্বপ্নে জীবন এগিয়ে চলে। যেখানে উপার্জনের সঙ্গে অর্জনের পার্থক্যই অস্পষ্ট, সেখানে দেহে বাঁচা আর প্রাণে বাঁচা এক মনে হয়। মানে বাঁচার স্বপ্ন যাও-বা হাতছানি দেয়, মনে বাঁচার কথা মনেই ঠাঁই পায় না। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে মননে বেঁচে থাকার চেতনা অকারণ বিলাসিতাবোধে বুদবুদের মতো মিলিয়ে যায়। অর্থাৎ যেখানে গ্রাসাচ্ছাদনেই লোকে জীবন খুঁজে পায়, সেখানে বেঁচে থাকাটাই জীবনের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। আবার সেই লক্ষ্যপূরণ করতে গিয়েই মানুষের অপরাজেয় জীবনীশক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে, অবদমিত ইচ্ছেগুলোও অনাদরে, অবহেলায় ও আত্মবিশ্বাসের অভাবে রূপকথার হাতছানি দিতে পারে না। অন্যদিকে জীবন গড়িয়ে চলে অবিরত, তখন গড়ানোর দিকেই তার লক্ষ্য, বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকাই জীবন। শুধু তাই নয়, জীবনসত্যের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে গিয়ে আত্মপ্রকাশের আকুতিও একসময় নিজের কাছে নিঃস্ব মনে হয়, সত্যপ্রকাশের স্বরচিত সত্যসুন্দর মূর্তিকে প্রতিমায় পরিণত করার আয়োজনই ব্রাত্য হয়ে পড়ে। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের সংসারসঙ্গমে স্নান সেরে শুদ্ধ হওয়ার আয়োজনের মধ্যেই জীবনের বেলা গড়িয়ে যায়। সেখানে পরিবারের, আত্মীয়স্বজনের অসংখ্য চাহিদা মেটাতে গিয়ে আতসকাচের একবিন্দুতে মিলিত আলোকশক্তির নীচে থাকা কাগজের পুড়ে যাওয়ার মতো আতঙ্ক মনকে অস্থির করে রাখে, মানুষ হওয়ার স্বপ্নে নিশ্চিত আয়ের খুড়োর কল জীবনকে প্রলুব্ধ করে এগিয়ে নিয়ে চলে অবিরত। সেক্ষেত্রে মানুষ হওয়ার শিক্ষা উপার্জনের লক্ষ্যেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, উপার্জনের লক্ষ্যেই সেই শিক্ষার সূচনা ও সমাপ্তি। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে রবীন্দ্রনাথের কথায় মানুষের অস্তিত্বের সোপানে সৎ (I am), চিৎ (I know) থেকে আনন্দ-এর প্রকাশ (I express) সুখস্বাচ্ছন্দ্যময় ভোগীজীবনের মধ্যে আত্মগোপন করে। আর তাতে জীবন তার আত্মজীবন থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে চলে। সেখানে জীবনকে খুঁজতে গিয়ে আসলে আত্মজীবনকে হারিয়ে ফেলে লোকে। সেক্ষেত্রে আমি বড় ভাগ্যবান!

মানুষের বেড়ে ওঠা, গড়ে তোলা জীবনের ছকে ত্রিশ বছরে গাছ হয়ে একত্রিশ থেকে ফুল-ফল দেওয়ার প্রত্যাশা জেগে ওঠে। সেখানে তেত্রিশের ভরন্ত যৌবনের রেশ চল্লিশেও গড়িয়ে চলে। চল্লিশে যৌবনের জোয়ার না থাকায় নদীর নিম্নগতির মন্থরতা অনিবার্য হলেও একদিকে তার স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন চলে, অন্যদিকে বৃদ্ধত্বের প্রস্তুতি। দেহ-মনে সর্বত্র তার ছাপ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে শিক্ষাজীবন থেকেই যে জীবনসংগ্রাম শুরু হয়, কর্মজীবনে জীবনকে গুছিয়ে নিতেও তার রেশ চলে। সেক্ষেত্রে সুখস্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের সাধে শিল্প-সাহিত্যচর্চার সাধনা বিলাসিতাবোধে বিমুখতা লাভ করে। সখের বশে বা নিজেকে পরখ করার তাড়নায়, কিংবা, কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তা শুরু হলেও শরতের মেঘের মতো অচিরেই তা উধাও হয়ে যায়। একে জীবনসংগ্রামের মাধ্যমে উপার্জন করে পায়ে মাটি পাওয়ার লক্ষ্য, তার উপরে লাভ-ক্ষতির অঙ্কে শিল্প-সাহিত্যচর্চার প্রতি বিরূপ মানসিকতা, দুদিক থেকেই প্রতিকূলতার নগ্ন মূর্তিকে ঢেকে প্রতিমা গড়ে তোলার দুঃসাধ্যতাবোধে স্বাভাবিক ভাবেই তাতে মনের দূরত্ব বেড়েই চলে। সেক্ষেত্রে আমার বাবাই আমাকে অজান্তে লেখক হওয়ার টিকা দিয়ে গিয়েছেন, ভাবলে বিস্ময় জাগে। দেরিতে হলেও তার বিস্তার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। আমার বাবা ছিলেন পেশায় চিকিৎসক, অত্যন্ত বড় মনের মানুষ । নিজেকে নিঃস্ব করে মানুষকে ভালোবাসতেন। যা আয় করতেন তার চেয়ে অনেক বেশি বিলিয়ে দিতেন। রোগী দেখতে গিয়ে রোগীর খালি পকেটও দেখে নিতেন তিনি। টাকা নেওয়ার চেয়ে ওষুধ ও পথ্যের জন্য টাকা দিয়ে দিতেন। বারো মাসে তেরো পার্বণের আয়োজন করে এলাকার আলো জ্বালাতে গিয়ে তাঁর নিজের পরিবারেই উপেক্ষার অন্ধকার নেমে আসে। অন্যদিকে তাঁর মনের জোর ছিল সাংঘাতিক অত্যন্ত জেদি প্রকৃতির। সর্বোপরি প্রখর আত্মসম্মানী ছিলেন তিনি। বছরদুয়েক রোগভোগের শেষেও টিকে থাকে অদম্য জেদ আর প্রকট আত্মসম্মানবোধ। ব্যাঙ্কে কোনো অ্যাকাউন্ট ছিল না তাঁর। জমি জায়গাও ছিল না বললেও চলে। তার মধ্যেই মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে মায়ের হাতে আমাকে প্রভিডেন্ট ফান্ড করে সঁপে দিয়ে বাবা না-ফেরার দেশে চলে গেলেন। অবশ্য বাবা আমাকে কিন্তু খালি হাতে রেখে যাননি। দুটো অমূল্য উপহার তিনি দিয়ে গিয়েছেন আমাকে। এই দুটিই আমার লেখকজীবনের বিশল্যকরণী। আবার দুটো উপহারেই অহিনকুল সম্পর্ক। সেই বিষম সম্পর্কেই আমার লেখকজীবন সুষম হয়ে ওঠে। তার একটি হতদারিদ্র, অন্যটি রাজকীয় আত্মসম্মান । একটি আমার স্বপ্নকে নিরন্তর জাগিয়ে রেখেছে, পরেরটি আমার ক্ষতবিক্ষত জীবনকে কখনও দুর্ভার করে তোলেনি, হাড়হিম করা শীতের রাতেও সোনালি সকালের উষ্ণতা ছড়িয়ে দিয়েছে। আত্মসম্মান তো আত্মবিশ্বাস থেকে আসে । সেই বিশ্বাসের বাতিঘরের আলোতেই আমার পথচলা শুরু হয়েছিল।

১৯৮৪-র ১৬ মে-তে বাবার চলে যাওয়ার সময় আমি নয় বছরের বালক, ক্লাস ফোরে পড়ি। বাবাকে খুব ভয় পেতাম । তাঁর সঙ্গে আমার কখনও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি। কিন্তু ঐ বয়সে তাঁর প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের আঁচ পেতে অসুবিধা হয়নি। তাঁর অকালে ঝরে যাওয়ায় মায়ের অকাল বৈধব্যের সঙ্গে আমার জীবন অনাথ হয়ে পড়ে। বাবার অবর্তমানে তাঁর প্রভাবের অভাবই আমাকে প্রান্তিক করে তোলে। তাঁর নাম যশ খ্যাতির আলোই আমার জীবনে অন্ধকার হয়ে ওঠে। কথায় কথায় 'তোর বাবা কত ভালো ছিল, আর তুই একটা —'কিংবা, 'কী মানুষের ছেলে কী হয়েছে!' বাবার গুণগানে আমার অপমান শিরোধার্য হয়ে ওঠে। সেখানে বাবার সুনামের অজুহাতেই আমার প্রতি আঘাত বা অপমান ধেয়ে আসত। সাধারণত অজুহাত হাতের চেয়েও লম্বা হয়ে থাকে। আমাকেও সুদীর্ঘ সময় ধরে বাবার তুলনার ফেরে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস চলে। ধনের কষ্ট অভ্যাসে সয়ে যায়, মনের কষ্ট ঘুমালেও স্বপ্নে জেগে ওঠে । আসলে বাবা চলে যাওয়ার পর আমার শাসনমুক্ত জীবনে অনায়াসেই আমি বিপথগামী হতে পারতাম। সেখানে পড়াশোনার পরিবেশ ছিল না, ছিল না অনুশাসনের তর্জনী। বাল্যকালেই খেলাধূলার মত্ত পৃথিবী নিত্য আমোদিত করত। চারিদিকে কাচের গুলি, দেশলাইয়ের তাস, পয়সা খেলার বাধাহীন নিবিড় আয়োজন। অন্যদিকে বিড়ি-সিগারেট, তাড়ি-মদ, জুয়ার নিত্য অসৎ সঙ্গের আন্তরিক আমন্ত্রণ উপেক্ষা করাই দায়। ভোগের হাতছানিতে বয়সের প্রাপ্ত-অপ্রাপ্তের ব্যবধান ঘুচে যায়, অকালপক্কের আসক্তি তীব্র হয়ে ওঠে। পড়াশোনার প্রতি বিতৃষ্ণায় বিমুখতা নেমে আসে। একে দারিদ্রের তীব্র ছোবল, তার সঙ্গে নিঃসঙ্গের অনাদর ও উপেক্ষা। সে-সব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নির্বিচারে আমোদের মাদকতায় বা বিকৃত ক্ষুধার তাড়নায় সর্বস্বান্ত হওয়ার আয়োজন স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল আমার জীবনে। সেক্ষেত্রে মনকে ভোলাতে গিয়ে নিজেকেই হারানোর হাত থেকে আমায় বাঁচিয়েছিল আমার আত্মসম্মানবোধ। সেখানে বাবার সম্মানবোধ লোকে জাগিয়েছিল, আমার আত্মসম্মান জেগেছিল নিজের প্রতি সুগভীর আস্থায়। সেই আত্মসম্মানে যখনই আঘাত পেয়েছি, তখনই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট অনুভব করেছি। এজন্য লোকের আঘাত-অপমান আমাকে সচেতন করে তোলে, আমি সঙ্গদোষ কাটিয়ে উঠি, নিঃসঙ্গ পথে সোনালি সকালের প্রতীক্ষায় এগিয়ে চলি। অভাব-অনটন, দুঃখকষ্ট, শোকতাপ নিত্য সঙ্গী হয়ে আমার জীবনকে শুধু গড়ে তোলেনি, বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ করে নতুন জীবন উপহার দিয়েছে। বাবা যদি আমাকে হতদারিদ্র উপহার না দিয়ে যেতেন, তা হলে জীবনের পাঠশালায় আমি স্বশিক্ষিত হওয়ার অবকাশই পেতাম না। এজন্য বাবার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। জানতে পারতাম না অভাবের মধ্যেই থাকে আসল ধনী হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ, অজানা খনির পরশমণি যে তাতেই মেলে।

ধনের প্রাচুর্যে বড় লোক হওয়া যায়, মনধনেই কেউ কেউ ধনী হয়ে ওঠে। লেখার জগতে বাইরের দৃষ্টি নয়, মনের অন্তর্দৃষ্টি একান্ত জরুরি। দৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ জগৎ, অন্তর্দৃষ্টিতে মননবিশ্বের বিস্তার। মনের চোখেই লেখকের দৃষ্টি প্রসারিত হয়। সুস্বাদু খাবারের জন্য সুখাদ্যই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে জরুরি ক্ষুধা। ক্ষুধা না থাকলে সুখাদ্যও অখাদ্য মনে হয়, থাকলে অখাদ্যও সুখাদ্য হয়ে ওঠে। গরিবের মুখে নুন ভাতই অমৃত মনে হয়, বড়লোকের দামী খাবারেও অরুচি আসে। সেখানেই শেষ নয়। বড় হয়ে অনেকেই সুস্বাদু খাবারে তার হারানো স্বাদ পায় না বলে আফসোস করে। আসলে লোকে বড়লোক হওয়ার অমোঘ তাড়নায় নিজের মধ্যে থাকা শিশুটিকে নির্বিচারে হত্যা করে। তার ফলে সব পেয়েও শিশুর স্বাদ, আনন্দ থেকে লোকে বঞ্চিত হয়। আবার দারিদ্রে দুঃখই সব নয়, বা জীবনে শুধু দুঃখই শেষ কথা নয় । তার মধ্যেও মেলে অপার আনন্দ, অনন্ত শান্তি। দুঃখকে ভালো করে উপলব্ধি করলে তাতেই আনন্দ জাগে, জীবনকে সহজ করে নিলেই আনন্দের হাতছানি মেলে। খালি চোখে যা ধরা পড়ে না, মনের চোখে তাই সহজ সুন্দর। গরীবের শ্রমের ক্লান্তি শুধু অবসাদ বয়ে আনে না, মধুর ঘুমও উপহার দেয়। অন্যদিকে সবার মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারলেই স্বার্থময় পৃথিবীও পরমার্থের গৌরব বয়ে আনে। নিজের জন্য ভিক্ষে করা লজ্জার হলেও অপরের উপকারে তা করলে মহত্ত্বের গর্ব জাগিয়ে তোলে। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যেও যে মধুর আস্বাদ রয়েছে, তার পরিচয় মেলে অন্তর্দৃষ্টিতে। সেখানে সাদা চোখে যা দেখা যায় না, দারিদ্রপীড়িত জীবনের পাঠশালায় সেই সাদার মধ্যেই বেনীআসকলা'র বর্ণরঙিন হাতছানি মেলে। লেখার জগতে সেই রঙেই বিচিত্র প্রকৃতির জীবনচিত্র বর্ণরঙিন হয়ে ওঠে, আমাদের প্রাণিত করে। অন্যদিকে বাবার দেওয়া আত্মসম্মান আমার জীবনের পাথেয় হয়ে ওঠে। কোনও আঘাতই আমাকে দুর্বল করতে পারেনি, একের পর এক বিপর্জয় নেমে এলেও আমাকে নিঃস্ব করতে ব্যর্থ হয়েছে। আত্মসম্মানই আমার শীতার্ত জীবনে উষ্ণতার পরশ, আমার বেঁচে থাকার মাধুকরী, বেড়ে ওঠার সঞ্জীবনী সুধা। বাবার সম্মানবোধের ছায়াতেই আমার আত্মসম্মানের কায়া ক্রমশ আত্মশক্তি লাভ করে। মহেশপুর হাই স্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় ভূগোল শিক্ষকের কথায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিজেকে প্রমাণ করতেই যখন অতিসাধারণ মানের টেনেটুনে সারাদিন খেলেবেড়ানো ছেলেটি ফাইনাল পরীক্ষায় সেকেন্ড হয়ে তাক লাগিয়ে দেয়, তখনও তার মনে রেজাল্ট করার বাসনা জেগে ওঠেনি। দারিদ্র আর আঘাত-অপমানে বিপর্যস্ত জীবনে ভালোর আলো বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। ক্লাস সেভেনের পর তেরো বছর বয়সে ১৯৮৮-তে বাদনাগরা হাই স্কুলে ক্লাস এইটে ভর্তি হওয়ার পর সেই যে বাড়িছাড়া হয়েছি, তারপর বাইরে বাইরে কেটেছে জীবন, কোথাও স্থায়ী হওয়ার অবকাশ মেলেনি আমার।

মায়ের কষ্ট কমানোর জন্য মাধ্যমিক পরীক্ষার পর থেকেই টিউশনি করে পড়ার জীবন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল পর্যন্ত সগৌরবে এগিয়ে চলে। মালদা জিলা স্কুলের হোস্টেলে গোপনে, মালদা কলেজে পড়ার সময় ছদ্মবেশে (ছাত্রছাত্রীরাই জানত না আমিই কলেজে পড়ি), বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে সংগোপনে বা প্রকাশ্যে আমারই বিভাগের স্যারের ছেলেকে পড়িয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আবার অপমান-আঘাত নেমে আসে। ক্রমশ কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে প্রফেসারের চোখে পড়ায় নম্বরধারী কৃতী ছাত্রদের 'ফাইনালে দেখা যাবে'র চ্যালেঞ্জ তো আমাকেই সরাসরি অবজ্ঞা ও অপমানের সামিল। এবার আমি সত্যি সত্যিই নিজেকে প্রমাণের তাগিদ অনুভব করি। অথচ জরুরি বই নেই, সময়ের বড় অভাব। দুইবেলা টিউশনি। অথচ এ তো প্রেম বা ধর্মানুরাগ নয়, একান্তভাবেই স্বপ্ন যা রাত বারোটার পর কেন, সবসময়েই জাগিয়ে রাখে, ঘুমাতেই দেয় না । এম এ-এর প্রথম বর্ষে প্রথম শ্রেণিতে তৃতীয় হই । ইতিমধ্যে এসএসসি পরীক্ষার আয়োজনের কথা সাড়া ফেলে দিয়েছে । স্বাভাবিক ভাবেই সেই দেখিয়ে দেওয়ার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমাকে বিদায় নিতে হয়। ১৯৯৮-এর এসএসসি পরীক্ষায় বাংলায় নর্দান রিজিয়নে শীর্ষদেশে স্থান পাওয়ায় ১৯৯৯-এর ১৮ জানুয়ারি আমি পড়াকালীন বেলডাঙা শ্রীশচন্দ্র বিদ্যাপীঠে শিক্ষক হয়ে যাই। একবন্ধুকে তাঁর নোট দিতে বলেছিলাম বলে সে আমাকে দুএকটি দিয়ে মৌলিকতার অভাবে তা আর দিতে অস্বীকার করে। অগত্যা স্কুল করেই আমাকে প্রথম শ্রেণির প্রমাণ দিতে হয়। ইতিমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেট পরীক্ষা দিয়ে জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ পেয়ে রিসার্চ করতে গিয়েই স্যারের কাছে লেখালেখির কথা শুনি। তখন কলেজ সার্ভিস কমিশনে অধ্যাপক হওয়ার ইন্টারভিউতে লেখালেখি দেখার চল ছিল, এখনও আছে। স্যার হয়তো আমাকে সহজ করে 'কিছুমিছু লেখো' বা 'যেকোনো পত্রিকায় লেখো'র পরামর্শ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমার আত্মসম্মানের এন্টেনায় তা হেয় চোখে দেখার সামিল মনে হয়েছিল। ইতিমধ্যে এম এ স্কেলে আবার এসএসসি দিয়ে ২০০১-এর ২ ফেব্রুয়ারি মালদার বিরামপুর হাই স্কুলে জয়েন করি। অন্যদিকে যথারীতি 'কিছুমিছু না লিখে'ই ২০০২-এর ১ আগস্টে লেকচারার হয়ে শিলিগুড়ির সূর্য সেন কলেজে জয়েন করি, কিন্তু লেখক হওয়ার সদিচ্ছা তখনও অধরা মাধুরী। ২০০৩-এর ২৩ এপ্রিল বিশ্ব বই দিবস। সেইদিন উত্তরবঙ্গ সংবাদে আমার 'বিশ্ব বই দিবসের আলোয়' নিবন্ধটি উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত হয়। এজন্য ষাট টাকা পেয়েছিলাম। লিখে টাকা পাওয়া এই প্রথম। আবার সেটিই ছিল আমার সিরিয়াস লেখালেখির সূচনা। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনে আমাল একটি কবিতা ও হোস্টেলের ম্যাগাজিনে একটি রম্যরচনা বেরিয়েছিল। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়েই পরোক্ষভাবে আমার লেখকজীবনের সূচনাও হয়েছিল। আকাশবাণী শিলিগুড়িতে প্রথম কথিকা বলার সুযোগে একশো আশি টাকা সাম্মানিকও পেয়েছি। আবার কথিকা লিখতে গিয়ে লেখার বিষয়ে সচেতনতাও মিলেছে। সেক্ষেত্রে জীবনযুদ্ধের কাঁকর বিছানো পথে চলতে চলতে জীবনের পাঠশালায় নিত্যনতুন পাঠে আমি ঋদ্ধ হতে থাকি, অভিজ্ঞতার মণিকাঞ্চন যোগে আপনাতেই ধনী হয়ে উঠি। খালি পেট আর খালি পকেট যে বাস্তব জীবনকে পরতে পরতে শেখায়, তা তো পুথিগত শিক্ষায় মেলে না।

আবার জীবনের পাঠশালার শিক্ষা থাকলেই হয় না, তার জন্য প্রথাগত শিক্ষাও জরুরি। অন্যদিকে প্রতিভা থাকলেই লেখা যায় না । তাকে প্রতিভাত করতেও সেই প্রথাগত শিক্ষা আলো হয়ে ওঠে। প্রতিভা আসলে মহার্ঘ রত্নের মতো । সমুদ্র বা খনি থেকে পেলেই হবে না, তার আসল সৌরভ মেলে অলঙ্কারের শিল্পরূপে। এই শিল্পরূপের যোগ্যতা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে প্রথাগত শিক্ষার পরিসরে। সেদিক থেকে আত্মসম্মানে আঘাত পাওয়ার জন্য আমার লেখালেখির জগতে আসা। 'কিছুমিছু লেখা' বা 'যেকোনো পত্রিকায় লেখা' লিখতে মনের সায় পাইনি বলেই নামীদামি দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকায় নিজেকে খুঁজেছি অবিরত। যখনই কেউ আঘাত দিয়ে ছোট করতে চেয়েছে, তখনই নিজেকে আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছি। এভাবেই একদিন উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বর্তমান-এর পর আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখেছি। আবার কথাসাহিত্য, অনুষ্টুপ, দিশা সাহিত্য, কোরক, এবং মুশায়েরা, বিশ্বভারতী, বাংলা আকাদেমি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, পরিচয়, বারোমাস প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় লেখালেখি ছড়িয়ে দিতে পেরেছি। আজকাল, দৈনিক স্টেটসম্যান, যুগশঙ্খ, একদিন, পুবের কলম, প্রান্তজ্যোতি, দৈনিক গতি প্রভৃতি পত্রিকায় এখনও লিখি। উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রথম লেখাটি প্রকাশের সময় আমার বয়স ছিল আঠাশ বছর। তারপর আর ফিরে তাকাইনি। লেখা প্রকাশের আনন্দে আমার আমাকে খুঁজেছি নিত্য, গবেষণা ও লেখা চলেছে সমান তালে। লেখায় নিজেকে খুঁজতে খুঁজতে এখন আমি ঊনপঞ্চাশ বছরের প্রকোপে। এই বয়সের পাগলামি প্রকট হয়ে ওঠে। বয়সের ভার যত না বাড়ে তার চেয়ে তার মনের ধার আরও বেশি বৃদ্ধি পায়। সবকিছু হাতের মুঠোয় ভেবে মনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা জেগে ওঠে । কোনোকিছুতেই তার না নেই। আগের তারুণ্যের জীবনে ফিরে যেতেও তার দ্বিধাহীন চিত্ত । সবকিছুতেই দক্ষতা প্রমাণের বিকৃত ক্ষুধা জেগে ওঠায় ঊনপঞ্চাশ বায়ুর খামখেয়ালিপনা পাগলামিতে পরিণত হয়। সেদিক থেকে আমার বাবাই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। ঝিনুকের খোলামুখে বালুকণা ঢুকে পড়ায় তার অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠার জন্য শরীরের রসে তা মোলায়েম বা নরম করতে গিয়ে মুক্তো গড়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে ঝিনুকের কষ্টের ধনই মানুষের মহার্ঘ রত্ন। বাবার দেওয়া হতদারিদ্র ও আত্মসম্মানের যোগে সুধী পাঠকসমাজকে সেই রত্ন উপহার দেওয়ার মানসে কুড়ি বছর আগে যে স্বপ্ন ছিল, আজও তা সমান সক্রিয়। শুধু পাল্টে গেছে তার প্রকৃতি। আগে লেখার মধ্যে নিজের স্বপ্ন জেগে থাকত, এখন অন্যের চোখের স্বপ্নের কাজল হতে চায়। জীবনের স্বপ্ন তো সবার মধ্যে প্রসারিত হয়েই পূর্ণতা লাভ করে। কাজলের একক সৌন্দর্য নেই, অন্যের চোখেই তার আসল সৌন্দর্য, সৌরভ। আমার লেখার সৌরভ এখন অন্যের স্বপ্নের কাজলে। আমার ঊনপঞ্চাশ বায়ুর প্রকোপেও কুড়ির চোখে সেই স্বপ্নের কাজল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: জীবনের পরম পরশ কমিটি, পুরুলিয়া

লেখক: প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

হুগলির গুপ্তিপাড়ায় পাঁচ বছরের শিশুর মৃত্যু ঘিরে ঘনাচ্ছে রহস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির বাগাছিতে পাঁচ বছরের শিশু স্বর্ণভ সাহার রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় ঠাকুমার ভূমিকা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তে যুক্ত পুলিশ অফিসারেরা প্রথমেই মৃত শিশুর মায়ের সঙ্গে শ্বশুর, শাশুড়ির সম্পর্কের সমীকরণ বোঝার চেষ্টা চালাচ্ছে। পাড়া প্রতিবেশীদের থেকেও খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। শনিবার সকালবেলায় বাড়ির উঠোন থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় স্বর্ণভ। রবিবার ভোরে বাড়ির শৌচালয় থেকে শিশুর নিথর দেহ উদ্ধার হয়। তবে যে বাথরুম থেকে স্বর্ণভের দেহ উদ্ধার হয়েছে তা ব্যবহার হয়েছিল রবিবার ভোরেও। কিন্তু সেই সময় সেখানে কিছু ছিল না বলে দাবি করেছেন শিশুর মাসি দীপিকা বিশ্বাস। ফলে পরে কী ভাবে বাথরুমে শিশুটির দেহ এল? তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। তাঁর এই বক্তব্য নতুন করে রহস্য বাড়িয়েছে।

ঘটনায় শিশুর দাদু শম্ভু সাহা, ঠাকুমা চায়না সাহা এবং জেঠিমা টুম্পা সাহাকে আটক করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, শিশুর মায়ের সঙ্গে শাশুড়ি এবং জায়ের সম্পর্ক ভালো ছিল না। এমনকী স্বর্ণভ খুব একটা বেশি ঠাকুমার কাছেও যেত না। মা বাড়িতে না থাকলে প্রতিবেশী মাধবী ঘোষের বাড়িতেই বেশিরভাগ সময় থাকত সে।

স্বর্ণভের মা সুপ্রিয়া জানান, তাঁর শ্বশুর মাঝেমধ্যেই তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করত। ব্যক্তিগত কারণেই সম্পর্কে অবনতি, জানান তিনি। স্বর্ণভের বাবা যাদব সাহা পেশায় গাড়ি চালক। তিনি কাজের জন্য অধিকাংশ সময় বাড়ির বাইরেই থাকেন। আর ছেলের অনুপস্থিতিতে শাশুড়ি, শ্বশুর তাঁর উপর আরও বেশি করে চড়াও হত বলে দাবি করেছেন সুপ্রিয়া। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ঝগড়ার কারণে সুপ্রিয়ার উপর প্রতিশোধ নিতেই কি স্বর্ণভকে খুন করা হল? তা ভাবাচ্ছে পুলিশকে। শনিবার শিশুটি নিখোঁজ হওয়ার পর থেকেই পুলিশ ড্রোন ক্যামেরা উড়িয়ে তন্নতন্ন করে তল্লাশি শুরু করে এলাকায়। সুপ্রিয়ার শ্বশুর বাড়িতেও পুলিশ পিকেট বসানো হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও। তা সত্ত্বেও শিশুর কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের অনুমান, শিশুটিকে বাড়িতেই খুন করে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশি তৎপরতায় তা লোপাট করা সম্ভব হয়নি। তাই বাথরুমে তা ফেলে দেওয়া হয়। শিশুটির দেহের ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে। করা হচ্ছে ভিডিওগ্রাফিও।

শিশুর দেহ প্রথম দেখতে পান তার দাদু, যা পুলিশের সন্দেহ আরও বাড়াচ্ছে। এক প্রতিবেশীর পোষ্য অ্যালেক্সের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। ৪৮ ঘণ্টার বেশি 'বন্ধু'-র দেখা পায়নি অ্যালেক্স। হঠাৎই নিশ্চুপ এই সারমেয়। সকাল থেকেই কিছু মুখে তোলেনি এই সারমেয়। গোটা এলাকা শোকস্তব্ধ।

শুভেন্দুর সঙ্গে তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির ছবি ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির ছবিতে ছয়লাপ হল হরিশ্চন্দ্রপুর। ছবির নীচে লেখা হল রাজ্যের গদ্দারের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুরের গদ্দার। 'গদ্দার হটাও, তৃণমূল বাঁচাও' লেখা সোশ্যাল সাইটে ওই ভাইরাল হয়েছে। পাশাপাশি হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন দেওয়ালে পোস্টারে ছেয়েছে ওই ছবি। তৃণমূলের খেয়ে পড়ে চেয়ার দখল করে সঞ্জীব বিজেপির দালালি করছেন বলে সরব হয়েছেন তৃণমূল নেতা-কর্মীদের অনেকেই। তাকে সরাসরি গদ্দার বলে নিশানা করে দল থেকে সরানোর দাবিও উঠতে শুরু করেছে। সঞ্জীব অবশ্য এই ছবি নিয়ে নোংরা রাজনীতি হচ্ছে বলে দাবি করেছেন। যদিও বিজেপির দাবি, এটা তো সবে ট্রেলার। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলের অনেক বড় নেতাই বিজেপিতে আসার জন্য লাইন দিয়ে রয়েছেন। যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সঞ্জীব গুপ্তার ছবি ঘিরে এই বিতর্ক।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি ঘরে সোফায় বসে রয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তৃণমূল নেতা সঞ্জীব গুপ্তা। সোশ্যাল সাইটে ওই ছবি ভাইরাল হতে শুরু করে। যারা ছবি পোস্ট করেন, তাদের অধিকাংশই তৃণমূলের নেতা-কর্মী। ছবির নীচে সঞ্জীবকে গদ্দার বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। 'গদ্দার হটাও, তৃণমূল বাঁচাও' বলেও লেখা রয়েছে ছবির নীচে। শুধু ফেসবুকেই নয়, সেই ছবি পোস্টারের আকারে ছড়িয়ে পড়ে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার বিভিন্ন পাড়ার দেওয়ালে, চায়ের দোকানে। সঞ্জীবের বিপক্ষ গোষ্ঠীর নেতারাই এমনটা করেছেন বলে দাবি করেছেন সঞ্জীব অনুগামীরা। অপরদিকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে সঞ্জীবের অবশ্য দাবি, শুভেন্দু অধিকারি একসময় তৃণমূলে ছিলেন। আমরা একসঙ্গে দল করেছি। ফলে তার সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল। আমি পরিবার নিয়ে ঘুরতে গিয়ে একটি হোটেলে ছিলাম। সেখানে শুভেন্দুবাবুও ছিলেন। আমাকে দেখে উনিই আমাকে ডাকেন। একসঙ্গে চা খাই। এটা তো সৌজন্যের রাজনীতি।

তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভ সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: সিঙ্গুরের মহম্মদপুরে ফটোগ্রাফার সোমনাথ মাইতির খুনের ঘটনায় বিজেপি ও আরএসএস কর্মী ধৃত সঞ্জীব পাখিরার ফাঁসির দাবিতে সিঙ্গুরে বড়া তেলিয়ামোড় এলাকায় বিক্ষোভ সমাবেশে। সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে এই বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত হয়েছেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল রাজ্য সভাপতি জয় প্রকাশ মজুমদার, মন্ত্রী বেচারাম মান্না, বিধায়ক করবী মান্না, হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। গত ৬ নভেম্বর স্টুডিও থেকে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় গলার নলি কেটে খুন করে ফটোগ্রাফার সোমনাথ মাইতিকে। পুলিশ খুনের ঘটনায় সঞ্জীব পাখিরাকে গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে সে জেলে বিচারাধীন রয়েছে। রবিবার বিক্ষোভ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মৃত ফটোগ্রাফার সোমনাথ মাইতির স্ত্রী সুইটি মাইতি ও তার পরিবার।

পাশাপাশি এই খুনের ধিক্কার জানিয়ে বড়া এলাকার ৩২ জন সক্রিয় বিজেপি নেতা ও কর্মী তৃণমূলে যোগদান করে। বিক্ষোভ মঞ্চে উঠে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে নেয়।

আলুর দামে রাশ টানতে হুগলির ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আলুর দাম কেজি প্রতি এক টাকা কমালেন ব্যবসায়ীরা। কলকাতার বাজারে ৩০ টাকায় মিলবে আলু। জানিয়ে দিলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। কলকাতার বাজারে আলুর দামে রাশ টানতে হুগলির আলু ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক করেন কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না।

হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং হলে ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, সুফল বাংলার প্রজেক্ট ডিরেক্টর গৌতম মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় ও রাজ্য হিমঘর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পতিতপাবন দে সহ আলু ব্যবসায়ী ও হিমঘর মালিকদের নিয়ে বৈঠক করেন মন্ত্রী। আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে নবান্নে টাস্ক ফোর্সের বৈঠক হয়।

ভিনরাজ্যে আলু রপ্তানি এবং আলুর দাম বৃদ্ধি নিয়ে গত বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তারপরই আলুর দাম নিয়ন্ত্রণ করতে বৈঠক ডাকা হয়। হুগলি জেলার আলু মূলত কলকাতায় যায়। সেই আলুর দাম চড়তে থাকায় তা কমাতে উদ্যোগী সরকার। মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব দেন বেচারাম মান্নাকে। ভিনরাজ্যে আপাতত আলু রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় টাস্ক ফোর্স। আলুর দাম কমাতে ব্যবসায়ীদের দু'দিন সময় দেওয়া হয়। এদিনের বৈঠকে সে বিষয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রায় দেড় ঘণ্টা বৈঠক শেষে ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় জানান, সাতাশ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছিল জ্যোতি আলু। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ২৬ টাকায় আলু দেওয়া হয়। সোমবার থেকে বাজারে ওই দামে আলু পৌঁছে যাবে। ভিনরাজ্যে আলু যেমন যাচ্ছে যাবে। এখনও হিমঘরগুলোতে প্রায় দশ লক্ষ মেট্রিক টন আলু মজুত আছে। নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত হিমঘর খোলা রাখার কথা বলেছে সরকার।

কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, আলুর দাম কমাতে টাস্ক ফোর্সের মিটিং হয়েছে। সেখানে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ বলেছিলেন আলু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করতে। সেই মতো মিটিং হয়েছে। ব্যবসায়ীরা ২৬ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি করবে। সেই আলু কলকাতায় ৩০ টাকার মধ্যে পাওয়া যাবে। পাশাপাশি তিনি আরও স্পষ্ট করেছেন, 'সুফল বাংলায় কলকাতায় আমরা ২৮ টাকায় আলু বিক্রি করব। সোম-মঙ্গলবার থেকে বাজারে প্রভাব পড়বে। ব্যবসায়ীরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সরকার চাপ দিয়েছে। ব্যবসায়ীরা গুরুত্ব না দিলে সরকার ব্যবস্থা নেবে।' পাইকারি দরে ২৬ টাকা হলে খুচরো বাজরে বেশি নিচ্ছে কিনা, তা নজরদারি করা হবে।

ব্রাউন সুগার-সহ গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের ব্রাউন সুগার সহ তিন মাদককারবারীকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৭৫৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার। রবিবার ধৃতদের মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম মহম্মদ শাহাবাজ আনসারি, মহম্মদ আলাউদ্দিন শেখ এবং যদু মণ্ডল। প্রথম জনের বাড়ি ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর এলাকায়। বাকি দু'জনের বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়। এদিন এই তিনজন ১৮ মাইল এলাকার জাতীয় সড়কের ধারে জড়ো হয়েছিল। এরপর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ব্রাউন সুগারগুলি উদ্ধার হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ঝাড়খণ্ডের ওই ব্যক্তিকে দুই বৈষ্ণবনগরের দুই মাদকারবারী, এই ব্রাউন সুগারগুলি সরবরাহ করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। তার আগেই ওই তিনজনকেই হাতেনাতে ধরে ফেলা হয়েছে।

শ্যামপুরে নির্মীয়মাণ সেতুর জমি নিয়ে কাজিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: হাওড়ার শ্যামপুর খেয়াঘাটে নির্মীয়মাণ সেতুর জমি নিয়ে জট এখনো কাটল না। ফলে কাজের গতি শ্লথ হয়ে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আর জমি নিয়ে কাজিয়ার সমাধান ঝুলে রয়েছে উচ্চ আদালতে। জানা গিয়েছে, হাওড়ার শ্যামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার খেয়া ঘাট থেকে দামোদর নদের ওপর একটি সেতু নির্মাণ করার কাজ চলছে। এই সেতুটি নির্মিত হলে বালিচাতুরী ও শ্যামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত হবে এবং বালিচাতুরী, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ সম্ভব হবে। কিন্তু ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার ভবানীপুর মৌজার ১২০৮ দাগের ৯২৩ খতিয়ানে যার জেএল নং ১১২ জনৈক জয়ন্ত সালের জমি রয়েছে বলে জয়ন্ত বাবুর দাবি। যার পরিমাণ ২৫ শতক। জয়ন্ত বাবুর দাবি, 'ওই জমি ব্রিজের কাজ তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই ১০ শতক জমি ব্যবহৃত হয়ে গিয়েছে।' আর এ বিষয়ে সমাধান খুঁজতে ইতিমধ্যেই উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন তিনি। যদি ও সে মামলা চলছে। জয়ন্ত পালের বক্তব্য, সরকারি কাজের নিয়ম না মেনে তাকে কোনওরকম ক্ষতিপূরণ না দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। যদিও এই জমি নিয়ে একাধিকবার মাপ হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে এই নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা চলছে শ্যামপুর জুড়ে। বিষয়টি নিয়ে শ্যামপুর এক ব্লকের বিডিও তন্ময় কার্যী জানিয়েছেন, 'ওনার জমি ছেড়েই কাজ হচ্ছে। আদালতের নির্দেশেমতো কাজ করা হবে।

VACANT POSTS FOR D.El.Ed LECTURER

Application are invited for M.M. ALI & S.M. TEACHERS' TRAINING INSTITUTE of Vill- kuramba Ghosh, P.O.-Bangachattra, P.S.- Nanoor, Dist.-Birbhum, Pin-731240. The vacant posts for Foundation-01, Geography-01, Mathematics-01, Music-01 & Physical Education-01 as per NCTE new norms. Please send C.V. with all required documents & Aadhar card through E-mail & also send to our college address within 7 days. Email - mmalitti@gmail.com

Sd/- Principal
M.M. ALI & S.M. TEACHERS' TRAINING INSTITUTE

E-TENDER NOTICE

Tenders are invited by the undersigned against NIT No.1/2024-25 (2nd call), dt. 20.11.2024 for Construction of permanent structure of retailing outlet (12'x8') at WBCADC Deganga Project. **Estimated value Rs. 1,52,434.00.** The last date of issue of Tender paper is on 02.12.2024. The detailed information is available on website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Officer-In-Charge
WBCADC, Deganga Project

VACANT POST FOR D.El.Ed LECTURER

Application are invited for MAZIDIAACADEMY, Vill & P.O.- Basubati, P.S.- Singur, Dist.- Hooghly, Pin-712409. The vacant post for **Fine Arts (01)** as per NCTE new norms. Please send C.V. with all required documents & Aadhar card through E-mail & also send to our college address within 7 days. Email - mazidiaacademy@gmail.com

Sd/- Principal
MAZIDIA ACADEMY

E-TENDER NOTICE

Tenders are invited by the undersigned against NIT No. 2/2024-25 (2nd call), dt. 20.11.2024 for Construction of duck cum Fish culture unit on pond side at WBCADC Deganga Project. **Estimated value Rs. 4,69,194.00.** The last date of issue of Tender paper is on 02.12.2024. The detailed information is available on website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Officer-In-Charge
WBCADC, Deganga Project

'ভূতের পাল্লায় ভূতনাথ' বাংলা সিনেমার গ্র্যান্ড প্রিমিয়ারে খাদ্যমন্ত্রী, সভাধিপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: তৃণমূল আইনজীবী সেলের সদস্য মাত্র ২৩ বছর বয়সি বারাসাত আদালতে আইনজীবী বিদিশা চ্যাটার্জীর পরিচালনায় তৈরি হয়েছিল বাংলা ছবি 'ভূতের পাল্লায় ভূতনাথ'। শুক্রবার নিউটাউনের নজরুল তীর্থ, সেই ছবির গ্র্যান্ড প্রিমিয়ার হয়ে গেল। তারকাখচিত নতুন বাংলা ছবি 'ভূতের পাল্লায় ভূতনাথ' ছবির গ্র্যান্ড প্রিমিয়ারে উপস্থিত ছিলেন ছবির সমস্ত অভিনেতা, অভিনেত্রী, রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি। ছবির কাহিনি চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন রুমকি চট্টোপাধ্যায়, প্রোডাকশন কন্ট্রোলার স্নেহাশিস চ্যাটার্জী। ছবিতে অভিনয় করেছেন খরাজ মুখোপাধ্যায়, কাঞ্চন মল্লিক, আরিয়ান ভৌমিক, মানসী সিনহা, রাজু মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

Office of the Prodhan
ALAL GRAM PANCHAYAT
Vill-Jorgachi, P.o-Alal, P.s-Gazole, pin-732128, Dist -Malda.

NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.e-T NO:458/AGP/2024, Dated:- 21/11/2024,
N.I.e-T NO:459/AGP/2024, Dated:- 21/11/2024
N.I.e-T NO:460/AGP/2024, Dated:- 21/11/2024,

Tender documents download and bid submission stat date & time **23/11/2024 time-5 P.M,** Last date and time for bid Submission **02/12/2024 at 12.00** & Opening Date-**04/12/2024 at 01.00 P.M.** For more information, please visit **www.wbetenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Alal Gram Panchayat

Kalikapur No-1 Gram Panchayet
Kalikapur , Sonarpur Block , South 24 Parganas.

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **e-NIT No.: Kali-1/106/2023-2024, Date : 25.11.2024.** Total Scheme-5 Nos., Fund :- **15TH CFCG (Tied).** Bid Submission Start Date (Online): **25.11.2024 from 01:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **03.12.2024 up to 12:00 Noon.** Technical Bid Opening Date (Online) : **06.12.2024 at 12:30 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Kalikapur No-1 Gram Panchayet

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: দ্রুত গতিতে রাস্তার পাশে ঢুকে পড়ল একটি চারচাকা গাড়ি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু এক ব্যক্তির। গুরুতর ভাবে আহত আরো চার জন। ঘটনা পুরুলিয়া-ধানবাদ ৩২ নম্বর জাতীয় সড়কের মাগুড়িয়া মোড়ের অদূরে। পুরুলিয়া শহর থেকে একটি চারচাকা রাস্তায় এক যুবককে ধাক্কা মেরে পালানোর সময় মাগুড়িয়া মোড়ে রাস্তার পাশে একটি দোকানে ঢুকে পড়ে। দোকানদার খদ্দের সহ পাঁচজনকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। আহত চার জনকে পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম কৌশিক মহন্ত (৪২), তার বাড়ি নদিয়ার কৃষ্ণনগর এলাকায়।

সদ্যোজাত শিশু উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: শীতের সকালে কালী মন্দির থেকে সদ্যোজাত শিশু উদ্ধার। ঘটনাটি হাবড়া কুমরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার। মন্দির লাগোয়া বাসিন্দারা ভোর রাত থেকেই শিশুর কান্নার আওয়াজ পাচ্ছিলেন। রবিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পান পাড়ার কালীমন্দিরে কালী মায়ের সামনে সদ্যোজাত একটি পুত্র সন্তান রাখা রয়েছে। শীতের মধ্যে গায়ে কোন জামাকাপড় না থাকায় বাচ্চার চিৎকার করছিল। পরবর্তীতে খবর দেওয়া হয় হাবড়া থানায়, পুলিশ এসে শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাবড়া হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য। ঘটনার তদন্তে হাবড়া থানার পুলিশ।

UNITY

ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : বসন্ত লোক, বসন্ত বিহার, নিউ দিল্লি - ১১০০৫৭
কর্পোরেট অফিস : সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (ই), মুম্বই - ৪০০ ০৯৫

প্রতীকী দখল নোটিশ

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য) দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)

যেহেতু, ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড, অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল ২১.১১.২০২৪ তারিখে।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ নিম্নোক্ত মতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার	বন্ধকদত্ত/জামিনদত্ত সম্পদ(সমূহ) সম্পত্তির বিস্তারিত	দাবি নোটিশের তারিখ এবং বকেয়া পরিমাণ
১. তারামা স্টোর্স (ঋণগ্রহীতা) ২. বিনতা মন্ডল (সহ ঋণগ্রহীতা) ৩. হারান চন্দ্র মন্ডল (সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) ৪. অভিজিৎ মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নং : - USFBKOLLOAN000005013931	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তির অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ৯ ছটাক কমবেশি , মৌজা : উকিলা পাইকপাড়া, জেএল : নং ৫৬, আরএস নং ১৪৭, তৌজি নং ১০৯, খতিয়ান নং ৪০৩, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১১৬৫, এলআর দাগ নং ২১৫৮ এবং ২১৫৯, অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং ২৬০, রামচাঁদ দে স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং ২৬, স্থানীয় রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি (বন্ধকদত্ত নথি অনুযায়ী) :** **পূর্বে :** দাগ নং ১৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ **পশ্চিমে :** দাগ নং মনোজ শাউ এর অ্যাজবেস্টর শেড **উত্তরে :** ২০ ফুট চওড়া রাম চন্দ্র দে স্ট্রিট **দক্ষিণে :** পুকুর।	দাবি নোটিশ তারিখ **১৩.০৯.২০২৪, পরিমাণ ১০,৬৭,৫৫০.০০ টাকা (দশ লাখ সাতষট্টি হাজার পাঁচশ পঞ্চাশ টাকা) টাকা ১২.০৯.২০২৪** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, শুল্ক এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্যমতে।

তারিখ - ২৫.১১.২০২৪
স্থান - পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৩.১২.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৩.১২.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং' যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৩,৫৫,১৫,৮০২.০০ টাকা** ০৩.০১.২০২৪ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ সহ বকেয়া পরিমাণ, এনপিএ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা. লি. রেজি. অফিস - ১৩/৩, মহেন্দ্র রায় লেন, কলকাতা - ৭০০০৪৬, ডিরেক্টর, জামিনদাতা এবং আইনি উত্তরাধিকারীগণ - জৈনাব খালিদ (প্রথম স্ত্রী),** স্বামী প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **আইনি উত্তরাধিকারীগণ - ১) খালিকোয়া এবাদুল্লাহ** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **২) মদীহা এবাদুল্লাহ** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **৩) শিফা এবাদুল্লাহ** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **সকলের ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ১২সি, টাওয়ার ১, হার্টেজ সৃজন পার্ক, ৭২এ, তিলজলা রোড (ডন বসকো স্কুলের নিকট, থানা - বেনিয়াপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **৪) মহ. সানাউল্লাহ,** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, মুসলিম বস্তি, যতীনগড়, থানা - জগন্নাথপুর, পশ্চিম সিংভূম, ঝাড়খন্ড - ৮৩৩২১৪ **এবং** ৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন, থানা - তপসিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **৫) সাবিয়া রহমান,** স্বামী প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, ১৯, উস্তাদ এনায়েত খান এভিনিউ, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৭ **৬) সিদ্দিকা বানু,** প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ-র মা, **ঠিকানা** - মৌলানাগোদা, পো. এবং থানা - ছামপুয়া, কেওনঝর, ওড়িশা - ৭৫৮০৪১ **এবং** ৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন, থানা - তপসিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা - তানবীর এবাদুল্লাহ,** মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা. লি., ৩, মেহের আলি রোড, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০১৭ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি ১ : বসবাসের ভবন : হোল্ডিং নং ১০৬, মৌজা : গোবরা, ৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন, ওয়ার্ড নং ৫৯, কেএমসি, থানা : বেনিয়াপুকুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৪৬ (মেট্রো), ২ কাঠা ২ ছটাক ২১ বর্গফুট। **সংরক্ষিত মূল্য ১,৯৮,৩০,০০০.০০ টাকা, (ইএমডি পরিমাণ ১৯,৮৩,০০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ২৫,০০০.০০ টাকা, স্বত্ব দখলীকৃত)।**

সম্পত্তি ২ : বসবাসের ফ্ল্যাট : একতলায় ফ্ল্যাট প্রেমিসেস নং ৪১, তালপুকুর, বাঘাযতীন রোড, থানা : যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬, (মেট্রো), : ১০২০ বর্গফুট, স্বত্বাধিকারী : ক্রিসেন্ট এক্সপোর্ট, কোম্পানি, স্বত্ব দলিল নং ১-০৪৭৭, রেজিস্ট্রিকৃত : ০৪.মার্চ ০৪ তারিখে, জেলা সাব রেজিস্ট্রার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, **সংরক্ষিত মূল্য ২০,৯৯,০০০.০০ টাকা (ইএমডি পরিমাণ ২,০৯,৯০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ১০,০০০.০০ টাকা। স্বত্ব দখলীকৃত)।**

সম্পত্তি নং ৩ : বসবাসের ফ্ল্যাট : প্রেমিসেস নং ৪১, ৩য় তল, তালপুকুর, বাঘাযতীন রোড, থানা : যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬, : ৯৪০ বর্গফুট, স্বত্বাধিকারী : খালিদ এবাদুল্লা (প্রয়াত), স্বত্ব দলিল নং ১-১৫২৫০/২০০৬, রেজিস্ট্রিকৃত : ১৩ নভেম্বর ০৬ তারিখে, জেলা সাব রেজিস্ট্রার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, **সংরক্ষিত মূল্য ২৫,৭৭,০০০.০০ টাকা (ইএমডি পরিমাণ ২, ৫৭, ৭০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ১০,০০০.০০ টাকা। স্বত্ব দখলীকৃত)।**

সম্পত্তি ৪ : বসবাসের ফ্ল্যাট : প্রেমিসেস নং ৪১, ৪র্থতল, তালপুকুর, বাঘাযতীন রোড, থানা : যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬, (মেট্রো), : ৬০০ বর্গফুট, স্বত্বাধিকারী : খালিদ এবাদুল্লা (প্রয়াত), স্বত্ব দলিল নং ১-১৫২৪৯/২০০৬, রেজিস্ট্রিকৃত : ১৭ নভেম্বর ০৬ তারিখে, অ্যাডি. রেজিস্ট্রার, অব অ্যাসিওরেন্স-১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, **সংরক্ষিত মূল্য ১২,৮৯,০০০.০০ টাকা (ইএমডি পরিমাণ ১, ২৮, ৯০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ১০,০০০.০০ টাকা। স্বত্ব দখলীকৃত)।**

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৬.১২.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১৩২৯৭

অনুসন্ধান সম্পত্তি নং ১

এসবিআই ওয়েবসাইট Sbi.co.in	ই-নিলাম ওয়েবসাইট	সম্পত্তি অবস্থান	ফটোগ্রাফস	ভিডিও

অনুসন্ধান সম্পত্তি নং ২

এসবিআই ওয়েবসাইট Sbi.co.in	ই-নিলাম ওয়েবসাইট	সম্পত্তি অবস্থান	ফটোগ্রাফস	ভিডিও

অনুসন্ধান সম্পত্তি নং ৩

এসবিআই ওয়েবসাইট Sbi.co.in	ই-নিলাম ওয়েবসাইট	সম্পত্তি অবস্থান	ফটোগ্রাফস	ভিডিও

অনুসন্ধান সম্পত্তি নং ৪

এসবিআই ওয়েবসাইট Sbi.co.in	ই-নিলাম ওয়েবসাইট	সম্পত্তি অবস্থান	ফটোগ্রাফস	ভিডিও

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

তারিখ : ২৫.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মেলার দখল নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ধুন্ধুমার, আহত বেশ কিছু কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ঘাটালে ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তারকা সাংসদ দেবের সামনেই শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর হাতাহাতির ঘটনায় কয়েকজন কর্মীর রক্তও ঝরেছে। রবিবার ঘাটালের শিশুমেলার আয়োজন নিয়ে সভা চলাকালীন দেবের অনুগামীদের সঙ্গে শঙ্কর দলুইয়ের অনুগামীদের হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। এক সপ্তাহ আগে শিশুমেলার আয়োজন নিয়ে বৈঠকে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শঙ্কর দলুইয়ের সঙ্গে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন দেবের অনুগামীরা। রবিবার সেই শিশু মেলার কর্তৃত্ব নিয়ে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় ঘাটালে। সভা চলার সময় দেব এবং শঙ্করের অনুগামীরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। শুরু হয় হাতাহাতি। গন্ডগোলের জেরে বৈঠক ছেড়ে চলে যান সাংসদ দেব। শঙ্কর দলুই জানিয়েছেন, শিশুমেলা নিয়ে কয়েকদিন আগেই বৈঠক হয়েছিল। এবার পরিকল্পিতভাবেই তা করা হয়েছে বলে তার দাবি।

ঘটনাস্থলের যে ছবি এবং ভিডিও সামনে এসেছে, তাতে দেখা গিয়েছে, দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র চিৎকার চেঁচামেচি চলছে। কর্মীরা ধস্তাধস্তি, হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েছে। এক পক্ষ আরেক পক্ষের দিকে তেড়ে যাচ্ছে। হাত তুলে দুই পক্ষকে থামানোর চেষ্টা করেন দেব। সেই সময় ঘটনাস্থলে পুলিশও মজুত ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। জানা গিয়েছে, শিশুমেলাকে কেন্দ্র করেই এই ঝামেলার সূত্রপাত। ঘাটাল শিশুমেলা বরাবরই বড় করে অনুষ্ঠিত হয়। মেলার রাশ কার হাতে থাকবে, তা নিয়েই গন্ডগোল। এতদিন শিশুমেলা অরাজনৈতিক একটি মেলা থাকলেও, দেব এবং শঙ্করের সংঘাতে মেলার গায়েও রাজনীতির রং লেগেছে বলে জানা যাচ্ছে।

গত বছরও এই মেলায় যৌথভাবে সামিল ছিলেন দেব এবং শঙ্কর। তাঁরা দু'জনই যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু এ বছর মেলা নিয়ে দিন কয়েক আগেই বৈঠক করেন শঙ্কর। সেই বৈঠকে ডাকা হয়নি দেবকে। এমনকী দেবকে মেলা কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়। এর পরই ঘাটালের বিজেপি-র বিধায়ক শীতল কপাট জায়গায় জায়গায় পোস্টার লাগান। পোস্টারে লেখা হয়, মেলাকে কেন্দ্র করে রাজনীতি হচ্ছে, তোলাবাজি হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে রবিবার তড়িঘড়ি অরবিন্দ স্টেডিয়ামে বৈঠক ডাকেন দেব। দেব পৌঁছনোর পরই স্টেডিয়ামে উত্তেজনা ছড়ায়। দেবের বিরুদ্ধে নানা মন্তব্য উড়ে আসতে থাকে। প্রথমে ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি, হাতাহাতি শুরু হয়। এরপর লাঠি নিয়ে বেধড়ক মারধর চলে। এত লাঠিসোঁটা কোথা থেকে এল, সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি। আগে থেকেই লাঠিসোঁটা জড়ো করে রেখেছিল বলে উভয়পক্ষ থেকেই পরস্পরের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলা হয়েছে।

হাড়োয়ায় শুরু ভোট পরবর্তী হিংসা

বিজেপি প্রার্থীর চাষের জমিতে হামলা, ট্রাক্টর ও শ্যালো ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: উপনির্বাচন শেষ হতেই ভোট পরবর্তী হিংসা শুরু হয়ে গেল। উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ায় রাতের অন্ধকারে বিজেপি প্রার্থীর চাষের জমিতে দুষ্কৃতীরা হামলা চালাল। কেটে দেওয়া হল পাঁচ বিঘা জমির কলমের আমগাছ। ট্রাক্টর ও শ্যালো মেশিন ভাঙচুর করা হয়েছে। পরাজিত বিজেপি প্রার্থী বিমল দাস হাড়োয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

শনিবার রাজ্যের ছয় বিধানসভা উপনির্বাচনের ফল ঘোষিত হয়েছে। হাড়োয়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ছিলেন বিমল দাস। উপনির্বাচনে তিনি পরাজিত হয়েছেন। স্থানীয় সদরপুর গ্রামে তাঁর পাঁচ বিঘা চাষের জমি রয়েছে। সেখানে ছোট ছোট কলমের আমের চারা বসানো ছিল। অভিযোগ, ভোট গণনা শেষ হওয়ার পরেই রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা তাঁর চাষের জমির সমস্ত আমগাছ কেটে দিয়েছে। ওই জমির মধ্যেই গাছে জল দেওয়ার জন্য তাঁর একটি শ্যালো মেশিন ছিল। পাশেই একটি ট্রাক্টর রাখা ছিল। দুষ্কৃতীয়া ওই ট্রাক্টর ও শ্যালো মেশিন ও ভাঙচুর করেছে।

বিজেপি প্রার্থী বিমল দাস বলেন, 'ভোটে হেরে যাওয়ার পরেই তৃণমূল কর্মীরা প্রতিশোধ নেওয়া শুরু করেছে। মাঠে আমি কলমের আম বাগান করেছি। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আমার জমির সমস্ত চারা আমগাছ কেটে দিয়েছে। শাসক দল যে হাড়োয়ায় বিজেপি কর্মীদের ওপর হিংসা শুরু করেছে, তাতে আমি প্রার্থী হয়েও ছাড় পাচ্ছি না। সাধারণ কর্মীদের ওপর হামলা হবে, সে আশঙ্কাও করছি। দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে আমি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। জানি না আদৌ বিচার হবে কিনা।'

ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ তৃণমূল নেতৃত্ব অস্বীকার করেছেন। তৃণমূল নেতা সুরেশ মণ্ডলের দাবি, 'বিজেপি প্রার্থীর মাঠের গাছ কাটার সঙ্গে তৃণমূলের কেউ জড়িত নয়। আমাদের দলের কর্মী সমর্থকরা হিংসায় বিশ্বাস করেন না। ঘটনাটি আসলে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেই হয়েছে। গেরুয়া শিবির আমাদের দলকে কালিমালিপ্ত করতে মিথ্যা অভিযোগ তুলে বাজার গরম করতে চাইছে।'

'লাইফ সার্টিফিকেট' এর বিষয়ে বিজেপি কর্মীদের সহায়তা প্রয়োজন হবে : সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বয়স্ক মানুষদের 'লাইফ সার্টিফিকেট' এর বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের সহায়তা করতে হবে। বালুরঘাটে 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান শেষে দলীয় কর্মীদের এমনটাই নির্দেশ দিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার।

উল্লেখ্য, 'মন কি বাত' রেডিও অনুষ্ঠানে এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কথায় উঠে আসে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট প্রসঙ্গ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইনক্লাব সংলগ্ন এলাকায় দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে যোগ দেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। অনুষ্ঠান শেষে বয়স্ক মানুষদের লাইফ সার্টিফিকেটের বিষয়ে বিজেপি কর্মীদের সহায়তা করতে হবে বলে জানান তিনি। জেলার বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর ও বুনিয়াদপুর পুরসভা এলাকায় আপাতত এই কর্মসূচিতে বিশেষভাবে অংশগ্রহণের জন্য দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি, এদিন

বিজেপির 'সদস্যতা অভিযান-২০২৪' কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি। এদিন বেশ কয়েকজন সাধারণ মানুষকে দলে যোগদান করার সময় দলীয় পতাকা তুলে দেন তিনি।

এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'বালুরঘাট শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মন কি বাত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বেশ কয়েকটি সমস্যার কথা আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন এবং তার সমাধান কিভাবে হতে পারে তার ওপরে আলোকপাত করেছেন। অনলাইন ফ্রড থেকে শুরু করে চড়ুই পাখি বিলুপ্ত হওয়ার প্রসঙ্গ। পাশাপাশি বয়স্ক মানুষদের, যাদের লাইফ সার্টিফিকেট দিতে হয় এই সময়; সেই বিষয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির তরফে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বালুরঘাট সহ গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর পুরসভা এলাকায় আমরা আমাদের পার্টির তরফে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য মানুষকে সবরকম সহযোগিতা করব।'

প্রসঙ্গত, রবিবার বালুরঘাটে 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, বিজেপির বালুরঘাট টাউন কমিটির সভাপতি সমীর প্রসাদ দত্ত, প্রাক্তন জেলা সভাপতি বিনয় কুমার বর্মন সহ আরো অনেকে।

জলসা শুনে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২ বন্ধুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জলসা শুনে বাড়ি ফেরার সময় পথ দুর্ঘটনায় মৃত হল দুই বন্ধুর। শনিবার রাত এগারোটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে চাঁচল থানার সামসি বাইপাস সড়কের কৃষ্ণগঞ্জ এলাকায়। ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম সানু আলি (২০) ও সাজিদ আলি (২১)। সানু চাঁচল থানার মতিহারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বসন্তপুর রাজাটোলায় ও সাজিদের বাড়ি লাগায়ো ডমাপীর গ্রামে। দুই যুবকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়। রবিবার সকালে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন রাতে বেপরোয়া একটি পণ্য বোঝাই লরির সঙ্গে ওই মোটর বাইকটির মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। তাতেই দু'জনের মৃত্যু হয়। চাঁচল থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে আরো জানা গিয়েছে, এদিন রাতে শ্রীপুর থেকে জলসা শুনে বাড়ি ফিরছিল ওই দুই যুবক। এদিকে চলতি মাসে ওই বাইপাস সড়কে দুর্ঘটনায় চাঁচল থানার এপর্যন্ত তিনজনের মৃত্যু হল। একজন সিভিক ভলান্টিয়ার রানু খাতুনেরও মৃত্যু হয়। জখম হয় প্রায় ৮ জন। বারবার দুর্ঘটনা ঘটায় পথ নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এলাকায়।

বেআইনিভাবে মজুত করা বালি বাজেয়াপ্ত করল আরামবাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: মুখ্যমন্ত্রীর কড়া দাওয়াইয়ের পর এবার নড়েচড়ে বসল পুলিশ। তাই এবার বেআইনিভাবে মজুত করা বালি বাজেয়াপ্ত করল আরামবাগ থানার পুলিশ। রবিবার দুপুরে আরামবাগ পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কালীপুর মেলাতলা মাঠ থেকে ওই বালি বাজেয়াপ্ত করা হয়। উল্লেখ্য, এবার বন্যার ফলে দ্বারকেশ্বর নদে বালির পরিমাণ বেড়েছে। আর সেই সুযোগে দুষ্কৃতীরা বেআইনিভাবে কালীপুর এলাকার দ্বারকেশ্বর নদ থেকে রাতের অন্ধকারে বালি তুলছে বলে অভিযোগ। আর সেই বালি কখনও রাতেই পাচার করে দেওয়া হচ্ছে। আবার কখনও বা মজুত করে রাখা হচ্ছে। এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আরামবাগ থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। মজুত করা ওই বালি কে বা কারা কখন তুলছে সে ব্যাপারে খোঁজ খবর করতে ময়দানে নামে পুলিশ। কিন্তু স্থানীয় মানুষ তেমন কোনও সদুত্তর দিতে

পারেননি। হয়তো দুষ্কৃতীদের ভয়েই তাঁরা কেউ মুখ খুলতে চাননি। তবে পুলিশ মাঠে পড়ে থাকা ওই মজুত করা সমস্ত বালি বাজেয়াপ্ত করেছে। আসলে আরামবাগ মহকুমাজুড়ে গোপনে বেড়েই চলেছে বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য। আর এই দৌরাত্ম্য কমাতে প্রশাসনিক তৎপরতাও রয়েছে। ইতিমধ্যেই কয়েকদিন আগে আরামবাগের এসডিপিও ও এসডিওসহ বেশ কয়েকটি যৌথ অভিযান হয় দ্বারকেশ্বর নদীতে। আবারও বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করল আরামবাগ থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, গত বেশ কয়েকমাস ধরে ওই এলাকায় অবৈধভাবে বালি পাচারের একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল আরামবাগ থানায়। এরই ভিত্তিতে রবিবার অভিযান চালায় আরামবাগ থানার পুলিশ। এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী জানান, অবৈধ বালি পাচারকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের এই অভিযান চলবে। স্থানীয় মানুষের দাবি, প্রাকৃতিক সম্পদ বাঁচতে হলে পুলিশ প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে।

অবৈধ কয়লা খাদান বন্ধ করতে পুলিশের কড়া পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রানিগঞ্জের বড়দই এলাকায় গজিয়ে ওঠা প্রায় আটটি অবৈধ কয়লা খ নিমুখে কয়লা তোলার আগেই সেই সকল কয়লা খনির মুখগুলিকে ভরাট করে দিতে তৎপর হল আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের রানিগঞ্জ থানার পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির পুলিশ।

কয়েকদিন আগেই বড়দই এলাকার মানুষজনদের কাছে এলাকায় অবৈধ কয়লা খনি গজিয়ে উঠছে, এই অভিযোগ পেয়েছিল পুলিশ। এবার সেই সকল কয়লা খনি মুখগুলিকে ভরাট করে দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করল রানিগঞ্জ থানার পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির পুলিশ। রবিবার সকাল থেকেই এলাকায় একটির পর একটি কয়লা খাদান ভরাট করতে তৎপর হয়েছে পুলিশ। এ মুহূর্তে চলছে জোরকদমে খাদান ভরাটের কাজ। এদিন পুলিশ ওই অবৈধ কয়লা খাদান ভরাট করতে শুরু করেছেন। পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, কোনও অবৈধ কাজ বরদাস্ত করা হবে না। কোনওরূপ কোনও অভিযোগ পেলেই কড়া হাতে মোকাবিলা করা হবে।

জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগ, ধৃত জমি ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোলে গ্রেপ্তার হলেন আর এক ব্যবসায়ী দীনেশ গড়াই। শনিবার রাতে আসানসোল উত্তর থানা পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার সকালে তাকে আসানসোল আদালতে পেশ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর পুলিশের লাগাতার অভিযানে আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে বিভিন্ন থানায় একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈধ ব্যবসার পাশাপাশি একাধিক অবৈধ ব্যবসায় জড়িত এই দীনেশ গড়াই। তবে কোনও অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও কিছু জানা যায়নি। দীনেশ গড়ায় আসানসোলের উত্তর থানা এলাকার বাসিন্দা এই দীনেশ গড়াইয়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় একাধিক মামলা রয়েছে বলে সূত্রের খবর। তিনি প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার ঘনিষ্ঠ বলে বিভিন্ন সূত্রের খবর। উল্লেখ্য সম্প্রতি এই উত্তর থানা এলাকায় পুকুর ভরাটের অভিযোগে আসানসোলে উইলসন নামে এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার হওয়ার পরে, এবার দীনেশ গড়াই। পরপর একই থানায় এই গ্রেপ্তারির পর অবৈধ জমি ব্যবসায় কিছুটা হলেও লাগাম টানা যাবে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা।

এসটিএফ হানায় উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও তাজা কার্তুজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমানার পুরনো কল্যাণেশ্বরী এলাকায় এসটিএফ হানা দিয়ে উদ্ধার করল বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র ও তাজা কার্তুজ। এসটিএফ অভিযানে গ্রেপ্তার দু'জন। শনিবার রাতে এই হানার পর রবিবার ধৃতদের তোলা হয় আসানসোল আদালতে। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে কুলটির পুরনো কল্যাণেশ্বরী এলাকায় এক পরিত্যক্ত বাড়িতে হানা দেয় রাজ্যের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স। জাতীয় সড়ক সংলগ্ন বিসিসিএলের পরিত্যক্ত আবাসনে হানা দিয়ে ১০টি দেশি বন্দুক এবং এইট এমএম ও নাইন এমএম এর ৫৪টি তাজা কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়। আকস্মিক এই হানায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করা করা হয়েছে।

ধৃতরা হল মিনারুল ইসলাম ও সফিকুল মণ্ডল। ধৃত দু'জনের বাড়ি

মুর্শিদাবাদের ডোমকলে। ধৃতদের রবিবার আসানসোল আদালতে তোলা হয়। যদিও ঘটনা প্রসঙ্গে কুলটি থানা কোনও মন্তব্য না করলেও ভিন রাজ্য থেকে এই অস্ত্রগুলি আনা হয়েছিল বলে অনুমান।

উল্লেখ্য, মাস কয়েক আগে এই থানা এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী থানা এলাকায় একাধিকবার অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে, এমনকী অস্ত্র তৈরির কারখানারও হদিস পায় পুলিশ এবং ওই অস্ত্র তৈরির কারখানা থেকে অসম্পূর্ণ আগ্নেয়াস্ত্র এবং অস্ত্র তৈরির জন্য ব্যবহৃত লেদ মেশিনও উদ্ধার করা হয়।

একদিন ব্যাপী রাত্রি ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সব খেলার সেরা বাঙালির প্রিয় ফুটবল। মুখ্যমন্ত্রীর আর্থিক সহযোগিতায় ক্লাবগুলি আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মাঠে মাঠে শুরু হয়েছে ফুটবল টুর্নামেন্ট। তেমনই রবিবার পূর্ব বর্ধমানের রায়না দু'নম্বর ব্লকের রেনবো স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে গোতান মনসা ডাঙা মাঠে একদিন রাত্রি ব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রাম উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। ফুটবলে গোল মেরে খেলার উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি মঞ্চের উদ্বোধন করেন জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে রায়নার বিধায়িকা শম্পা ধারা ও রেনবো স্পোর্টিং ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করেন রায়না দুই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পার্বতী ধারা মালিক। এদিনের খেলায় উপস্থিত ছিলেন রায়না ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত ও পরিবহণ কর্মাধ্যক্ষ সৈয়দ কলিমুদ্দিন ওরফে বাপ্পা, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদে কর্মাধ্যক্ষ শিশির মণ্ডল-সহ রায়না ২ ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যান্য পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধানরা। আটটি দল নিয়ে এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় বিজয়ী টিমের হাতে ট্রফি সহ এক লক্ষ টাকা ও বিজিত ট্রিমের হাতে ট্রফি সহ ৮০ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। প্রথম মাঠের প্রথম খেলা অনুষ্ঠিত হয় শেখপুর রসুলপুর আমরা সবাই ক্লাব বনাম শিবরামপুর সেভেন স্টার ক্লাব।

বনদপ্তরের অনুমতি ছাড়া গাছ কাটার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভাতারের আমবোনা গ্রামে পঞ্চায়েতের লাগানো গাছ বনদপ্তরের অনুমতি ছাড়াই কাটার অভিযোগ। বনদপ্তরের অনুমতি ছাড়াই পঞ্চায়েতের লাগানো গাছ বিনা টেন্ডারে কেটে নেওয়া হয়েছে, এরকমই অভিযোগ তুলেছেন এলাকার মানুষ।

গাছ বিক্রির টাকা কোথায়, এই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এমনই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের ভাতার ব্লকের বনপাস গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আমবোনা গ্রামে। জানা গিয়েছে, আমবোনা গ্রাম যাওয়ার রাস্তার পাশে রয়েছে পুরনো ইউক্যালিপটাস ও সোনাঝুরি গাছ। প্রায় আটটি বহু পুরাতন গাছ কেটে ফেলা হয়েছে বেশ কয়েকদিন আগে। কিন্তু সেই গাছ কারা কাটলো এই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। আমবোনা এলাকার বাসিন্দা খোকন নায়েক নামে এক কাঠ ব্যবসায়ী বনপাস গ্রাম পঞ্চায়েতে সেই গাছগুলি মালিকানার দাবি জানিয়ে গাছগুলি কাটার জন্য এনওসি (নো অবজেকশন সার্টিফিকেট) দেওয়ার আবেদন করেছিলেন। এই বিষয়ে খোকন নায়কের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ হলে তিনি গাছ কাটার কথা স্বীকার করলেও আবেদনপত্রের সইয়ের কথা অস্বীকার করেন। পঞ্চায়েতের নির্দেশেই গাছ কেটে বিক্রি করে কোনো এক শাসকদলের নেতার হাতে সেই টাকা দিয়েছেন।

এই বিষয়ে বনপাস গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান চম্পা আরশ জানিয়েছেন, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যার মাধ্যমে রাস্তার ওপর গাছ কাটার জন্য নো অবজেকশন সার্টিফিকেটের একটি আবেদনপত্র জমা পড়েছিল এবং তাঁকে সেই সার্টিফিকেট ও দেওয়া হয়েছে। তবে গাছগুলি কারা কেটেছে তার জানা নেই। সে বিষয়ে খোঁজ নিয়ে বলতে হবে।

মালদায় চালু হল সিটি এনজিওগ্রাফি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: উত্তরবঙ্গে এই প্রথম হৃদরোগ রোগীদের জন্য চালু হল সিটি এনজিওগ্রাফি। এক প্রস্তর বলা যেতে পারে বিনা রক্তপাতে হৃদযন্ত্রের বর্তমান পরিস্থিতির হালহকিকত তুলে ধরবে অত্যাধুনিক এই যন্ত্রটি। রবিবার দুপুরে ইংরেজবাজার শহরের বিমল দাস মূর্তি সংলগ্ন সনোস্ক্যান নামক একটি বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে এই সিটি এনজিওগ্রাফি মেশিনের দ্বারোদঘাটন করা হয়। সেখানেই মালদা এবং কলকাতার কয়েকজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা উপস্থিত হয়েছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা কেন্দ্রের কর্ণধার স্বপন রায়। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের হাতে গোনা দশটি বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে এই ধরনের সিটি এনজিওগ্রাফি যন্ত্র রয়েছে। এককেটি মেশিনের মূল্য প্রায় ৬ কোটি টাকা। সম্পূর্ণ বিনা রক্তপাতে হৃদযন্ত্রের মানুষের অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেবে আধুনিক এই যন্ত্র। এতদিন দেখা গিয়েছে কোনও ক্ষেত্রে বুকে ব্যথা হলে, চিকিৎসার জন্য এদিক সেদিক ছুটে বেড়াতেন রোগী ও তাদের আত্মীয়েরা। কিন্তু এবারে আর তা করতে হবে না। এই যন্ত্রই রোগী থেকে সাধারণ মানুষদের বর্তমান হৃদযন্ত্রের অবস্থার সঠিক বর্ণনা তুলে ধরবে। কোনওরকম রক্তপাত ছাড়াই শরীরের বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে হৃদরোগের বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা বলে দিতে পারবে এই যন্ত্র। উত্তরবঙ্গে এবং দক্ষিণবঙ্গের কোথাও এত আধুনিক মাপের যন্ত্র নেই বলেও দাবি ওই সংস্থা কর্তৃপক্ষের। এই যন্ত্রের মাধ্যমে হৃদরোগের পরীক্ষা করাতে গেলে খরচ করতে হবে এগারো হাজার টাকা।

গ্রেপ্তার ৯

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অবৈধভাবে দামোদর নদ থেকে ট্রাকে করে বালি পাচার করার সময় ৯টি গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করল জামালপুর থানার পুলিশ। শনিবার রাতে জামালপুরের বেরুগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। রবিবার ধৃতদের বর্ধমান আদালতে পাঠায়। ৯ জন চালকের মধ্যে ৩ জনের ৭ দিনের পলিশি হেপাজতের আবেদন জানানো হয়েছে। পুলিশ অবৈধভাবে বালি তোলার অপরাধে ৯ জন ট্রাক চালককে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়। নিষেধ অমান্য করে বালি পাচার করছিল বলে গ্রেপ্তার করা হয় ওই ৯ জন চালককে।

নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: মরহুম হালিম হালিমা নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টে জয়লাভ করল পানাগড় অভয় একাদশ। এদিন উদ্বোধনী খেলায় অংশগ্রহণ করে পানাগড় অভয় একাদশ ও দুর্গাপুর চন্দন একাদশ। টানটান খেলায় নির্ধারিত সময়ে ১-১ গোলে খেলাটি ড্র হওয়ায় খেলাটি টাইব্রেকারে নিষ্পত্তি হয়। পানাগড় অভয় একাদশ ৫-৪ গোলে জয়লাভ করে। রবিবার গেরাই ফুটবল মাঠে মরহুম হালিম হালিমা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এদিনের এই খেলার মাঠে হাজির ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাপতি কাজল শেখ, পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউড়ি।

আউশগ্রাম ২ ব্লক সভাপতি আব্দুল লালনের উদ্যোগে মরহুম হালিম হালিমা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ও দাতা লালন মিলন মেলার সূচনা করা হয়। আশপাশের জেলা থেকে মোট ১৬টি দল এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। ফাইনালে জয়ী দলকে নগদ ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৫৫ টাকা ও ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। ফাইনালে পরাজিত দলকে নগদ ১ লক্ষ ১১ হাজার ১১১টাকা ও ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। আগামী ১৫ ডিসেম্বর এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

শান্তির অনুভূতি খুঁজতে স্বপ্নের ঠিকানা হতে পারে বারুইপুরের মোহরকুঞ্জে

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিকে ঘরের সৌন্দর্য অন্যদিকে প্রকৃতির মাঝে মানসিক শান্তি। এমনটাই খোঁজেন ব্যস্ততায় জীবন কাটানো মানুষজন। আর তাদের জন্যই স্কোয়ারমার্ক হোমস নিয়ে আসছে বিলাসবহুল ভিলা। দক্ষিণ কলকাতার সাউদার্ন বাইপাস থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্ব। বারুইপুরের এডু-হাবের দক্ষিণ বাইপাস থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের দূরে মোহরকুঞ্জেই পাওয়া যেতে পারে ৫১ বিঘা জুড়ে ৩ ও ৪ বিএইচকে প্রশস্ত ডুপ্লেক্স ভিলা। যেখানে প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং বিলাসবহুল জীবনের সব উপকরণ একসঙ্গে মিলেমিশে আছে। প্রতিটা বাড়িই আলাদা আলাদা। যেখানে ছুটির আমেজেও দিন কাটানো যাবে উইকএন্ডে। দেবে নিরবিচ্ছিন্ন শান্তির অনুভূতি। যেখানে স্কাইলাইটের আলোয়

আলোকিত পরিবেশ। প্রতিটা বাড়িতেই রয়েছে কোণার জানালা, আরামদায়ক বেড রুম, ভালোভাবে আলোকিত বসার ঘর, একটি ব্যক্তিগত বাড়ির উঠোন, রান্নাঘর ও একটি গ্যারেজের জায়গা রয়েছে। ভিলাগুলো ৬৫ লক্ষ টাকা থেকে শুরু হয়ে সুবিধে অনুযায়ী বিভিন্ন দামে রয়েছে। শুধু ভিলাই নয়, সেইসঙ্গে ৪৫ হাজার বর্গফুটেরও বেশি আয়তনের একটি ক্লাব, যার ছাদে সুইমিং পুল, কমিউনিটি সেন্টার, বাচ্চাদের খেলার জায়গা, ওপেন কোর্ট, খোলা লন, জগার্স পাথ, গাড়ি পার্কিং, টেরাকোটা কৃষ্ণ মন্দির, গাছগাছালি ঘেরা বাগানও রয়েছে। কমিউনিটি জেনারেটর, নিরাপত্তার জন্য ২৪অ৭ সিসিটিভি ও রয়েছে মোহরকুঞ্জে। স্কোয়ারমার্ক হোমসের ডিরেক্টর অনিল গাদিয়া বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য মানুষের জীবন যতটা সম্ভব সুন্দর করা। এমনকী ক্রমবর্ধমান কংক্রিটের জঙ্গলের ক্রমবর্ধমান দূষণ ও দৃশ্য যন্ত্রণার মধ্যে যারা শহরে বাস করতে করতে ক্লান্ত তাদের জন্য এই ভিলাগুলি একটি দ্বিতীয় বাড়ি হিসাবেও কাজ করতে পারে।'

দিল্লিতে পুলিশ কনস্টেবলকে কুপিয়ে খুনে মূল অভিযুক্তর এনকাউন্টারে মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর: দিল্লিতে পুলিশ কনস্টেবলকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগে মূল অভিযুক্তকে রবিবার ভোরে এনকাউন্টারে হত্যা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। রবিবার ভোরে পুলিশের মুখোমুখি হলে ধরা না দিয়ে তিনি পাল্টা গুলি চালান বলে অভিযোগ। এর পরেই পুলিশের তরফেও গুলি চালানো হয়। গুলিবিদ্ধ হয়ে অভিযুক্তের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় শনিবারই দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

দক্ষিণ দিল্লির গোবিন্দপুরী এলাকার ঘটনা। শনিবার ভোরে সেখানে এক কনস্টেবলকে আক্রমণ করেন তিন যুবক। তাঁরা চুরি বা ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা নিয়ে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। দিল্লি পুলিশের কনস্টেবল কিরণ পাল রাতে টহলদারির দায়িত্বে ছিলেন ওই এলাকাতেই। তিনি তিন যুবককে দেখতে পান এবং তাঁদের বাধা দেন। এর পরেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে কনস্টেবলকে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও, সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই ঘটনার পর এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে তদন্তে নামে দিল্লি পুলিশের বিশেষ অপরাধদমন শাখা। শনিবারই এক অভিযুক্তের সঙ্গে এনকাউন্টারের পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাঁর পায়ে গুলি লাগে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ। দ্বিতীয় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে স্থানীয় পুলিশের একটি দল। কিন্তু তৃতীয় জনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না।

রবিবার সকালে দিল্লি পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, তৃতীয় অভিযুক্তকে ধরতে স্থানীয় পুলিশ এবং অপরাধদমন শাখার যৌথ দল অভিযান অভিযুক্তকে ঘিরে ফেলে। তখন অভিযুক্ত পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তেই আত্মরক্ষার্থে পালটা গুলি চালায় পুলিশও। তাতেই মৃত্যু হয় অভিযুক্তর। ধৃত বাকি দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কী কারণে কনস্টেবলকে তাঁরা খুন করলেন, কী উদ্দেশ্য নিয়ে গোবিন্দপুরী এলাকায় তাঁরা গিয়েছিলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে গয়নার দোকানে ডাকাতির অভিযোগ

পটনা, ২৪ নভেম্বর: বিহারের সমস্তিপুরে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে একটি গয়নার দোকানে ডাকাতির অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতে রাতে দোকান বন্ধের ঠিক আগে চার জন দুষ্কৃতী ওই গয়নার দোকানে প্রবেশ করে। ঘটনায় ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ডাকাতরা প্রায় কয়েক কোটি টাকার গয়না হাতিয়ে নিয়ে পালিয়েছে বলে অভিযোগ দোকান মালিকের।

শুক্রবার রাতের ওই ঘটনা ধরা পড়েছে দোকানে রাখা সিসিটিভি ফুটেজে। তাতে দেখা গিয়েছে সমস্তিপুরের নগর থানা এলাকায় পুরাতন ডাকঘর রোডের ধারে দোকানে প্রবেশ করে চার দুষ্কৃতী। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তেরা প্রথমে সাধারণ ক্রেতা সেজেই দোকানে আসে। দোকানে উপস্থিত এক পুরুষ এবং এক মহিলা, দু'জন কর্মী দোকান বন্ধ করার তোড়জোড় করছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে অভিযুক্তরা আগ্নেয়াস্ত্র বার করে ভয় দেখাতে শুরু করে দোকানের কর্মচারীদের। তাঁদের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে সব গয়নার বাক্স খুলে সেগুলি নিয়ে দোকান থেকে পালিয়ে যায় তারা। দোকানের মালিকের দাবি, প্রায় কয়েক কোটি টাকার গয়না ডাকাতি হয়েছে। ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ওই গয়নার দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ডাকাতির কিনারা করার চেষ্টা করছেন পুলিশকর্মীরা। সমস্তিপুরের সহকারী পুলিশ সুপার সঞ্জয় পাণ্ডে জানিয়েছেন, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। তবে এই ডাকাতির ঘটনার পর আশপাশের ব্যবসায়ীরাও উদ্বিগ্ন। পুলিশকে নিয়মিত এলাকায় টহলদারির ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা।

জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভান্ডার সংস্কারের কাজ শুরুর আর্জি

পুরী, ২৪ নভেম্বর: পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভান্ডার সংস্কারের কাজ শুরু করতে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের কাছে অনুরোধ জানাল মন্দির কর্তৃপক্ষ। চলতি বছরেই জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভান্ডারের জরিপ করে এএসআই। রত্নভান্ডার বর্তমানে কী অবস্থায় রয়েছে, কোথায় কোথায় সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে, তা নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করেছে তারা। ৪৫ পাতার ওই রিপোর্ট পেয়েছে

জগন্নাথ মন্দির পরিচালন কমিটি। দ্রুত রত্নভান্ডার মেরামত, সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু করুক এএসআই, এমনটাই চাইছে মন্দির কর্তৃপক্ষ।

মন্দির পরিচালন কমিটির তরফে মু খ্য প্রশাসক অরবিন্দ পাধী জানিয়েছেন, এএসআইকে রত্নভান্ডার সংস্কারে সবরকম ভাবে সহযোগিতা করবে মন্দির কর্তৃপক্ষ। তিনি বলেন, 'এএসআইয়ের রত্নভান্ডারে জিপিআর-জিপিএস সমীক্ষার রিপোর্ট আমরা পেয়েছি। মন্দিরের নিরাপত্তা এবং স্থায়িত্বের বিষয়টি এসজেটিএ সবসময় গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে।' এএসআইয়ের এই রিপোর্টের প্রসঙ্গে পাধী জানান, রত্নভান্ডারের মেঝে এবং দেওয়ালে বেশ কিছু জায়গায় সমস্যা রয়েছে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের ওই রিপোর্টটি মন্দির কর্তৃপক্ষের একটি দলও খ তিয়ে দেখবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

প্রায় ৪৬ বছর পর চলতি বছরের জুলাই মাসে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভান্ডার খোলা হয়। পুরীর জগন্নাথ ধামের রত্নভান্ডারে দীর্ঘ দিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হয় না। দ্রুত মেরামতির কাজ না করলে, পরে সমস্যা তৈরি হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা। সেই কারণে ৪৬ বছর পর জুলাই মাসে প্রথম বারের জন্য খোলা হয় রত্নভান্ডার। পুরীর ওই রত্নভান্ডারে দু'টি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। ওই মাসে প্রথমে রত্নভান্ডারের বহিঃপ্রকোষ্ঠ খোলা হয়েছিল। পর ভিতরের প্রকোষ্ঠ খোলা হয়েছিল জরিপ করার জন্য।

দেরাদুনের দুর্ঘটনায় দু'জনের মাথা ধড় থেকে আলাদা, ছ'জনের মৃত্যুর দৃশ্যে ভয়ে পালান ট্রাকচালক, দাবি

দেরাদুন, ২৪ নভেম্বর: দেরাদুনের দুর্ঘটনায় দু'জনের মাথা ধড় থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। মৃত্যু হয়েছিল মোট ছ'জনের। সেই দৃশ্য দেখে ভয়েই ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন বলে গ্রেপ্তারির পর ট্রাকচালক পুলিশকে জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে ঘটনার দিন ঠিক কী কী হয়েছিল, তা-ও জানিয়েছেন। প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা এবং পুলিশকে না জানিয়ে গা ঢাকা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গত ১১ নভেম্বর দেরাদুনে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি এমইউভি গাড়ি। তাতে সাত জন ছিলেন। দুর্ঘটনায় ছ'জনেরই মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই ছাত্রছাত্রী। মৃতদের মধ্যে দু'জনের ধড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাকে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর থেকেই সেই ট্রাকচালক পলাতক ছিলেন। শুক্রবার তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনার পর নিজের মোবাইল ফোন বন্ধ করে ট্রাকের রেজিস্ট্রেশন প্লেটও খুলে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন ট্রাকচালক। ধরা পড়ার পর তিনি জানিয়েছেন, সে দিন দুর্ঘটনা ঠেকাতে তাঁর আদৌ কিছু করার ছিল না। পিছন দিক থেকে গাড়িটি এসে তাঁর ট্রাকে ধাক্কা মারে। এই ধরনের ঘটনায় প্রাথমিক ভাবে বড় গাড়ির চালককেই সাধারণত দোষারোপ করা হয়, তাই তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন।

ট্রাকচালক তদন্তকারীদের জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পর তিনি ট্রাক থেকে নীচে নেমেছিলেন। তুবড়ে যাওয়া গাড়ি, তার ভিতরে একাধিক রক্তাক্ত দেহ দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তখনই তাঁর চোখে পড়েছিল, দু'জনের ধড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। সেই দৃশ্য দেখে আর ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি বলে জানিয়েছেন ট্রাকচালক। দ্রুত ট্রাকের রেজিস্ট্রেশন প্লেট খুলে নিয়ে পালান তিনি।

এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দুর্ঘটনার মুহূর্ত ধরা পড়েছে। তা খতিয়ে দেখেছে পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার বেগে চালানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ। কিন্তু ট্রাকটি ছিল স্বাভাবিক গতিতেই। ওই দুর্ঘটনার পর বেঁচে ফিরেছেন একজনই, তিনি ওই গাড়ির চালক। তিনি এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এখনও তিনি কথা বলার অবস্থায় আসেননি।

বাড়তি দামে আইআরসিটিসিকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা রেলের

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর: এবার অতিরিক্ত দাম নিয়েই কড়া পদক্ষেপ রেলের। ৫ টাকা বেশি চার্জ নেওয়ায় লাখ টাকা জরিমানা করল রেল। ১৫ টাকার জলের বোতল বিক্রি করা হচ্ছিল ২০ টাকায়। যাত্রীর অভিযোগ পেতেই কড়া পদক্ষেপ ভারতীয় রেলওয়ের। আইআরসিটিসিকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করল রেলওয়ে।

জানা গিয়েছে, পুজা এসএফ এক্সপ্রেসে থার্ড এসিতে সফর করছিলেন এক যাত্রী। তিনি আইআরসিটিসির এক ভেন্ডর বা বিক্রেতার কাছ থেকে এক বোতল জল কেনেন। রেল নীরের এক লিটারের জলের বোতলের দাম ১৫ টাকা। কিন্তু ওই বিক্রেতা ২০ টাকা দাম নেয়। ওই যাত্রী আপত্তি করলেও, বিক্রেতা বলেন, এই দামই দিতে হবেদ। এরপরই ওই যাত্রী জানান, তিনি অভিযোগ জানাবেন। তাতেও বিক্রেতার কিছুই যায় আসেনি।

এরপর ওই যাত্রী রেলওয়ের হেল্পলাইন নম্বর ১৩৯-এ ফোন করেন এবং অভিযোগ জানান। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যাটারিং সার্ভিসের প্রতিনিধি আসেন এবং ৫ টাকা ফেরত দিয়ে যান। তখন ওই যাত্রী বলেন, বাকি সমস্ত যাত্রীদেরও তা হলে টাকা ফেরত দিতে। এরপরই ভারতীয় রেলওয়েতে অভিযোগ জানান ওই ব্যক্তি। অভিযোগ পেতেই কড়া পদক্ষেপ করে রেল। ক্যাটারিং সার্ভিসের নিয়ম ভাঙায় আইআরসিটিসিকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। রেলের পাঠানো চিঠিতে লেখা হয়েছে, অনৈতিক অভ্যাস, যাত্রীদের থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার মতো ঘটনায় 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করা হয়।

হড়পা বানে রাস্তা ভাসায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন মালানার

কুলু, ২৪ নভেম্বর: হড়পা বানে রাস্তা ভেসে যাওয়া রাস্তা এখনও মেরামত করা হয়নি। ফলে গত তিন মাস ধরে জেলার বাকি অংশের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে হিমাচল প্রদেশের কুলু জেলার পাহাড়ি গ্রাম মালানার।

জেলার অন্য অংশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের একমাত্র রাস্তাটি ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ। কিন্তু সেটিই জলের তোড়ে ভেসে যাওয়ায় প্রতি দিন সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। আর সংযোগকারী এই রাস্তা ভেসে যাওয়ায় এখন গ্রামবাসীদের ঘুরপথে হেঁটে অনেকটা রাস্তা অতিক্রম করতে হচ্ছে। হড়পা বানে রাস্তা ভেসে যাওয়ার পরেও তিন মাস ধরে কোনও মেরামতির কাজ না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন গ্রামবাসীরা।

তাঁদের অভিযোগ, পার্বত্য উপত্যকার এই গ্রামের এখন প্রধান সমস্যা রাস্তা। যদি গ্রামের বাইরে কাজে কাউকে যেতে হয়, তা হলে ৮ কিলোমিটার পথ হেঁটে তার পর বাস বা ট্যাক্সি ধরতে হচ্ছে। গ্রামপ্রধান রাজু রাম বলেন, কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে খুব সমস্যা হচ্ছে। বার বার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না।' কুলুর মহকুমাশাসক বিকাশ শুক্ল বলেন, যত দ্রুত সম্ভব ওই গ্রামে সংযোগস্থাপনকারী রাস্তা বানানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যত দিন না রাস্তা তৈরি হচ্ছে গ্রামে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

টেলর সুইফটের কনসার্টে নাচে মশগুল কানাডার প্রধানমন্ত্রী, কটাক্ষ নেটিজেনদের

ওটায়া, ২৪ নভেম্বর: হিংসার আগুনে জ্বলছে মন্ট্রিয়লের মতো শহর। তা নিয়ে যেন ভ্রুক্ষেপই নেই জাস্টিন ট্রুডোর। তিনি ব্যস্ত টেলর সুইফটের কনসার্ট নিয়ে। দর্শকদের মাঝে দাঁড়িয়ে দিব্যি নাচছেন। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওকে কেন্দ্র করে এমনই অভিযোগ উঠেছে। আর তাতেই নিন্দুকরা হয়েছেন সরব।

ভার ত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বেশ টালমাটাল। তা নিয়ে টানাপোড়েন তো চলছেই। এর মধ্যেই আবার মন্ট্রিয়লে প্যালেস্টাইনের পতাকা নিয়ে ন্যাটো-বিরোধী পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে তুলকালাম কাণ্ড হয়েছে। পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশকে স্মোক-বোমাও ছুড়তে হয়েছে বলে খবর। টরন্টোতে নাকি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কুশপুত্তলিকাও পোড়ানো হয়েছে। হিংসার অভিযোগে একাধিক গ্রেপ্তারিও হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতেই ভাইরাল হয়েছে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর নাচের ভিডিও। শোনা গিয়েছে, শনিবার রাতে টরোন্টোর রজার্স সেন্টারে টেলর সুইফটের এই কনসার্ট ছিল। সমস্ত টিকিট আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। দর্শকাসন ছিল পরিপূর্ণ। তারই মাঝে ছিলেন ট্রুডো। ডার্ক শার্ট ও জিনস পরে গিয়েছিলেন তিনি। গ্র্যামিজয়ী শিল্পীর বিখ্যাত

গান 'ইউ ডোন্ট ওন মি'র ছন্দে দুহাত তুলে নাচছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী।

ট্রুডোর এই ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। তাতেই একজনের মন্তব্য, 'এটাই বাস্তব। মন্ট্রিয়ল পুড়ছে আর জাস্টিন ট্রুডো টেলর সুইফটের কনসার্টে তরুণীদের ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ড দেওয়া-নেওয়া করছেন আর নাচছেন আনন্দে।' কানাডার প্রধানমন্ত্রীর এই নাচকে রোমের সম্রাট নিরোর বাঁশি বাজানোর সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। দেশের সমস্যার সমাধান করার বদলে তিনি কেন টেলর সুইফটের কনসার্টে গিয়ে নাচে মশগুল? তা নিয়ে বিরোধীরাও প্রশ্ন তুলেছেন।

ভারতের ভোট গণনার সঙ্গে মার্কিন গণনার তুলনা করে কটাক্ষ এলন মাস্কের

ক্যালিফোর্নিয়া, ২৪ নভেম্বর: কেটে গিয়েছে ১৯ দিন। গণনা শুরুর এতদিন পরও ক্যালিফোর্নিয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোটাভুটির ফলাফল প্রকাশিত হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ধনকুবের এলন মাস্ক খোঁচা দিতে গিয়ে তুলে আনলেন শনিবার ভারতে হওয়া গণনার পরিসংখ্যান। জানালেন, গোটা দিনে যেখানে ভারতে ৬৪০ মিলিয়ন অর্থাৎ ৬৪ কোটি ভোটের গণনা করা সম্ভব হল সেখানে ক্যালিফোর্নিয়া ১৯ দিনেও ফলাফলের সরকারি ঘোষণা করতে পারল না।

প্রসঙ্গত, শনিবার ভারতে একদিকে মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনার পাশাপাশি ১৪ রাজ্যের ৪৮টি বিধানসভা কেন্দ্র এবং ২টি লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ফলাফলও প্রকাশিত হয়। সব মিলিয়ে ভোটারের সংখ্যা ৬৪ কোটি। এই পরিস্থিতি তুলে ধরে ক্যালিফোর্নিয়া প্রসঙ্গে মাস্ক এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'ভারত ১ দিনে ৬৪ কোটি ভোট গুনল। ক্যালিফোর্নিয়া এখনও গুনে চলেছে।' একটি পোস্টকে রিটুইট করে তাঁকে এই মন্তব্য করতে দেখা যায়।

উল্লেখ্য, ক্যালিফোর্নিয়ায় ৯৮ শতাংশ গণনা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সরকারি ভাবে এখনও ফলাফল ঘোষিত হয়নি। তবে সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানানো হয়েছে, ৫৮.৬ শতাংশ ভোট পেয়ে এখানে জয়ী হয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস। অন্যদিকে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প পেয়েছেন ৩৮.২ শতাংশ ভোট। ক্যালিফোর্নিয়া আমেরিকার সবচেয়ে জনবহুল অঞ্চল। এখানে বাসিন্দা ৩.৯ কোটি। তাঁদের মধ্যে ৫ নভেম্বরের ভোটপ্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন

১.৬ কোটি। কেন মাত্র দেড় কোটির সামান্য বেশি সংখ্যক ভোটগণনা শেষ হতে এত সময় লাগছে? এর পিছনে রয়েছে আমেরিকার ভোটগণনার প্রলম্বিত প্রক্রিয়া। প্রতিটি ব্যালটকে আলাদা করে পরীক্ষা করে দেখা হয় কোনও ভুলভ্রান্তি রয়েছে কিনা। আগামী ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেগুলি শোধরানোর কাজ চলবে। অর্থাৎ ভুল জায়গায় স্বাক্ষর কিংবা স্বাক্ষর করতে ভুলে যাওয়া বা ব্যালটটি যথাযথ খামে না ভরার মতো সমস্যার সমাধান করে তবে সরকারি ভাবে জয়ী প্রার্থীর নাম ও প্রাপ্ত ভোটের হিসেব দেওয়া হবে।

চলন্ত ট্রেনেই বুকে ব্যথা যাত্রীর, সিপিআর দিয়ে বাঁচালেন টিটিই

পটনা, ২৪ নভেম্বর: চলন্ত ট্রেনে হার্ট অ্যাটাক। বুকে হাত দিয়ে কাতড়াচ্ছিলেন বৃদ্ধ। ট্রেনের মধ্যে সাহায্যের আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন সহযাত্রীরা। তখনই টিটিই সিপিআর দিয়ে বাঁচালেন যাত্রীর প্রাণ। টিটিইর এহেন ভূমিকায় মুগ্ধ যাত্রীরা। সকলে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁকে। ঘটনাটি ঘটেছে অমৃতসর থেকে কাটিহারগামী আম্রপালি এক্সপ্রেসে। শুক্রবার কাটিহারগামী ওই ট্রেনের স্লিপার কোচে এক যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর বুকে ব্যথা শুরু হতেই যাত্রীরা টিটিইদের ডাকেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন ছাপড়ার ডেপুটি চিফ টিকিট ইন্সপেক্টর রাজীব কুমার ও মনমোহন কুমার। যাত্রীর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করেই ওই ব্যক্তির হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বুজেই সময় নষ্ট না করে, সিপিআর দিতে শুরু করেন। দেওয়া হয় অক্সিজেন। খবর দেওয়া হয় ছাপড়ার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। কিছুক্ষণ পর ওই যাত্রী চোখ খুলে জানান, কিছুটা সুস্থ বোধ করছেন তিনি। ট্রেন ছাপড়া স্টেশনে পৌঁছতেই যাত্রীকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। রেলের তরফে দুই টিটিইকে সাধুবাদ জানানো হয়েছে এই কাজের জন্য।

বাস ও অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ৭, ক্ষতিপূরণ

হায়দরাবাদ, ২৪ নভেম্বর: বাস ও অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়ংকর দুর্ঘটনা অন্ধ্রপ্রদেশে। রাজ্যের অনন্তপুর জেলায় ঘটা এই দুর্ঘটনায় অন্তত ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে নিহতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তায় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। সেই সঙ্গে তিনি জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন, আহতদের যথাযথ চিকিৎসার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, ১৩ জন শ্রমিক অটোতে আসছিলেন। তাঁরা থিম্মাপেটার কাছে কলাবাগানে কাজ করছিলেন। আচমকাই গার্লাডিনের তালাগাসিপল্লি মোড়ের কাছে সেই অটোর সঙ্গে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয় অন্ধ্রপ্রদেশ স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের একটি বাসের। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৭ জনের। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওই শ্রমিকদের সকলেই পুটলুর মণ্ডলের এল্লুটলা গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

স্বামীর গাড়ির ভেতর থেকে স্ত্রীর দেহ উদ্ধার, পলাতক অভিযুক্ত

লন্ডন, ২৪ নভেম্বর: ব্রিটেনে গাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হওয়া ভারতীয় গৃহবধূর দেহ ঘিরে রহস্য বাড়ছে। ২৪ বছরের তরুণীকে খুন করেছেন তাঁর স্বামীই, এমন অভিযোগ করছেন মৃতার দিদি। উল্লেখ্য, অভিযুক্ত পঙ্কজ লাম্বা এখনও পলাতক। তাঁর গাড়ির ভিতর থেকেই উদ্ধার হয়েছিল স্ত্রী হর্ষিতা বেল্লার দেহ। এবার তাঁর দিদি সোনিয়া বেল্লার অভিযোগ ঘিরে তুঙ্গে চাঞ্চল্য।

জানা যাচ্ছে, এ বছরের ২২ মার্চ সাত পাকে বাঁধা পড়েন দিল্লির বাসিন্দা হর্ষিতা ও পঙ্কজ। পরে স্বামীর সঙ্গে তিনি ব্রিটেনে চলে যান। কয়েক মাস যেতে না যেতেই গত ১৪ নভেম্বর স্বামী পঙ্কজের গাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। এই পরিস্থিতিতে এবার মুখ খুললেন হর্ষিতার দিদি সোনিয়া। সংবাদ সংস্থাকে এই বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি জানান, আমাদের পরিবার পঙ্কজকে বিরাট পণ দিয়েছিল। কিন্তু ও তাতেও খুশি ছিল না। ব্রিটেন থেকেই পণ চেয়ে চাপ দিচ্ছিল। নটিংহ্যামশায়ার পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত থেকে উঠে আসছে হর্ষিতা খুন হন গত ১০ নভেম্বর। ওইদিন রাতে স্বামীর সঙ্গে তাঁকে কর্বি অঞ্চলের পাশের লেকের ধারে হাঁটতে দেখা গিয়েছিল। সেখান থেকে ১৪৫ কিলোমিটার দূরে পূর্ব লন্ডনে গাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হয়েছে দেহ। পুলিশ জানতে পেরেছে ওই গাড়িটি তাঁর স্বামীর। এদিকে পঙ্কজকে ঘটনার পর থেকে পাওয়া যায়নি। ফলে স্ত্রীকে খুন করে তিনি অন্তর্হিত হয়েছেন, এই সন্দেহ ক্রমেই দানা বাঁধছে। মৃতার দিদির মতো একই অভিযোগ আগেই করেছিলেন তাঁর বাবা সাবির ব্রেল্লাও। তিনি দাবি করেছেন, পণের টাকা চেয়ে প্রায়ই তাঁর মেয়েকে মারধর করতেন জামাই পঙ্কজ। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় হর্ষিতা আলাদা থাকতে শুরু করেন। অন্য জায়গায় চাকরিও নেন। কিন্তু এর পরও তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিয়ন্ত্রণ করতেন স্বামী পঙ্কজই। সাবিরের কথায়, তবুও আমার মেয়ে ওকে টাকা দিত। ভেবেছিল একদিন সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। বুঝতে পারেনি কোন পরিণতি অপেক্ষা করে রয়েছে ওর জন্য। গত ২৯ অগস্ট পঙ্কজের পরিবার হর্ষিতার বাড়ি গিয়ে পণের জন্য চাপ দেয় বলেও অভিযোগ করেছেন কন্যাহারা সাবির।

তিন উইকেট হারিয়ে বেসামাল অজি ব্রিগেড পার্থ টেস্টে জয়ের গন্ধ পাচ্ছে ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: পারথ টেস্টে 'আন্ডারডগ' ছিল ভারত। ঘরের মাঠে ০-৩ হোয়াইটওয়াশ হয়ে খেলতে যাওয়া দল অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে নেমে কুপোকাত হবে বলেই ধরে নিয়েছিল ক্রিকেটমহলের একাংশ। কিন্তু ক্রিকেটবোদ্ধাদের ভুল প্রমাণ করে দিল জশপ্রীত বুমরাহর ভারত। তৃতীয় দিনের শেষে ৫২২ রানে এগিয়ে টিম ইন্ডিয়া। অন্যদিকে, দ্বিতীয় ইনিংসে তিন উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে অস্ট্রেলিয়া। সবমিলিয়ে, পারথে টেস্ট জয়ের একেবারে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভারত।

পারথ টেস্টে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১৫০ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল ভারত। সর্বোচ্চ ৪১ রান এসেছিল প্রথম টেস্ট খেলতে নামা নীতীশ রেড্ডির ব্যাট থেকে। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংস থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে টিম ইন্ডিয়া। বোলারদের দাপটে প্রথম ইনিংসে ৪৬ রানের লিড রয়েছে। তার পরে অজিভূমে ভারতের সেরা ওপেনিং পার্টনারশিপ গড়েছেন যশস্বী এবং কে এল রাহুল। ২০১ রান ওঠে তাঁদের জুটিতে। ৭৭

রান করেন রাহুল। ১৬১ রানের অনবদ্য ইনিংস আসে যশস্বীর ব্যাট থেকে। মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পরে খানিকটা ম্যাচে ফেরে অস্ট্রেলিয়া। ওই সময় পরপর আউট হন দেবদত্ত পাড়িক্কল (২৫), ঋষভ পন্থ (১) এবং ধ্রুব জুরেল (১)। কিন্তু অজি দাপট ফের ফিকে হয়ে যায় বিরাট কোহলির সামনে। টেস্ট কেরিয়ারের ৩০তম সেঞ্চুরি হাঁকালেন। বিরাটের শতরান হতেই ইনিংস ডিক্লেয়ার করেন বুমরাহ। ৪৮৭ রানে শেষ হয় ভারতের ইনিংস। জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার সামনে ৫২৪ রানের লক্ষ্য রাখে টিম ইন্ডিয়া।

বিশাল টার্গেট তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ভেঙে পড়ে অজি ব্যাটিং লাইন আপ। প্রথম ওভারেই বুমরাহর বলে এলবিডব্লিউ হন নাথান ম্যাকসুইনি। নাইটওয়াচম্যান হিসাবে নামা প্যাট কামিন্সকে ফেরান মহম্মদ সিরাজ। দিনের শেষ বলে আউট হন মার্নাস লাবুশেন। তিন উইকেট খুইয়ে সাকুল্যে ১২ রান উঠেছে অস্ট্রেলিয়ার স্কোরবোর্ডে। জেতার জন্য ৫২২ রান চাই তাদের। অন্যদিকে আর সাত উইকেট তুললেই পারথ টেস্ট জিতে সিরিজে এগিয়ে যাবে ভারত।

২০ মিনিটে শ্রেয়সের রেকর্ড ভেঙে দিলেন পন্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন: একটি দুর্ঘটনা ঋষভ পন্থের ক্রিকেট জীবনের ১৫ মাস কেড়ে নিয়েছিল। প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল আইপিএলে। এই বছরই ক্রিকেটে ফিরেছিলেন তিনি। আইপিএলের পর ভারতীয় দলের জার্সিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়, টেস্ট ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন হয়ে গিয়েছে তাঁর। এ বার আইপিএলের নিলামে তিনি নেমেছিলেন নিজের দর যাচাই করতে। সেটাও হয়ে গেল। লখনউ সুপার জায়ান্টস পন্থকে কিনে নিল ২৭ কোটি টাকায়।

নিলামের টেবিলে ঝড় তুললেন পন্থ। শ্রেয়স আয়ারকে টপকে এই মুহূর্তে তিনি আইপিএলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার। পন্থকে লখনউ নেওয়ার ২০ মিনিট আগে ২৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় শ্রেয়সকে নিয়েছিল পঞ্জাব। তিনি আইপিএলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হয়েছিলেন। ২০ মিনিটের মধ্যে সেই রেকর্ড ভেঙে গেল। পন্থকে লখনউ কিনে নিল ২৭ কোটি টাকায়।

পন্থকে নেওয়ার জন্য শুরু থেকেই ঝাঁপিয়েছিল লখনউ। তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে ছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। কিন্তু পন্থের দাম ১০ কোটি ছাড়াতেই পিছিয়ে যায় আরসিবি। এর পর লখনউয়ের সঙ্গে দর হাঁকতে শুরু করে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ২০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দাম ওঠার পর ছেড়ে দেয় তারা। পন্থকে আরটিএম কার্ডের মাধ্যমে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। কিন্তু হায়দরাবাদ ২৭

কোটি টাকা দিতে চায়। তার পর আর এগোয়নি দিল্লি।

২০১৬ সালে পন্থের আইপিএল অভিষেক হয়। আইপিএলের শুরু থেকেই দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়েই খেলেছেন তিনি। ১১১টি ম্যাচে করেছেন ৩২৮৪ রান। অর্ধশতরান করেছেন ১৮টি, শতরান একটি। পন্থকে দলে নেওয়া মানে উইকেটরক্ষক এবং ব্যাটার পেয়ে যাওয়া। প্রয়োজনে নেতৃত্বের দায়িত্বও নিতে পারেন। এমন এক জন ব্যাটারকে দলে নেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়েছিল অনেক দলই। কিন্তু শেষ হাসি হাসল লখনউ।

৩০ ডিসেম্বর, ২০২২ ভুলে যেতে চাইলেও পন্থ কোনও দিন ভুলতে চাইবেন না ২৩ মার্চ, ২০২৪ দিনটিকে। সেই দিনই তো মাঠে ফিরেছিলেন তিনি। গোটা ভারত সেই দিন দেখেছিল তাঁর প্রত্যাবর্তন। নতুন জীবন পাওয়া পন্থ মাঠে ফিরে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন গাড়ি দুর্ঘটনা অতীত। দুর্ঘটনায় পন্থের ডান হাঁটুর প্রতিটি লিগামেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সে সময় তিনি ভেবেছিলেন, হয়তো বাঁচবেন না। সুস্থ হওয়ার পর চিকিৎসক এবং বিসিসিআইকে পন্থ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন দ্বিতীয় জীবন দেওয়ার জন্য। মনের জোরে বিদায় জানিয়েছেন সঙ্গী হয়ে যাওয়া হুইলচেয়ার, ক্রাচকে। মাটিতে পা ফেলেছেন যন্ত্রণা উপেক্ষা করে। এক পা এক পা করে হাঁটার চেষ্টা করেছেন। জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন ধাপে ধাপে চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে। অনিশ্চিত ক্রিকেট ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত করেছেন। চিকিৎসকদের কৃতিত্ব অস্বীকার করার জায়গা নেই।

অস্ট্রেলিয়া পৌঁছলেন রোহিত, পার্থেই দলের সঙ্গে যোগ দিলেন ভারতের অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি খেলতে অস্ট্রেলিয়া গেলেন রোহিত শর্মা। শনিবার রাতে তিনি পার্থের বিমান ধরেছেন। দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের সময় স্ত্রীর পাশে থাকার জন্য ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ়ের প্রথম টেস্ট খেলছেন না রোহিত। তাঁর পরিবর্তে ভারতকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন যশপ্রীত বুমরা।

সিরিজ়ের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে ৬ ডিসেম্বর থেকে। অ্যাডিলেডের সেই টেস্ট থেকে রোহিত মাঠে নামবেন বলে মনে করা হচ্ছে। রবিবারই দলের সঙ্গে পার্থেই যোগ দেবেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বিমান ধরার জন্য শনিবার রাত ১১টা নাগাদ তিনি মুম্বই বিমানবন্দরে পৌঁছান। বিমানবন্দরে রোহিতকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন স্ত্রী রীতিকা সাজদে। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বিদায় ও শুভেচ্ছা জানান তিনি। তাঁদের সেই মুহূর্তের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে।

গত ১৫ নভেম্বর রীতিকা পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। ২০১৫ সালে প্রথম বার বাবা হয়েছিলেন রোহিত। সামাইরার জন্ম দিয়েছিলেন স্ত্রী রীতিকা। ৯ বছর পর দ্বিতীয় বার বাবা হলেন রোহিত। দ্বিতীয় বার স্ত্রীর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর জানাননি তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ় শুরু থেকে থাকবেন না বলে জানিয়েছিলেন। তার পরেই জানা যায়, রোহিত দ্বিতীয় বার বাবা হতে চলেছেন। আগে থেকেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছ থেকে ছুটি নিয়েছিলেন রোহিত। পরে নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে দল ০-৩ হারার পর ছুটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেন বলে শোনা গিয়েছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বার বাবা হওয়ার পরই আবার ক্রিকেটে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন।

বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির প্রথম টেস্টেই অধিনায়ক রোহিতের অনুপস্থিতিকে কেন্দ্র করে কিছুটা আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে। প্রথম টেস্টের আগে শুভমন গিলের আঙুলে চোট সেই আশঙ্কা আরও বাড়িয়ে দেয়। রোহিত, শুভমনহীন ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপ পার্থে প্রথম ইনিংসে ১৫০ রানে গুটিয়ে যায়। যদিও দ্বিতীয় ইনিংসে দাপুটে ব্যাটিং করেছেন দুই ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল এবং লোকেশ রাহুল।

অস্ট্রেলিয়ায় সপ্তম স্বর্গে বিরাট, গুঁড়িয়ে দিলেন শচীন-ব্র্যাডম্যানদের রেকর্ডও

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৩ সালের জুলাই মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শেষবার সেঞ্চুরি করেছিলেন। মাঝখানে ১৫টা মাস চেষ্টা কম করেননি। রান যে কমবেশি আসেনি তা নয়। অবশেষে পারথে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটল। খুঁজে পাওয়া গেল চেনা বিরাট কোহলিকে। পারথে পর পর দুই ম্যাচে দুই শতরান। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সপ্তম সেঞ্চুরি। বিরাট কোহলি ফের বোঝালেন অজিভূমে তিনিই রাজা। সেই সঙ্গে গুঁড়িয়ে দিলেন শচীন তেণ্ডুলকর, ডন ব্র্যাডম্যানদের মতো কিংবদন্তিদের রেকর্ড।

অস্ট্রেলিয়ায় বিরাটের সাত সেঞ্চুরি

১১৬ অ্যাডিলেড, জানুয়ারি ২০১২
১১৫, অ্যাডিলেড, ডিসেম্বর ২০১৪
১৪১, অ্যাডিলেড, ডিসেম্বর ২০১৪
১৬৯, মেলবোর্ন, ডিসেম্বর ২০১৪
১৪৭, সিডনি, জানুয়ারি ২০১৫
১২৩, পারথ, ডিসেম্বর ২০১৮
১০০* পারথ, নভেম্বর ২০২৪

১২.২৫ কোটি থেকে দাম ২৬.৭৫ কোটি!

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত বারের আইপিএল জয়ী অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার আইপিএলে নতুন দল পেলেন। পরের তিন বছর তিনি খেলবেন পঞ্জাব কিংসের হয়ে। কলকাতায় যে টাকা পেতেন তার থেকে অনেক বেশি দামে নতুন দলে যোগ দিলেন তিনি। আইপিএলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হয়ে গেলেন। ২৬.৭৫ কোটি টাকা পাবেন তিনি। টপকে গেলেন মিচেল স্টার্ককে।

নিলামে ন্যূনতম ২ কোটি টাকা দাম ছিল শ্রেয়সের। প্রথমেই তাঁর জন্য দর হাঁকে কেকেআর। তাঁদের সঙ্গে লড়াইয়ে আসে পঞ্জাব কিংস। শ্রেয়সের দাম সাড়ে সাত কোটি ওঠার পর যোগ দেয় দিল্লিও। শ্রেয়সের দর ১০ কোটিতে পৌঁছে যাওয়ার পরে হাল ছেড়ে দেয় কেকেআর। সেখান থেকে শুধুই দিল্লি এবং পঞ্জাবের লড়াই। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়তে রাজি হল না। প্রতি মুহূর্তে বাড়তে থাকে কেকেআরের প্রাক্তন অধিনায়কের দাম।

আর কোনও দলই শ্রেয়সের জন্য ঝাঁপায়নি। ফলে লড়াই চলতে

থাকে দিল্লি এবং পঞ্জাবের মধ্যেই। ২৬.২৫ কোটি দাম থাকার সময় দিল্লির কর্তারা ভাবতে বেশ কিছুটা সময় নেন। ২৬.৫০ কোটি দাম তুলে দেন। এর পর সময় নেয় পঞ্জাবও। ২৬.৭৫ কোটি টাকা দাম তোলে। সেই পর্যায়ে দিল্লি হাল ছেড়ে দেয়। শ্রেয়স যান পঞ্জাবে।

শ্রেয়স নিজেই এ বার নিলামে ওঠার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। নিলামে বেশি দাম পাওয়া তো বটেই, নতুন দলের হয়ে খেলে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার ইচ্ছাও ছিল তাঁর মধ্যে। সেই লক্ষ্যে সফল তিনি। এখনও পর্যন্ত আইপিএলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হয়ে গেলেন শ্রেয়স। পাশাপাশি এমন দলে গেলেন যাদের হয়ে আগে কোনও দিন খেলেননি।

পন্টিংয়ের পরিকল্পনায় জল ঢেলে জ্যাক ফ্রেজার-ম্যাকগুরুককে ছিনিয়ে নিল দিল্লি

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত মরসুমে ছিলেন আনক্যাপড। মাত্র ৫০ লক্ষ টাকায় তাঁকে নিয়েছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। এ বছর ফেব্রুয়ারিতে ওয়ান ডে দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় অস্ট্রেলিয়ার তরুণ টপ অর্ডার ব্যাটারের। এ বার ক্যাপড প্লেয়ার হিসেবে আইপিএলে রেজিস্টার করেছিলেন জ্যাক ফ্রেজার-ম্যাকগুরুক। বেস প্রাইস ২ কোটি টাকা। তবে প্রত্যাশা ছিল, তাঁকে নিয়ে নিলামের টেবিলে ঝড় উঠবে। সেই ঝড় উঠল সত্যিই।

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের 'ওয়াইল্ড কার্ড' এন্ট্রি বলা যায় অজি তরুণ ক্রিকেটার জ্যাক ফ্রেজার-ম্যাকগুরুককে। আইপিএলের কোনও অংশেই কার্যত ছিলেন না। অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ক্রিকেটে কিছুটা নাম ডাক করেছিলেন। বিশেষ করে একটি ওয়ান ডে ফরম্যাটের ম্যাচে বিধ্বংসী সেঞ্চুরির পর তাঁর দিকে কিছুটা ফোকাস যায়। দিল্লি ক্যাপিটালসের পেসার লুনগি এনগিডি চোটের কারণে ছিটকে যাওয়ায় বিকল্প হিসেবে নেওয়া হয়েছিল জ্যাককে। অনেকেই অবাক হয়েছিলেন, একজন পেসারের বদলি কেন ব্যাটার!

শুরুর দিকে নেটেই কাটাতে হয়েছে। তবে নেটে বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে টিম ম্যানেজমেন্টকে যেন বারবার বার্তা দিয়েছেন, সুযোগ পেলে কাজে আসতে পারেন। অবশেষে সুযোগ মেলে। বেশ কিছু ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালসকে দুর্দান্ত স্টার্ট দিয়েছেন তরুণ ওপেনার। আইপিএলে ভালো পারফরম্যান্সের জেরেই অস্ট্রেলিয়ার সাদা বলের ক্রিকেটে সুযোগ মিলেছিল জ্যাকের। দিল্লিতে যেমন ওয়ার্নারের বিকল্প হিসেবে একাদশে নজর কেড়েছিলেন, জাতীয় দলেও তেমনই ভাবা হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে অবশ্য সে ভাবে মেলে ধরতে পারেনি। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে আর যাই হোক দেশের হয়ে খেলার মতো চাপ নেই। আর চাপ না থাকলে তিনি কেমন পারফর্ম করতে পারেন সেটা আইপিএলে অভিষেক মরসুমেই দেখিয়েছেন।

কোহলিকে রানে ফেরালেন যশস্বী! ব্যাকফুটে কী করে খেলতে হয়, হাতে কলমে 'শিখিয়ে দিলেন' বিরাটকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাছে গিয়েও ২০০ ছুঁতে পারলেন না যশস্বী জয়সওয়াল। শনিবার থেকে পার্থের ২২ গজে তাঁর সাবলীল ব্যাটিং আশাবাদী করে তুলেছিল ক্রিকেটপ্রেমীদের। যশস্বীর দ্বিশতরানের অপেক্ষায় ছিল ভারতীয় সাজঘরও। কিন্তু ১৬১ রান করেই ফিরতে হল ২২ বছরের ওপেনারকে। তাঁর ইনিংসে ভর করেই জয়ের আশা দেখছে ভারত। যশস্বী ছাড়াও ভারতীয় দলকে ভাল জায়গায় পৌঁছে দিল লোকেশ রাহুল, বিরাট কোহলিদের ব্যাট। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির প্রথম টেস্ট জিততে অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজন আরও ৫২২ রান। ভারতের দরকার ৭ উইকেট।

ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে যশস্বীকে ঝকঝকে দেখালেও তাঁর শুরুটা তেমন নয়। বরং বেশ মলিন। এক সময় মুম্বইয়ের রাস্তায় বাবার সঙ্গে ফুচকা বিক্রি করতেন ছোট যশস্বী। ক্রিকেট শেখার মতো আর্থিক সঙ্গতিও ছিল না। এ হেন ব্যাটারই প্রথম টেস্ট ইনিংসে বিদেশের মাটিতে ১৭১ রানের ইনিংস খেলে নজর কেড়েছিলেন। পার্থে তাঁর ব্যাট থেকে এল চতুর্থ টেস্ট শতরান। বছরের শুরুতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পর পর দু'টেস্টে দ্বিশতরান করার পর ভারতের টেস্ট দলে ওপেনারের জায়গা এক রকম পাকা। শুধু লাল বলের ক্রিকেট নয়, সাদা বলের ক্রিকেটেও যশস্বী সাবলীল। এক দিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনও অভিষেক না হলেও দেশের হয়ে খেলেছেন ২৩টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। রয়েছে একটি শতরান, তিনটি অর্ধশতরান।

ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপে ক্রমশ ভরসার নাম হয়ে উঠছেন তরুণ ওপেনার। দেশের মাটিতে যেমন সাবলীল, বিদেশের মাটিতেও তেমন স্বচ্ছন্দ। ব্যাটিং টেকনিক ভাল না হলে সম্ভব নয়। পার্থের দ্রুতগতির পিচে অস্ট্রেলিয়ার জোরে বোলারদের কী ভাবে সামলাতে হয়, তা হাতেকলমে দলের সিনিয়রদের দেখিয়ে দিলেন

১৬১ রানের ইনিংসে। তাঁর ২৯৭ বলের ইনিংসে ১৫টি চার এবং ৩টি ছয় রয়েছে। সুইং নিয়ে অযথা ভয় না পেয়ে বলের গতির মোকাবিলা করলেন ব্যাক ফুটে খেলে। প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্কেরা তাঁকে তেমন সমস্যাতেও ফেলতে পারলেন না। বিট অবশ্যই হয়েছেন। কিন্তু উইকেটে টিকে থাকার চেষ্টা করেছেন ইনিংসের শেষ বল পর্যন্ত। অস্ট্রেলিয়ার মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যাট করার জন্য ঠিক যেমন মানসিকতা প্রয়োজন, তেমন ভাবেই খেলেছেন। ব্যাট হাতে যেমন প্রতিপক্ষের আক্রমণ মোকাবিলা করেছেন, তেমন স্টার্কদের স্লেজিংয়ের জবাব মুখে দিতেও ভাবেননি।

অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা লোকেশ রাহুল, বিরাট কোহলিদের অনেকটাই বেশি যশস্বীর থেকে। তবু তাঁরা ২২ বছরের তরুণকে দেখে শিখতে পারেন; পার্থে কী করলে রান করা যায়। ভাল বল ছেড়েছেন, খারাপ বল মেরেছেন, জোরে বোলারদের ব্যাক ফুটে সামলেছেন, আবার নাথান লায়নের বিরুদ্ধে স্টেপ আউট করতেও দ্বিধায় ভোগেননি। যেমন বল, তেমন উত্তর দিয়েছেন। বিদেশের মাটিতে ১৫০ রানে প্রথম ইনিংসে গুটিয়ে যাওয়া একটা দলের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করা নিঃসন্দেহে চাপের। যশস্বী সেই চাপ সামলাতে জানেন।

বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির অন্যতম ধারাভাষ্যকার সঞ্জয় মঞ্জরেকর বলেছেন, ''পিছনের পায়ে কী ভাবে খেলতে হয়, তা যশস্বীর থেকে শিখতে পারে কোহলি। একটু দেরিতে স্কোয়্যার কাটগুলো মারছে। দেখতে হয়তো একদম নিখুঁত লাগছে না। তবে পিছনের পায়ে শরীরের ওজন থাকায় শটগুলো শক্তিশালী হচ্ছে। স্কোয়্যারের পিছনের অঞ্চল থেকে রান করেছে। ইনিংসের ৬৪ শতাংশ বল খেলেছে পিছনের পায়ে। কোহলির এটা দেখা উচিত। কারণ স্কোয়্যারের পিছনের অঞ্চলে কোহলি খুব শক্তিশালী নয়।'' মঞ্জরেকরের মন্তব্যে মুম্বইসুলভ খোঁচা থাকতেই পারে। দিল্লির কোহলি তাঁর কথাকে গুরুত্ব নাই দিতে পারেন। তবু শনিবার কোহলির ব্যাটিংয়েও ভাবনাচিন্তার ছাপ পরিষ্কার। প্রথম ইনিংসের মতো সুইং ভাঙার জন্য পপিং ক্রিজ়ের অনেক বাইরে দাঁড়াননি। বল দেখে খেলার চেষ্টা করেছেন। পর্যাপ্ত সময় নিয়েছেন শট নেওয়ার আগে। বলকে ব্যাটের কাছে আসতে দিয়েছেন। অযথা বলের কাছে ব্যাট বাড়িয়ে দেননি। ফলও পেয়েছেন। চাপের মুখে দলকে নির্ভরতা দিতে পেরেছেন। ২ উইকেটে ৩১৩ থেকে ৫ উইকেটে ৩২১ হয়ে যাওয়া দলের হাল ধরেছেন। ঋষভ পন্থ (১), ধ্রুব জুরেলদের (১) ব্যর্থতার প্রভাব পড়তে দেননি। ওয়াশিংটন সুন্দরকে যতটা সম্ভব আগলে রাখার চেষ্টা করেছেন। কোহলি যখন ব্যাট করতে নেমেছিলেন, তখন ভারতীয় শিবির অনেকটাই চাপমুক্ত ছিল। খোলা মনে ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছেন কোহলি। উইকেটের অন্য প্রান্তে জমে যাওয়া যশস্বী। পাশাপাশি, দল শক্ত ভিতের উপর। শুরুটা অনুকূল পরিস্থিতিতে করতে পারায় ইনিংসের মাঝে তৈরি হওয়া চাপও সামলে দিয়েছেন অনায়াসে। কোহলি থামলেন ৪৯২ দিন পর টেস্ট শতরান করে। শেষ বার ওয়েস্ট ইন্ডিজ়ের বিরুদ্ধে শতরান করেছিলেন ২০২৩ সালের ২১ জুলাই। এ দিন ১৪৩ বলের ইনিংস সাজালেন ৮টি চার এবং ২টি ছয় দিয়ে। কোহলিকে চেনা মেজাজে ফিরিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব কিছুটা হলেও তাই দাবি করতে পারেন তরুণ মুম্বইকর।

যশস্বীর বয়স ২২। তরুণতম ভারতীয় হিসাবে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট শতরান করলেন। তাঁর এই কীর্তি আত্মবিশ্বাস দিল লোকেশ রাহুলকেও। গুরুত্বপূর্ণ ৭৭ রান এল তাঁর ব্যাট থেকেও। সেই আত্মবিশ্বাসে ভর করে প্রথম উইকেটের জুটিতে ২০১ রান তুলল ভারত। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম বার। আগে কখনও অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম উইকেটের জুটিতে ভারত ২০০ রান করতে পারেনি। এই নজিরেও অবদান থাকল যশস্বীর।

প্রথম দিন ১৭ উইকেট পড়া পিচেও অস্ট্রেলিয়ার বোলারেরা যে প্রায় দু'দিন ধরে উইকেটের জন্য হা পিত্যেশ করলেন, তার জন্য দায়ী যশস্বী। নানা চেষ্টা করেও ভারতীয় তরুণের রক্ষণ টলাতে পারেননি জশ হেজলউডেরা। যশস্বীর রক্তে লড়াই ঢুকিয়ে দিয়েছে মুম্বইয়ের ঝুপড়ি। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে বড় হওয়া খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস নষ্ট হওয়ার তেমন কিছু থাকে না। সব কিছুই যেন তাঁদের কাছে প্রাপ্তি। যশস্বীও একই গোত্রের। তাঁর লড়াই সংক্রামিত হল দলের বাকিদের মধ্যেও। ওয়াশিংটন সুন্দর (২৯), নীতীশ কুমার রেড্ডিরা (অপরাজিত ৩৮) বড় রান না করলেও প্রয়োজনীয় জুটি তৈরিতে সাহায্য করলেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**